ধৃতং প্রেম্ণা

ত্রয়োদশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯ বাংলা

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী।

[মাশুল স্বতন্ত্র

ড় টাকা।]

মুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার।
প্রকাশক :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।
(1962)

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম,

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী (১)

কলিকাতার নিম্নলিখিত লাইব্রেরীসমূহে :—

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
৪। হিন্দুস্থান লাইব্রেরী, ৫৪।৯, কলেজ ষ্ট্রীট,
৫। তারা লাইব্রেরী, ১০৫, আপার চিৎপুর রোড।

প্রিণ্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়া
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারা

ত্রয়োদশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৬৮ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার ত্রয়োদশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী।

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

(১)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মন চঞ্চল, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত। লিখিবার ভাষা নাই। স্বাধীনতার বলি পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারারা আসিয়া জলপাইগুড়ি-কুচবিহার জিলায় কোনও প্রকারে মাথা গুঁজিয়াছিল। এখনো তাহাদের উদরান্ন নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত-ভাবে সংগৃহীত হয় না। আর স্বাধীন ভারতের নূতন বাস্তুহারারা দলে দলে আসাম হইতে বিতাড়িত হইয়া সেই বিপদের মধ্যেই আসিয়া পড়িল। অকল্পনীয় এইরূপ ঘটনার কথা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল ?

এই সময়ে তোমরা অনাতিথেয় হইও না। লাঞ্ছিতদের আশ্বাস দাও,

উৎপীড়িতদের আশ্রয় দাও, ইহাদের সেবা ভগবানের সেবা বলিয়া সকলে মনে কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জন-কল্যাণ-কর্ম্মের জন্য তোমার অতি ক্ষুদ্র অযাচিত দান অতি বৃহৎ আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে, পরম প্রেমভরে, মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তুমি গরীব বলিয়া জগতে কাহারও চাইতে ছোট নহ। প্রাণের স্পন্দন দিয়া মানুষের মূল্য-নির্দ্ধারণ হয়, ব্যাঙ্কে কত লাখ টাকা আছে, তাহা দ্বারা নহে। তুমি তোমার ক্ষুদ্র আর্থিক সামর্থ্যকে মানবজাতির কল্যাণকল্পে ক্ষুদ্র দানে, ক্ষুদ্র সেবায় লাগাইয়া রাখিও। বড় হাতে দান করিতে পারিলে না বলিয়া মনে ক্ষোভ, দুঃখ বা অনুতাপ রাখিও না। কেহ বড় ঘরে জন্মিবার দরুণ চতুর্দ্দিকে আনুকূল্য পাইয়া সহজেই বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়। কেহ দরিদ্রের ঘরে জন্মহেতু জীবন ভরিয়া কেবল প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া যায় এবং প্রাচুর্য্যের মুখ দেখে না। এজন্য শেষোক্তেরা মিথ্যা হইয়া যায় না। ধনীর বৃহৎ দান অপেক্ষা দরিদ্রের ক্ষুদ্র দান অনেক সময়েই উচ্চতর কৌলীন্যের অধিকারী হয়। যাহার অর্থাভাব নাই, দানে তাহার ক্লেশ নাই। নিজেকে

ক্লিষ্ট করিয়া যে পরার্থে ত্যাগ-স্বীকার করে, তার দানের মূল্যও বেশী, মহিমাও বেশী। কারণ এই দানের সহিত যে প্রেমটুকু মাখা থাকে, তাহা নির্ভেজাল সুধা। এই সুধা মৃত্যু-নিবারণ করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যেদিন তুমি মৃত্যুর দুয়ার হইতে হরি-ওঁ জপিতে জপিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলে, সেই দিন হইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক প্রিয় হইয়া রহিয়াছ। ঘাতকেরা তোমাকে বন-বিভাগের অফিস হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া সেই গভীর নিশীথে শাণিত খড়্গের আঘাতে ছিন্নমুণ্ড করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, আর তুমি তাহাদের নিকটে প্রাণভিক্ষা না করিয়া কেবল হরিওঁ হরিওঁ হরিওঁ জপিতেছিলে। দীর্ঘ আট দশটা বৎসর পার হইয়া গেলেও সেই রোমহর্ষক ঘটনার কথা আমার মনে এখনো সজীব হইয়া জাগিয়া আছে। তুমি প্রহ্লাদের ন্যায় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াছিলে। প্রহ্লাদেরই মত তিনি তোমাকে নিষ্ঠুর-হৃদয় পাষাণ-পরাণ জল্লাদদের হাত হইতে নিরাপদে জন্মভূমিতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এমন ঘটনা যাহার জীবনে ঘটে, শত জন্মেও ত আমি তাহাকে আমার প্রাণের প্রিয়তম বলিয়া জানিতে কখনো ভুলিব না।

আজ পুনরায় স্থানান্তরে ঠিক সেইরূপ বিপত্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একদা যাহা করিয়াছিল ধর্ম্মোন্মাদেরা, এবার তাহা করিতেছে ভাষা-উন্মাদেরা। উন্মত্ততার এই অন্ধতা কত বিবেকীর বিবেক-হরণ করিতেছে, কত সুবিনীতের বিনয়-বিনাশ করিতেছে, কত সুধন্য ধার্ম্মিকের ধর্ম্মহানি করিতেছে, কত ক্ষমতাবানের সবল বাহুকে পক্ষপাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিতেছে। প্রতীকারের জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলীটী পর্য্যন্ত উত্তোলিত না করিয়া বাগ্‌বিদগ্ধ সুপণ্ডিতেরা শান্তির ললিতবাণী ছড়াইয়া মিথ্যা আত্মতৃপ্তি লাভের অভিনয় করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,—পৃথিবীতে কি সুবিচার নাই? অত্যাচার নিবারণের কি কোনও ব্যবস্থা নাই? মানব-সমাজ কি আদিম বর্ব্বরের সমাজে পরিণত হইয়া গেল? মানব-সভ্যতা কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আরণ্য স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হইল? কিন্তু এখানেই শেষ নহে, মানুষ কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রত্যুত্তর দাবী করিতেছে,—ধর্ম্ম কি নাই? ঈশ্বর কি নাই? ধর্ম্মের ন্যায় বিচার কি উবিয়া গেল? পরমেশ্বর কি মহানিদ্রায় অচেতন হইয়াছেন?

ধর্ম্মও আছেন, পরমেশ্বরও আছেন। নাই শুধু প্রহ্লাদ। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শত উৎপীড়নেও অসত্যকে স্বীকার করেন নাই। আমরা প্রাণভয়ে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হই না, লজ্জা পাই না। তোমার প্রাণভয় ছিল না, আজ তোমার কথা এই জন্যই বাবা বার বার মনে পড়ে। শিখদের উপর কোন্ অত্যাচার না হইয়াছিল? তাহারা শির দিয়াছিল, সার দিয়াছিল কি? তেগবাহাদুরের কাহিনী কেবলই কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা। অত্যাচারীকে

ভয়-না-করার শিক্ষা আজ নিতে হইবে। তবেই ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিবে, তবেই ঈশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুঙ্গেরী

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার অন্তরের গভীর প্রেম তোমার প্রতিটি আচরণে প্রকটিত হইতেছে। সম্প্রতি তোমার সৎকার্য্যে ত্যাগেচ্ছা এবং ত্যাগশক্তি যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময় মানিতেছি। তুমি তোমার তিন মাসের খোরাকী দান করিয়া ফেলিয়াছ। অথচ তুমি ধনী নহ। এমন ত্যাগ সত্যিকারের ভগবৎ-প্রেম ছাড়া হয় না। আমি তোমার নিঃস্বার্থ নিষ্কাম প্রেমকে অভিনন্দিত করিতেছি, প্রণাম জানাইতেছি।

তোমার ভক্তি ও মনোবল তুমি আরও শত শত জনের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে চেষ্টিতা হও। যতই দান কর, যতই সেবা দাও, একাকী একজনে একটা ব্যাপক উদ্দেশ্যকে সফলতায় আনিতে পারে না। তোমার প্রেম সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হউক, সকলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ্য একত্র করিয়া বৃহৎ কুশলকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করুক।

অন্তরে অহমিকা না রাখিয়া ভক্তির যে অনুশীলন করে, সে জগজ্জয়ী

হয়। অহমিকা সেবারও শত্রু, ভক্তিরও শত্রু। নিজের নিজত্বকে কেবল সেবকরূপেই স্বীকার করিও, ইহার অধিক নিজস্বতার গর্ব্ব প্রয়োজনীয় নহে। সত্যিকারের সেবা দিতে এবং প্রকৃত সেবক হইতে যতটুকু অহঙ্কারের প্রয়োজন, তার এককণাও যেন বেশী তোমাতে না থাকে। নির্ভরযোগ্য শক্তি হাতে নিয়া বসিও। নিজত্ব না থাকিলে কাজ করা যায় না কিন্তু নিজত্ববোধ বাড়িয়া গেলে সেবার অভিমানই মাত্র হয়, সেবা হয় না।

ভগবানের মঙ্গলময় নামে নিজেকে সর্ব্বদার জন্য সঁপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও। ইহা এক পরমমহৎ অনুশীলন। একটু একটু করিয়া চেষ্টা করিতে করিতে আস্তে আস্তে মন মজিয়া যাইবার আমেজ পাইবে, আস্তে আস্তে মন নামের গভীরে ডুবিবে। মিশ্রি বড় শক্ত চীজ, কিন্তু কিছুকাল জিভে রাখিলে আস্তে আস্তে তাহার আস্বাদ টের পাওয়া যায়। আরও কতক্ষণ রাখিলে আরও বেশী করিয়া পাওয়া যায়। পরিশেষে সমস্ত মুখ ভরিয়াই তাহার অমৃতাস্বাদ মিলে। নামকে তোমার হৃদয়ের শোনিত, শ্বাসের বায়ু, নয়নের আলো করিয়া লও।

পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

ওঁশ্রীগুরু

মুসূরী

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানকার মণ্ডলীটী যেন আস্তে আস্তে ঝিমাইয়া পড়িল। ঠিক এই রকমটী হইবে বলিয়া আমি পূর্ব্বে ধারণা করি নাই। তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ যেখানে আছে আর.... .... প্রভৃতির ন্যায় অকুণ্ঠ ভগবদ্ ভক্তেরা যেখানে রহিয়াছে, সেখানে মণ্ডলী কেন নির্জ্জীব হইবে? হয়ত তোমাদের প্রতিষ্ঠায় এবং ইহাদের ভক্তিতে কোনও গলদ নাই কিন্তু কেমন করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠে সরস পত্রপুষ্পের মুঞ্জরণ সম্ভব করা যায়, সেইদিকে তোমাদের দৃষ্টি কম। কোনও মানুষই প্রাণহীন নহে, আমরা তাহাদের মৃতবৎ শরীরে প্রাণের স্পন্দন প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারিতেছি না। ইহা আমাদের ত্রুটি, মানুষগুলির নহে। মানুষ-মাত্রেরই মহত্ত্বে বিশ্বাস লইয়া তোমরা পুনরায় কাজে নামিয়া পড়। যাহাকে ছোট ভাবিবে, সে ছোটই থাকিয়া যাইবে। ছোট কাহাকেও ভাবিও না। প্রত্যেকের ভাবী সম্ভাবনা-টীকে একটু দূরদৃষ্টি দিয়া দেখিয়া তাহাকে সসম্মানে জগতের মঙ্গল-কাজে আহ্বান কর। উপেক্ষা বন্ধুকে শত্রু করে। সদা-সন্দিগ্ধতা প্রেমকে দুর্ব্বল করে। অবিশ্বাস হৃদ্যতাকে নষ্ট করে। এই কথা মনে রাখিয়া কাজে নামো।

মানুষকে সেবা দিবার যত প্রকারের সুযোগ তোমার আছে, প্রত্যেকটীর সদ্ব্যবহার কর। কিন্তু মানুষকে জ্ঞানদান, শ্রমদান, অভয়-দান সব চেয়ে বড় সেবা। যেখানে যে ভীত, তাহাকে সাহস দাও। যেখানে সে কুণ্ঠিত, তাহাকে প্রেম দাও। যেখানে যে সঙ্কীর্ণচেতা, হীন-বুদ্ধি, ক্ষীণদৃষ্টি, তাহাকে জ্ঞান দাও। এগুলি তোমার নিকটে তাহাদের প্রাপ্য। কাহার প্রাপ্য কাহাকে কি ভাবে দিবে, তাহা অবশ্য ধীর স্থির বিবেচনা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে।

পৃথিবীতে আজ চলিতেছে ভয়ের রাজত্ব আর অজ্ঞানতার শাসন। ভীতিগ্রস্তেরা অপরকে ভয় দেখাইতেছে। অজ্ঞানেরা মিথ্যাকে চিরস্থায়ী ও চিরজয়ী মনে করিতেছে। ভীত এবং ভয়ঙ্কর উভয়কে অভয়ের অমৃত বিলাইবার আজ প্রয়োজন।

প্রেমের অভাব তোমাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য করিয়া ফেলিতেছে। পরমপ্রেমাধার পরমেশ্বরের প্রেমময় নাম নিয়ত স্মরণের দ্বারা অন্তরে প্রেমময় স্বভাব জাগ্রত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

ওঁ শ্রীগুরু

মুসৌরী

৯ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভক্তেরা যখন নিজ নিজ গুরুদেব সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করে, তখন তাহার মধ্যে অনেক অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাও থাকে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা যে-টুকু থাকে, তাহা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। পরন্তু নিজের বাহাদুরী জাহির করিবার জন্য মহাপুরুষের লীলাকে আশ্রয় করে। এই সকল অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনাকারীদের পরবর্ত্তী জীবনের অনেক ব্যাপার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সব অলৌকিক ঘটনাই সত্য নহে। সত্য হইলে, তাহার স্থায়ী প্রভাব ভক্তের জীবনে ও আচরণে অবশ্যই প্রতিফলিত হইত।

সম্প্রতি তোমরা অতিশয় অপ্রত্যাশিত দলবদ্ধ এক পৈশাচিক উৎপীড়নের হাত হইতে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া একমাত্র ভগবৎ-কৃপায় মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। ইহাতে কি যে আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নহে। যাহাদের সম্মান ও জীবন গিয়াছে, তাহাদের জন্য হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইলেও কেহ কেহ যে বাঁচিয়াছ, তাহাতেও আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু মা আমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে সকল গল্প তোমাদের মুখে শুনা যাইত, তাহা এখন কোনও কাজে আসিল কি? পারিলাম কি আমি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে অন্যায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে? পারিলাম কি আমি নানা বিভীষিকায় ধরিত্রী ভরিয়া দিয়া দুষ্কৃতিকারীদিগকে দূরে অপসারিত করিতে? অসৎকর্ম্মের ফল চিরকালই অসৎ হয় কিন্তু কুকর্ম্মকারীদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় লৌকিক বল, লৌকিক একতা, লৌকিক পুরুষকার, লৌকিক সাহস। অলৌকিক আসিয়া ইন্দ্রজালের মত বিপদুদ্ধার করিয়া দিয়া যাইবে, এই ভরসায় থাকা ভুল।

অগণিত ভারতবাসী চিরকাল কেবল অলৌকিকের প্রত্যাশায় আলস্যে, অবসাদে, ঔদাসীন্যে, দুর্ব্বলতার এবং শিথিলতার প্রশ্রয়ে দিন কাটাইতেছে। সীমান্তে শত্রুর সৈন্য-সমাবেশ ঘটিলে তোমরা যজ্ঞকুণ্ডে হাজার মণ ঘৃত আহুতি দাও,—তোমাদের একমাত্র প্রত্যাশা এই যে, তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে বসিয়া থাকিবে আর ইন্দ্র বা বরুণ আসিয়া বজ্র বা অন্য অস্ত্র দ্বারা তোমাদের উৎপীড়নকারীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবেন ঘরের কোণে আততায়ী আসিলে তোমরা কোষ্ঠী লইয়া গ্রহাচার্য্যের বাড়ী ছোট, তিনি যদি নবগ্রহকে তুষ্ট করিয়া তোমাদের বিপত্তি-খণ্ডন

ঘটাইতে পারেন। তোমাদের অলৌকিকে বিশ্বাস নিদারুণ অদৃষ্টবাদ, হীন কাপুরুষতা এবং লজ্জাকর ভীরুতায় পরিণত হইয়াছে।

মানুষের জীবনে অলৌকিক ব্যাপার ঘটে না, তাহা নহে। কিন্তু জাতির জীবনে অলৌকিকের স্থান নাই। তোমাদের কোন কোন বিপত্তির সময়ে কেহ কেহ এক নাটকীয় মুহূর্ত্তে আমাকে দেখিতে পাইয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। তোমরা যদি কিছু দেখিয়া থাক, তবে তাহা নিজেদের ভক্তির বলে দেখিয়াছ। ইহার কৃতিত্ব তোমাদের,—আমার নহে। নিজের কৃতিত্ব বাহিরে প্রচার ক্ষতিকর এবং দোষাবহ। তদুপরি, এই সব উপলক্ষ্যে আমার মহিমা প্রচারের চেষ্টা আমার প্রকৃত প্রতিভাকে জন-বোধগম্য হইতে দিবার পথে অন্তরায়স্বরূপ। সর্ব্বোপরি, আজ পর্য্যন্ত কোনও মহাপুরুষেরই অলৌকিক শক্তি একটা জাতিকে জাতির ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে নাই। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দৃঢ়তা, অভয়, আত্মস্থতা, সর্ব্বস্ববিসর্জ্জনের সামর্থ্য এবং আদর্শবাদ সহস্র-জনের তদুচিত পুরুষকারের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাতির ভাগ্য-পথ রচনা করে।

নেহেরু বলিতেছেন সব বিলকুল নিরাপদ হইয়া গিয়াছে, তোমরা বলিতেছ নিরাপত্তার অবস্থা আসে নাই, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতে সাহস পাইতেছ না। এই মতদ্বৈধের মধ্যে আমি তোমাদের কথাই বিশ্বাস করিতেছি, নেহেরুর কথা আমার অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয়। কারণ এতবড় বিরাট দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও, সকল অশান্তি দমনের পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি এবং শক্তিধর পুরুষ হইয়াও তিনি উৎপীড়িত তোমাদের কাছে আসিয়া তোমাদের মুখে প্রকৃত কথা শুনিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন এবং

বিভিন্ন উক্তি দ্বারা শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করিতেছেন। তোমরা যদি মনে কর যে নেহেরুর আশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে তাহাতে বিশ্বাস করিও না। তোমরা যদি মনে কর যে নেহেরুর ভরসা নির্ভরযোগ্য নহে, তবে তাহাতে নির্ভর করিও না। নির্ভর কর তাঁহার উপরে, যিনি নির্ভরযোগ্য। তাঁর নাম ভগবান।

চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী তোমাদের এই বিপত্তির মধ্যে উপদেশের কোনও মূল্য নাই। তবু তোমাদের লিখিতেছি, ভগবানে বিশ্বাস কর, ভগবানে নির্ভর কর, সর্ব্বভার ভগবানে অর্পণ করিয়া মন হইতে প্রাণভয় দূর কর। কাহারও কোনও অনিষ্ট কামনা করিও না কিন্তু প্রাণে ভয়ও রাখিও না। ভয়হীন হইতে পারিলে না বলিয়াই এমন ব্যাপক নারকীয় কাণ্ড ঘটিতে পারিল। ভয়হীন হইতে পারিলে সরকারী প্রশ্রয় থাকিলেও অল্পের উপর দিয়াই বিপদ পার হইয়া যাইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হাঁ, সমবেত উপাসনার সময়ে যে নির্দ্দিষ্ট কতকটুকু কাল উপাসনার উপাঙ্গস্বরূপে হরিওঁ-কীর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহাতে তোমরা সুনির্দ্ধারিত

সুরের কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পার না কিন্তু অন্য সময়ের নাম-কীর্ত্তনে উদয়াস্তে বা অষ্টপ্রহরে, নানা সুরের সমাবেশ করিতে পার। তোমরা কূপমণ্ডুকের মত নিজের ঘরের কোণায় বসিয়া থাক বলিয়া বাহিরের কোথায় কোন্ অনুষ্ঠানে কি হইতেছে জানিতে পার না। এই কারণেই এই সব অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়াও তোমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ও সংশয়-সন্দেহ থাকে।

অপর একটী জরুরী কথা এই যে, নিজেদের সাধনে তোমাদের নিষ্ঠা থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়াও এই কার্য্যটী করা যায় এবং তাহাই তোমাদের করিতে হইবে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মূল সূত্রের বিরোধী বা তাহার সহিত অসংলগ্ন কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের উল্লাসকে অসাম্প্রদায়িকতা না বলিয়া "ধাপ্পা"ও বলা যাইতে পারে। তোমরা সস্তা লোকপ্রশংসা কুড়াইবার জন্য সেই হীন পথে পা বাড়াইও না।

নিজের মতে পথে নিষ্ঠাবান থাকিয়াও যে অপরের মতে পথে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকেই অসাম্প্রদায়িক বলিব। নিজের মত-পথের পরিবর্ত্তন না করিয়াও যে অপরের মত-পথের মধ্যে শ্রদ্ধার জিনিষ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে পারে, তাহাকে অসাম্প্রদায়িক বলিব। কয়েকটা মত ও পথের আচার-আচরণে এক জগাখিচুড়ী পাকাইয়া নিজেকে অর্থহীন হট্টগোলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার নাম অসাম্প্রদায়িকতা নয়। তোমার নিজ সাধন-কর্ম্ম যখন তোমাকে

সর্ব্বজীবে প্রেমিক করিবে, জীবে জীবে প্রেম-বন্ধন সৃষ্টির বাধা হইবে না, তখন তুমি অসাম্প্রদায়িক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ তুমি তোমাদের স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলী সম্পর্কে পরোক্ষ ভাবেও যোগাযোগ রাখ না। তোমার হয়ত অভিমানের কারণ থাকিতে পারে কিন্তু চিরকাল অভিমান আশ্রয় করিয়া চলা পুরুষোচিত নহে। সুতরাং তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ এই যে, অভিমান পরিহার কর।

মণ্ডলীতে থাকিতে হইলে নেতা হইয়াই থাকিতে হইবে এমন ধারণা তোমার আছে কি না, জানি না। যদি থাকে, তবে তাহাও পরিত্যাগ কর। নেতার চেয়ে সেবকের সম্মান, মর্য্যাদা ও মনুষ্যত্ব অনেক বেশী। এক সময়ে তোমার মুখেই অহরহ শুনিতাম, মণ্ডলীর সভাপতি করিতে হইলে আদালতের পিওন ও সহরে প্রতিষ্ঠাবর্জ্জিত

নিষ্কামকর্ম্মী হা—দাদাকেই করা উচিত। তোমার এই মন্তব্য সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা সান্ত্বনা জানিও।

সমগ্র জগতের সম্মুখে এক্ষণে অগ্নিপরীক্ষা,—"আমরা থাকিব না পলাইব।" আমি থাকিতেও বলি না, পলাইতেও বলি না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বলি। এই বিপদের সময়ে কোনও নেতা বা রাষ্ট্র-কর্ণধারই তোমাদের পানে চাহিবেন না। তোমরা সকলে কাতর কণ্ঠে ভগবানকে দুঃখ-নিবেদন কর। চারিদিকের সংবাদে আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। একমাত্র ভগবানকে ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জন্য পাইতেছি না।

মঙ্গলবাঁধের কাজ একরূপ বন্ধই হইয়া গেল মনে হইতেছে। তবু আমি চাহি তোমরা তোমাদের বিপন্ন ভাইবোনদের পানে আগে তাকাও, তারপরে পার ত মঙ্গলবাঁধের জন্য কিছু করিও। বারংবার গৃহহারা হইয়া একটা জাতির নীতিজ্ঞান ও বিশ্বাস দুর্ব্বল হইয়া যায়।

এর মত সর্ব্বনাশ আর কিছু নাই। জোর করিয়া নারীর মর্য্যাদা নষ্ট করা হইয়াছে, তার চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হইতেছে তখন, যখন অভাবের তাড়নায় দুঃখের আঘাতে স্বেচ্ছায় নারীকুল কুক্কুর-পালের ভোগ্যা হইতে চাহে। সেই দুরবস্থাতেই একটা সমগ্র জাতির পতিত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই সময়ে তোমরা ভগবানকে ভুলিও না। ধর্ম্মই তোমাদের রক্ষা করিবে, অধর্ম্ম নহে,—তোমরা এই বিশ্বাসে ভর করিয়া পথ চল বাবা। মনে রাখিও, ধর্ম্ম প্রেমের ভিত্তিতেই শক্তিশালী, অপ্রেমের উপর ধর্ম্ম দাঁড়ায় না। তোমরা পূর্ব্বে নিরাপদ অবস্থায় অন্তরে একটা প্রেমানুশীলন করিয়াছিলে, আজ তাহার শত গুণ প্রয়োজন। কথাটা কেহই ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

ওঁ শ্রীগুরু

মুসৌরী
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যশোলাভকে তুমি ভয় পাইয়াছ। ভালই করিয়াছ। যশে অনেকের মাথা গুলাইয়া যায়, ভারসাম্য হারাইয়া অনেক যশস্বী পুরুষ মানুষের শ্রদ্ধা হারায়। অনেক সময় অতি-ক্লীব যশস্বী পুরুষের অমানুষোচিত কাপুরুষতা দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। যশস্বী না হইলে ইহা হইত না। তুমি যশকে ভয়

পাইয়াছ, ভালই করিয়াছ। যশের লোভে কোনও কাজ না করাই উচিত। অন্ততঃ সাধন-জগতে যাঁহারা উন্নতি চাহেন, যশ তাঁহাদের চিরকাল বর্জ্জনীয়। প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা শূকরী-বিষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

যশোলাভ জীবনের একটী বিরাট পুরুষার্থও নহে। আজ যে যশস্বী, কাল সে বিস্মৃত। পৃথিবীতে নিত্য নূতন মহাজন নিত্য নূতন যশ অর্জ্জন করিতেছেন, শত শত যশস্বীর মাঝখানে একজন যশস্বী ব্যক্তিকে অসাধারণ বলিয়া কিছু মনে হয় না। বার্ণাড শ বলিয়াছেন,—In heaven an angel is nobody in particular.

তথাপি সৎকর্ম্মের ফলে আপনা আপনি যশ আসে। ইহাকে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার কোনও উপায় নাই। ভাল কাজ করিতে গিয়া যদি যশ আসিয়া যায়, আসুক, তাহার আসা-যাওয়া নিয়া তোমার উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। যে যশ দ্রুত আসে, সে যশ আবার দ্রুত চলিয়াও যায়। আসিয়াছে বলিয়াই ভাবিবার কিছু নাই। জগতে অনেকের যশই নিতান্ত স্বল্পায়ু শিশু, মাতৃজঠর হইতে ভূমিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গারোহণ করে।

সামাজিক কর্ম্মীকে যশ উৎসাহ দেয়, উদ্দীপনা যোগায়,—এই হিসাবে যশের একটী উপযোগিতাও রহিয়াছে। মিলটন যাহাকে "last infirmity of noble mind—মহৎ পুরুষের শেষ দুর্ব্বলতা" বলিয়াছেন, তাহাও কর্ম্মে প্রেরণা বিধানে অসীম সামর্থ্য রাখে। প্রবর্ত্তক কর্ম্মীদের এই জন্যই যশের প্রয়োজন। যে কাজে যশ হইবে, বাছিয়া বাছিয়া যদি তাহারা সেই কাজই করেন, তবে তাহাতে দোষ

দেখি না। যশোলাভ করিতে করিতে অনেকের যেমন যশের নেশা আসিয়া যায়, ভাল কাজ করিতে করিতে অনেকের তেমন ভাল করিবারও নেশা আসিয়া যাওয়া খুবই সুসম্ভব মনে করি।

তুমি নিজে যশ চাহনা, খুবই প্রশংসার কথা। কিন্তু যশ চাহনা বলিয়া সৎকাজ হইতে দূরে থাকিবে, ইহা সদ্‌যুক্তি হইল না। সৎকাজ করিতেই হইবে, তাহাতে যশ হয় দোষ নাই, অপযশ হইলেও সৎকার্য্য বর্জ্জন চলিবে না। যশে ও অপযশে সমান বেপরোয়া তোমাদের হইতে হইবে। পরমেশ্বরের প্রীতিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি কার্য্য করিব, যশ বা নিন্দা, প্রশংসা বা লোকগঞ্জনা, যাহাই ইহার ফলে আসুক না কেন,—ইহাই হইবে আমাদের মূলমন্ত্র। যাহা কিছু করিব, ভগবৎ-সেবার জন্য করিব, অন্য কোনও উদ্দেশ্যকে আমাদের কোনও কর্ম্মেই প্রাধান্য করিতে দিব না, ইহাই হইবে আমাদের পরম লক্ষ্য। এই কথাটী ভুলিও না। যশ চাহি না বলিয়া অলস হইব, কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইব, ইহাকে একপ্রকারের ক্লীবতা বলিয়া জানিবে।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

ওঁশ্রীগুরু

মুহুরী

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঘাটশিলাতে যে অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইতেছে, তাহাতে তোমরা যোগদান করিও। আলিপুর-দুয়ারে যখন উত্তর-বঙ্গ অখণ্ড-প্রতিনিধি সম্মেলন হইবার কথা হয়, তখন অনেকে ইহাকে একটা অনাবশ্যক হুজুগ বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু সম্মেলন হইয়া যাইবার পরে নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিদের অনেকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছে যে, তাহারা প্রত্যাশাতীত লাভ উঠাইয়া আনিয়াছে, নিষ্ঠা-ভক্তির পুঁজি বাড়াইয়া নিয়া আসিয়াছে, পারস্পরিক প্রীতির মধ্য দিয়া আত্মশ্রদ্ধা ও সংঘ-শক্তির অনুশীলনের প্রেরণা পাইয়াছে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি নিয়া সম্মেলনে যোগদান করিলে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া আমি মনে করি। দেশ, সমাজ ও জগৎ কি সেবা তোমাদের কাছে চাহিতেছে আর তোমরাই বা তাহার কতটা দিবার জন্য প্রস্তুত বা দিবার পক্ষে যোগ্য হইয়াছ, সম্মেলনগুলিতে তাহারই একটা নির্ভরযোগ্য নিরীক্ষা হইয়া যাইবে বলিয়া তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা থাকা উচিত। অনেকগুলি লোক গিয়া সম্মেলনের স্থানে হৈ-চৈ করার বা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আতিথ্য-সৎকারের ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নাই কিন্তু চারিদিকের প্রত্যেক গ্রাম হইতেই বাহু বা মস্তিষ্ক-স্থানীয় দুই তিনজন করিয়া প্রতিনিধির যাওয়া প্রয়োজন। যাহারা কেবল মুখ আর কাণের কাজ করিবে, কথা বলিবে আর কথা শুনিবে, ভাবিবে না বা কাজ করিবে না, তাহাদের যাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

তোমাদের সঙ্ঘ আস্তে আস্তে যশ অর্জ্জন করিতেছে। যশোলাভ করার অর্থই হইতেছে দায়িত্ব বাড়িয়া যাওয়া। যশস্বীর কাছে লোকের প্রত্যাশা অধিক। প্রতি প্রয়োজনে লোকে যশস্বী ব্যক্তি বা সংস্থার

নিকটে সহায়তা দাবী করে। এই দাবী পূরণ করিবার যোগ্যতা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয়। যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উত্তরোত্তর অধিকতর যশস্কর কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতে হয়।

কিন্তু প্রতিদিন তোমরা কি কাজ করিতেছ? জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতজনকে নূতন চিন্তা, নূতন আলোক দিয়াছ? দেশব্যাপী দারিদ্র্যের প্রতিষেধ-কল্পে কত জনকে স্বাবলম্বনের মহিমা-সম্পর্কে সচেতন করিয়াছ? কয়টী গ্রামে গিয়া মানুষগুলির সহিত পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছ? অশ্রদ্ধাশীলের অন্তরে শ্রদ্ধা, অভক্তের চিত্তে ভক্তি অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস, হতাশ দুর্ব্বলের প্রাণে আশা ও সবলতার সঞ্চারের জন্য কি করিতেছ?

বৃহৎ এবং ব্যাপক কার্য্য একা কেহ সমাপন করিতে পারে না। বিনা পটুত্বে বা বিনা কর্ম্ম-কৌশলে কেবল ইচ্ছার জোরে বা গায়ের বলেও তাহা সম্ভব নহে। এই কারণেই সকলের মাথা একত্র করিয়া কর্ম্মের কৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়। বক্তৃতা দিবার জন্য বা শুনিবার জন্য নহে, কাজের কৌশল বাহির করিবার জন্যই সম্মেলনের প্রয়োজন। আশা করি, তোমরা এবার সম্মেলনে যোগদান করিয়া তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আসিতে পারিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

ওঁশ্রীগুরু মুসুরী

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্যাণীয়া মাকে নিয়া তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে মুসুরী আসিতে চাহিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার দীক্ষাটী হওয়া। উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু আমি আমার এবং সাধনার গুরুতর পীড়াগ্রস্ত শরীরের দিকে তাকাইয়া তোমাদিগকে আসিবার অনুমতি দিতে পারি নাই। ইহার জন্য তোমরা মনে কোনও ক্লেশ নিও না। দীক্ষার মত পবিত্র কল্পনায় মনঃক্লেশ, মান-অভিমান, দুঃখ ও ক্ষোভ রাখিতে নাই। আমিই বরং দয়াল গুরু হইয়া অকাতরে প্রার্থীকে দীক্ষা দিয়া যাইতেছি কিন্তু সকল গুরুরাই তাহা করেন না। অনেকে যেমন শিষ্যবৃদ্ধির জন্য পদ্ধতিবদ্ধ প্রচার-সংগঠন চালাইয়া থাকেন, অনেকে তেমন ভাবী শিষ্যকে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে যত ক্লেশ, নির্য্যাতন, উপেক্ষা, অবহেলা, অনাদর, অসম্মান ও রুক্ষভাষণের জাঁতাকলে ফেলিয়া তাহার ধৈর্য্য ও তিতিক্ষায় পরীক্ষা করেন, যাচাই করিয়া কেবল খাঁটি সোনা ঝোলনায় তোলেন। উল্লিখিত দুইটী পন্থার একটীও আমার দ্বারা অবলম্বিত হয় নাই। আমি শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধনে আগ্রহী বা চেষ্টিতও নহি, আবার ভাবী শিষ্যদের নানা বিপর্য্যয়ে ফেলিয়া তাহাদের সাময়িক ক্লেশ উৎপাদনেও উৎসাহী নহি। এমন গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে চাহিলে তিনি যদি বলেন,—"সবুর কর," তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহার অতিশয় সঙ্গত কারণ আছে।

কলিকাতা তথা পুপুনকী হইতে মুসুরী আসিবার কালে উত্তর

প্রদেশের নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত তোমাদের সহরটী দেখিয়া আসিয়াছি। তোমরা চমৎকার একটী অখণ্ড-মন্দির গড়িয়াছ এবং বাঙ্গালী-হিন্দুস্থানী-নির্ব্বিশেষে সকলের সহযোগ ও শ্রদ্ধা পাইয়াছ, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তথাপি আমি তোমাদের নিজেদের ভিতরে মনোভঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছি। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে কারণেই যত মনোবিবাদ বা অশান্তি থাকুক, এক কথায় তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য তোমাদের থাকা প্রয়োজন। আসামে সম্প্রতি এই যে বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া গেল বা এখনো ঘটিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে দেখিতেছি, তাহা বাড়িতে পারিল কেবল আক্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য নাই বলিয়া। ভালবাসা না থাকিলে ঐক্য আসিবে কোথা হইতে? একের ক্ষতিতে অপরের ক্ষতিবোধ না জন্মিলে, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতিবোধ ও আনন্দ না থাকিলে ঐক্য আসিবে কোথা হইতে? অপরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ যে ঐক্য, সেই ঐক্যের কোনও মূল্যই নাই। আসামে আক্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত চরিত্রটী কি? পরস্পর পরস্পরকে হিংসা-বিদ্বেষ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক একে অন্যের পর হইয়া রহিয়াছে,—যখন হঠাৎ আক্রমণকারীদের আত্মপ্রকাশ ঘটিল, তখন দেখা গেল আক্রান্তদের সকলকে কেবল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে। লুণ্ঠন ও গৃহদাহ এই কারণেই সবচেয়ে বেশী হইয়াছে। যেখানে ঐক্য ছিল, স্থানীয় পুলিশের অন্যায় প্রশ্রয়ের পরেও দেখা গিয়াছে, সেখানে অত্যাচার হয় নাই বা কম হইয়াছে, সেখানে ক্ষয়ক্ষতি অন্যান্য স্থানের তুলনায় অল্প। আমিও একমাত্র বাঙ্গালীদেরই গুরু নহি কিম্বা ভারতের কয়েকটা বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মঠ বা আশ্রম একমাত্র বাঙ্গালীরই জন্য নহে। তবু আমি আসাম-ভ্রমণ-কালে দেখিয়াছি যে, আমি কোথাও ভাষণ দিতে

গেলে, কয়েকটা মঠ ও আশ্রমের বাঙ্গালী শিষ্যেরা প্রাণপণে ও ধারাবাহিক বিরুদ্ধ প্রচারণা দ্বারা স্থানীয় আবহাওয়া আমার পক্ষে নিদারুণ ভাবে প্রতিকূল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য বালির বাঁধ দিয়া তাঁহারা সমুদ্র-তরঙ্গকে রুখিতে পারেন নাই, সকল অপচেষ্টা পূর্ণিমার প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু বিদ্বেষের অনুশীলন ত হইয়াছে! হিংসা-বিদ্বেষের হলাহলে তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের শত্রু করিয়া রাখ, ঐক্য তোমাদের আসিবে কোথা হইতে?

আসামের ভয়াবহ অত্যাচার ও শোকাবহ ঘটনাবলির দিকে তাকাইয়া তোমরা কিছু শিক্ষা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কর। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাঠ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বহ্বাস্ফোটন করিলেই চলিবে না সমসাময়িক ঘটনাবলি হইতে শিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে সবল ও প্রবল হইতে হইবে। মিথ্যা আস্ফালন মানুষকে হতবল করে। আসামে আমাকে অনেক জনসভায় দাঁড়াইয়া বলিতে হইয়াছে,—"তোমরা নোয়াখালীর মার খাইয়া দূর বিদেশে চলিয়া আসিয়াছ এই অঞ্চলে পুনরায় স্বদেশবাসী হইবে বলিয়া কিন্তু তোমাদের চরিত্রের যেই নীচতা, তোমাদের স্বভাবের যেই দীনতা, তোমাদের চিন্তার যেই অপরিচ্ছন্নতা নোয়াখালীতে তোমাদের অকথনীয় লাঞ্ছনার কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা তোমরা সঙ্গে করিয়াই নিয়া আসিয়াছ। ঘর, বাড়ী, ধন, সম্পদ, স্ত্রী, কন্যা সব ফেলিয়া চলিয়া আসিবার কালে কেন তোমরা তোমাদের মনুষ্যত্বের এই কালিমাগুলিকেও সেখানে ফেলিয়া আসিতে পারিলে না?" সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী সাধুদের অনুচরেরা প্রকাশ্য স্থানে ঘুষি বাগাইয়া আমাকে অসম্মান করিতে আসিয়াছে কেবল এই আশঙ্কায়

যে, অন্য একটা সাধু নিজ মত পথ প্রচার করিলে যদি নিজেদের সঙ্ঘের বিস্তৃতি কমিয়া যায়। তখন আমাকে বলিতে হইয়াছে,—"এই ঘুষি তোমরা আমাকে দেখাইতেছ না বাবা, এই ঘুষি তোমরা তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্যরূপে সিন্ধুকে যত্ন করিয়া জমা রাখিলে মাত্র। যেই সময়ে মানুষে মানুষে প্রীতি, জাতিতে জাতিতে সৌহৃদ্য, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঐক্য প্রত্যেক সংবেদনশীল মানবের মনকে করিতেছে আবেগাকুল, সেই সময়ে তোমরা নিজেদের ধর্ম্মমতের মহিমা প্রচারের জন্য ঘুষি ছাড়া অন্য অবলম্বন পাইলে না?" সম্ভবতঃ তিনটা বৎসরও পার হয় নাই, আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। আজ আসামের অনেক স্থানেই প্রকাশ্যভাবে বাঙ্গালীরা বলাবলি সুরু করিয়াছে যে, কি নির্ঘাত সত্য কথাই আমি সেইদিন উচ্চারণ করিয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে বলিতে কি, নিজেদের মধ্যে পরস্পরের অপ্রেম বিশ্বের সকলের অপ্রেম, অত্যাচার ও অনুচিত আচরণকে ধূপধুনার আরতি দিয়া আমন্ত্রণ করিয়া থাকে। একথা ভুলিয়া থাকিবার দিন আর নাই।

তোমরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সুদূর বিদেশে আসিয়া কেহ কেহ এই স্থানেই সারাজীবন কাটাইয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছ। কেহ কেহ জমি কিনিয়া পাকা ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছ। তোমরা আজ নিজেদের মধ্যে কুকুর-কামড়া-কামড়ি বন্ধ করিতে পারিবে না? অথচ তোমাদিগকে ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী জাতি বলিয়া, গভীরতম মননশীল শ্রেণী বলিয়া প্রায় সকলে স্বীকার করে, কেহ কেহ এইজন্য ঈর্ষ্যাও করে। তোমরা তোমাদের দায়িত্ব বুঝিবে না?

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

ওঁ শ্রীগুরু

মুসুরী
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সংবাদ পাইবার জন্য বিষম উদ্বেগে কাল কাটাইতেছিলাম। তোমার কার্ডখানাতে বুঝিলাম, তোমরা অনেক বিপদের মধ্য দিয়া আসাম হইতে শিলচর আসিয়া পৌছিয়াছ এবং স্বস্থানে সর্ব্বস্ব হারাইয়া আসিয়াছ। কিন্তু শিলচরের ঠিকানা দাও নাই। জানি না, এই পত্র সহজে তোমাদের হস্তগত হইবে কি না। শিলচরের কর্ম্মীরা সমগ্র সহর তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া পত্র তোমাদের হাতে পৌছাইবে। কোনও কোনও স্থানের কর্ম্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপরে আমি অশেষ আস্থা পোষণ করি

আক্রমণকারীরা এইবার শেষ আক্রমণ করিল, ইহা মনে হয় না। ইহার পূর্ব্বে একই যুক্তিতে নানা সময়ে খণ্ড খণ্ড আক্রমণ হইয়াছিল। এবার সমগ্র ভূখণ্ডব্যাপী এবং সুসংহত সংগঠন দ্বারা সুপরিচালিত ভাবে সব ব্যাপার ঘটান হইয়াছে। হয়ত আরও আক্রমণ সম্মুখে আছে। কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা তেমন কিছু নয় বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন বলিয়া লোকের মনে হইতেছে। কিন্তু উড়াইবার মত ব্যাপার ইহা নহে। তবু আমার মনে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে নির্ম্মূল করা যাইবে না। পরিণামে জাতিতে জাতিতে প্রীতি স্থাপিত হইবে। আজিকার আক্রান্ত ও আক্রমণকারী উভয়েই নিজেদের দোষ বুঝিতে

পারিবে এবং আত্মসংশোধন-মূলে প্রীতি ও অবৈর স্থাপিত হইবে। হয়ত তাহার পূর্ব্বে তোমাদিগকে বহু দুঃখ ও নির্য্যাতন সহিতে হইতে পারে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক নেতা বা শাসনক্ষমতার অক্ষম অধিকারীদের মুখের কথায় ভরসা না করিয়া প্রত্যেককে ঈশ্বরের উপরে ভরসা ন্যস্ত করিতে হইবে। সব তোমাদের গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিও না, পুনরায় সব হইবে। কেবল মানুষ মরিলে তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না, নারীর দেবী-মর্য্যাদা বিনষ্ট হইলে পরম সম্পদ চিরতরে গেল। কিন্তু এত সব করিয়াও একটা জাতিকে-জাতি কখনো নির্ম্মূল করা যায় না। হিটলার বৈজ্ঞানিক ভাবে লক্ষাধিক নরহত্যা করাইয়াও ইহুদি জাতিকে নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই। সমগ্র জাতিকে বিনাশ করা বা বিতাড়ন করাই যদি কাহারো লক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে শতাব্দীব্যাপী উৎপীড়নেও সেই আকাশকুসুম কখনো সত্য হইবে না। ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গেরা আমেরিকার আজটেক ও ইঙ্কাদের নির্ম্মূল যেই যুগে করিয়াছিল, সেই যুগ এখন নাই। তোমরা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, এই জাতীয় অমূলক ধারণা মন হইতে দূর করিয়া দাও। ভারত স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও এবং কেন্দ্রীয় শাসন-ভার দেশের পরীক্ষিত সেবকদের হস্তে ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও শাসন-দণ্ড দুর্ব্বল হস্তে পরিচালিত হইতেছে। তাই নিজ স্বদেশে মানুষকে উদ্বাস্তু হইতে হয়, নির্য্যাতিতা লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা সতীর ক্রন্দন মানুষের কর্ণ বধির করে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একটা জাতি সামগ্রিক ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, এমন কল্পনায় আমি বিশ্বাস করি না। সত্য, সুন্দর এবং সবলতার তোমরা উপাসক যে সবলতা সত্য ও এবং সুন্দরের অবিরোধী, তাহাকেই শিব বা মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঘর পুড়িয়াছে, সর্ব্বস্ব গিয়াছে,

রাস্তার ভিখারিণী হইয়াছ, তবু ভাবিও না যে, তোমরা লোপ পাইয়া যাইবে। মরিতে মরিতেও তোমাদের বাঁচিয়া উঠিতে হইবে। দেশ ও জগতের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য আছে। সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি তোমাদের অশেষ কর্ত্তব্য তোমাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শ্মশানের অগ্নিকুণ্ডের তলা হইতেও আজ নব-কলেবর নবজীবন নবচেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া আসিতে হইবে। তোমাদের বাঁচিতেই হইবে সেই বাঁচা কাহারও প্রতি বিদ্বেষের বলে নহে, আত্মশক্তির বলে। ভগবানে বিশ্বাস কর, দিবারাত্রি তাঁহাকে ডাক,—আত্মশক্তি জাগিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা শারিরীক সুস্থ আছ জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তোমার এবং আরও বহুসংখ্যক ভুক্তভোগীর পত্রে যাহা জানিতেছি, তাহাতে প্রাণে এককণাও শান্তি নাই। আসামের এই ভ্রাতৃঘাতী অরাজকতা স্বাধীন ভারতের এক নিদারুণ কলঙ্ক হইয়া রহিল। ইহার শেষ পরিণতি কোথায়, আমরা ধারণা করিতে

পারিতেছি না। এই অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ সহজসাধ্যও নহে, সহসা-সাধ্যও নহে।

তাই বলিয়া হতাশ হইলেও চলিবে না। অত্যাচার উৎপীড়ন এখনো থামে নাই, তাহা তোমাদের পত্রে বুঝিতেছি। অত্যাচার উৎপীড়ন যাহাই হইতে থাকুক, প্রত্যেককে অভয়-মন্ত্র শোনাও। ঘর জ্বালাইয়া, লুঠ-তরাজ করিয়া, ধর্ষণ করিয়া আর হত্যা চালাইয়া পৃথিবীতে কোনও জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার যুগ চলিয়া গিয়াছে। শত অত্যাচারেও তোমরা নিশ্চিহ্ন হইবে না, ইহা বিশ্বাস কর। প্রত্যেকের মনে আশ্বাস জানাও, বিশ্বাস বাড়াও। মৃত্যুর শত সম্ভাবনার মধ্যেও মরিবে না, তবে ত তোমরা বাহাদুর।

তবে একটী কথা মনে রাখিও, যে, এই সময়ে তোমরা অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ-প্রমুক্ত রাখিবার চেষ্টায় শিথিল হইও না। জানি, উৎপীড়নের মুখে নির্বৈর ভাব রক্ষা কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই তোমাদের করিতে হইবে। আজিকার আততায়ীরা চিরকাল আততায়ী থাকিবে না। সাম্রাজ্যলোলুপ অন্য হিংস্র জাতি শীঘ্রই সকলকে সমান করিয়া দিবে। তোমরা বৃথা হিংসার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভয়ও পাইও না, বিদ্বেষীও হইও না। তোমাদের পথ প্রেমের পথ। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তোমরা পুপুন্‌কীতে মঙ্গল বাঁধের জন্য টাকা পাঠাইয়াছ। তোমরা ধন্য। তোমাদের মহত্ত্ব ও প্রেমের তুলনা হয় না। কিন্তু বাবা, মঙ্গলবাঁধ এখন পড়িয়া থাকুক, তাহার চিন্তা তোমরা করিও না। আমি কায়মনোবাক্যে তোমাদের নিরাপত্তাই প্রার্থনা করিতেছি।

এখনই তোমরা সমস্ত ভূসম্পত্তি বেচিয়া চলিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিতে পার না।

শ্রীমান বি—অর্দ্ধমূল্যে তাহার সহরের মাটিটুকু বেচিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। আমার ধারণাই হয় না যে, সব বাঙ্গালী যদি আসাম হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, তবে এত লোকের স্থান হইবে কোথায়। পশ্চিমবঙ্গে কয় ইঞ্চি জমি আছে। যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ঐসব অঞ্চলে সম্মান সহকারে থাকা কঠিন। তবু কি সব লোক চলিয়া যাইতে পারিবে? এতদিনের আশ্রয় হইতে চলিয়া যাওয়াটা কি খুব সহজ কাজ? চলিয়া যাইবার কালেও ত কত লোক পথিমধ্যে আক্রান্ত হইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনও ঘটিতে পারে, প্রতীক্ষা করা সঙ্গত।

বেলুচিস্থানেও দুই এক ঘর বাঙ্গালী আছে। তাহারা আছে কি কারণে?

পূর্ব্ববঙ্গে এখনো এক কোটি বাঙ্গালী হিন্দু রহিয়া গিয়াছে। তাহারা আছে কি কারণে?

সব লোককে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার পরেও বহু বাঙ্গালী আসামে থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। ঐ একই কারণে তাহারা থাকিবে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, মনকে হিংসামুক্ত নির্ম্মল রাখিয়া সাহসের সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে দাও। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও প্রেম বৃদ্ধি কর, আর সম্প্রদায়ের প্রতি মনের কোনও বিদ্বেষ রাখিও না। "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নহে," যীশু খ্রীষ্টের এই উপদেশ বড় মূল্যবান্। তার সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র কথাটিও মনে রাখিও যে, ভগবানই সব করিতেছেন, তিনি কখনো জাতিকে-জাতি নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারেন না। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

১৯শে শ্রাবণ ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস জানিও।

তোমাকে যে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইতেছে, ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বাধা যতই প্রবল হউক, মনের উৎসাহে যাহাতে ভাটা না আসে, তাহা করিও। ঈশ্বর-বিশ্বাস উৎসাহকে অক্ষয় অমর করে।

প্রত্যেকটী নরনারীকে সাধন-ভজন করিবার দিকে, সৎ, সংযমী

ও সত্যাশ্রিত থাকিবার জন্য, অবিরাম প্রেরণা দিবে। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়। আজ যাহাদিগকে নিদারুণ প্রতিকূল দেখিতেছ বা যাহারা আজ উদাসীন রহিয়াছে, কাল, পরশু বা তার পরের দিন তাহারা নিশ্চিত অনুকূল হইবে। চেষ্টাও বিশ্বাস রাখিও, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও।

যে কাজটুকু করিবে, প্রেম সহকারে করিবে। ভয়-ভীতিকে, সংশয়-সন্দেহ-আশঙ্কাকে কাছ ঘেঁষিতে দিবে না। প্রেমের প্লাবনে সব ভাসাইয়া নিয়া যাওয়া চাই। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

উপদেশ চাহিয়াছ। কিন্তু বাবা, উপদেশেরও স্থান, কাল, পাত্র আছে। সকল স্থানেই উপদেশ চলে না। সকল কালেও নহে। পাত্রাপাত্রেরও বিচার চাই।

অনেক উপদেশ শুনিয়াছ, পালন করিয়াছ কি? কেবল উপদেশ শুনিয়া যাওয়া আর পালন না করা, ইহাও একটা রোগ। ইহার চিকিৎসা প্রয়োজন।

সাত্ত্বিক উপদেশ-দাতা অকারণে উপদেশ দেন না। আবার কত

সময়ে স্বতঃ-প্রেরণায় উপদেশ আসে। তোমরা কিছু কিছু করিয়া কাজ কর বাবা। উপদেশ না চাহিতেই পাইবে।

আমি চাহিতেছিলাম, তোমরা জীবিকা হইতে, মুখের অন্নগ্রাস হইতে পাপকে দূরে রাখ। আমি চাহিতেছিলাম, তোমরা আশ্রয়দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকতা পরিত্যাগ কর। আমি চাহিতেছিলাম, তোমরা কাহাকেও আশ্বাস দিয়া পরে তাহাকে বিমুখ করিও না। আমি চাহিতেছিলাম, তোমরা যে যাহা নও, সে তাহার ভান করিও না। আমি আরও চাহিতেছিলাম, তোমরা কেহ অপরের কৃতিত্বকে নিজের বলিয়া প্রচার করিবার মিথ্যা পথে যাইও না।

প্রত্যেকেই এই কথাগুলি পালন করিয়াছ কি? হইয়াছ কি তোমরা জীবমাত্রেরই প্রতি প্রেমিক, পাপীমাত্রেরই প্রতি ক্ষমাশীল, দুর্ব্বলমাত্রেরই প্রতি সাহায্যদাতা, বিপন্নমাত্রেরই জন্য উদ্ধার-কর্ম্মী? ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

মুসৌরী

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা আশিস জানিও।

আসামে তোমার চাকুরী গিয়াছিল, অনেক ক্লেশের পরে কাছাড়ে আসিয়া চাকুরী পাইয়াছ। তখন তুমি অধীর হইয়া কেবল কাঁদিতেছিলে, ভগবান্ কি নিষ্ঠুর। আজ আবার সেই অঞ্চলের শত শত

নরহত্যা, গৃহদাহ ও নারীনির্য্যাতনের জনরব শুনিয়া হয়ত ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছ যে, চাকুরীটা ভাগ্যে চলিয়া গিয়াছিল, নতুবা তোমাকে কি জানি বিপত্তির মুখে পড়িতে হইত। যেখানে যে দুঃখ আসুক, তাহা ভগবানের দান বলিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। ভগবান মঙ্গলময়। তিনি কি ভাবে কাহার মঙ্গল করিবেন, তাহা কেহ জানে না। শুদ্ধচিত্তে প্রতীক্ষা করিলে তবে ভগবানের মঙ্গল-উদ্দেশ্য ধরা পড়ে।

আশা করি, নূতন জায়গায় তুমি ভালই আছ এবং সৎসঙ্গে কালযাপন করিতেছ। নারী এক হিসাবে বড়ই অবলা, অপর হিসাবে মহাশক্তি। অবলা হইয়াও তোমরা মহাশক্তি, ইহা এক অপূর্ব্ব রহস্য-ময়ী কথা! তোমার ভিতরের মহাশক্তিকে তুমি জাগরিত করিয়া তোল মা। তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের ভিতরে সেই মহাশক্তির সঞ্চার কর। সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন রাখিবে। ভগবানকে তোমার জীবনের পরম সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিবে। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, কর্ম্ম, চেষ্টা, চিন্তা সব কিছু ভগবানের প্রীতির দিকে তাকাইয়া করিবে। অন্তরের সমস্ত ভালবাসাকে ভগবানে অর্পণ করিবে। জগতে প্রলোভন-জয়িনী হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে প্রলোভন-জয়ের পথ দেখাইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

মুঙ্গেরী

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

তুমি যে ছোটদের ভিতরে কাজ আরম্ভ করিয়াছ, ইহার আমি শত-মুখে প্রশংসা করিব। ছোটদের অবজ্ঞা করিয়া সব বড় কাজ পণ্ড হইতেছে বা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইতেছে। ছোটদের ছোট মনে না করিয়া ইহাদের ভিতরের মহাশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য। একদল লোক যে চিরকালই ছোট হইয়া রহিল, ইহা কেবল তাহাদেরই দোষ নহে, আমাদেরও দোষ। প্রেমসহকারে ইহাদের ভিতরে প্রবেশ কর। ইহাদের প্রাণে প্রাণে ব্রহ্মাগ্নি জ্বালাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

ওঁশ্রীগুরু

মুঙ্গেরী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যে দুইখানা কার্ড দিয়াছ, তাহা পাইয়াছি; তোমাদের নানারূপ ক্ষয়ক্ষতির সংবাদে প্রাণের বেদনা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

তোমাদের এই বিপদের সময়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দেওয়ার কোনও সার্থকতা নাই। একটীমাত্র কথা লিখি যে, কোনও অবস্থাতেই ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না, ভগবানের নাম ভুলিও না।

ভবিষ্যতে কি করিতে হইবে, এই চিন্তা করিবার অবসর আজ কাহারও নাই। * * * এমন অবস্থা চিরকাল চলিতে পারে না।

ঐক্য, প্রেম ও বিশ্বাস সম্বল করিয়া তোমরা চল। তোমাদের মধ্যে আসিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের প্রতি জনের জন্য আমার প্রাণটা কাঁদিতেছে।

ভগবানে বিশ্বাস রাখিও বাবা, ভগবানের নাম ভুলিও না। বিপদ আপদ যতই আসুক, তাঁহার ইচ্ছাতেই আসিতেছে। ঈশ্বরবিশ্বাসে সমুজ্জ্বল চিত্ত লইয়া সকল বিপদকে বরণ করিবার সাহস চাই। এই জাতীয় গণ-গুণ্ডামি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ভাবে পৃথিবীর সকল দেশেই বহুবার হইয়াছে, তার মধ্য দিয়াই কত কত জাতি সাহস ও বিশ্বাসের বলে অগ্রগতির পথে ছুটিয়াছে। ক্ষমতার শ্রান্তি আজ যাহাদিগকে বিদ্যুদ্-বেগে বিপথে চালিত করিতেছে, মমতার ভ্রান্তি একদিন তাহাদেরও মধ্যে আসিবেই আসিবে। লাঠি পিটাইয়া তাহা আনা যাইবে না। উৎপীড়নের অসার্থকতা একদিন ইহাদেরও কাছে ধরা পড়িবে। শিয়রে শমন কেবল তোমাদেরই নহে, ইহাদেরও। ইহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

আপনার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনারা সকলেই প্রায় অক্ষত শরীরে সুস্থ আছেন জানিয়া প্রাণে আমার আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু ভাবিতেছি, এই জাতির ভবিষ্যৎ কি? জাতি বলিতে আমি বাঙ্গালী আসামী উভয়কেই বুঝিতেছি। ভ্রাতৃহত্যার পরিণামে কোন্ লাভ হইবে? আত্মদ্রোহ কোন্ কুশল? ভগবান্ সকলের মনে শান্তি ও মমতার অমৃত বর্ষণ করুন, নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি।

আপনারা আমার প্রাণভরা আশিস জানিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

মুসুরী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের অঞ্চলের সকল কথা শ্রীমান্ হ—র পত্রে জানিয়াছি। নিয়ত আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা যেন সসম্মানে ও নিরাপদে থাকিতে পার।

ধৃতং প্রেম্না

অনেক লোকে হয়ত চিরতরে আসাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। অনেক লোকে যাইতে পারিবে না বলিয়া থাকিবে। যাহাদের থাকিতেই হইবে, তাহারা অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রবল করুক। ঈশ্বর-বিশ্বাস ছাড়া বিপদে কেহ স্থির থাকিতে পারে না। জীবন ভরিয়াই মানুষের বিপদ থাকিবে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের বলে প্রত্যেককে বিপদের মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। কেবল পলায়নের দ্বারা কোনও সমস্যার মীমাংসা হয় না।

তোমাদের প্রতিজনের প্রাণ যেন সাহসে ও প্রেমে পূর্ণ হয়। সাহস আত্মরক্ষার জন্য, প্রেম আততায়ীকেও আপন বলিয়া জ্ঞান করিবার জন্য ; সাহসের রূঢ়তা প্রেমে স্নিগ্ধ হইবে। সাহসহীন প্রেম প্রেমই নহে, কারণ তাহা অচিরে কাপুরুষত্বে ও দাসত্বে পরিণত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

মুসুরী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আসামের ব্যাপারে মন গভীর দুঃখে অভিভূত। তোমাদের অঞ্চলেও হয়ত কত গৃহ-বিতাড়িত নিরাশ্রয় লোক আসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সহযোগ জাগ্রত করিয়া তাহাদের প্রতিজনকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। ইহা তোমাদের মানবিক কর্ত্তব্য।

তোমরা প্রতিটি লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, বিতাড়িত ব্যক্তির মনে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি কর। সাময়িক ঘনঘটা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করে, জাতিটা বিলুপ্ত হইবে। প্রত্যেকের মনে আশা জাগাও, প্রত্যেকের ভিতরে আশ্বাস দাও। প্রত্যেককে ভগবানে বিশ্বাস করিতে বল।

তোমরা একজনেও ভুলিয়া যাইও না যে, ভগবানের হাতেই তোমাদের ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। তোমরা যেন একটা দিনের জন্যও ভগবানকে না ভোল। ভগবদ্বিশ্বাস সাহস দেয়, সাহস শৌর্য্য দেয়, শৌর্য্য আত্মরক্ষার যোগ্যতা যোগায়, আত্মরক্ষা আত্মবিশ্বাস দেয়, আত্মবিশ্বাস অপরে শ্রদ্ধা জন্মায়, শ্রদ্ধা বিবদমানগণের মিলনের পথ প্রশস্ত করে। হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী-নির্য্যাতন—এইগুলিই পৃথিবীর চরম সত্য ও পরম পরিণতি নহে, ইহার উপরেও জিনিষ আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দৈবক্রমে তোমরা আসামের সাম্প্রতিক সর্ব্বব্যাপী দাবানলে দগ্ধ হও নাই জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু যাহার পত্রে এই সংবাদ পাইলাম, তাহার পত্রেই দেখিতেছি যে, তোমরা নিজেদের মনোমালিন্য

দূর করিতে পার নাই, পরস্পর পরস্পরকে স্নেহের, ক্ষমার, প্রেমের, দৃষ্টিতে দেখিতে পার নাই। এই সংবাদে বড় ব্যথিত হইয়াছি। তেজপুরের উপদ্রুত অঞ্চল হইতে একজন আমাকে প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন,—"কোন্ পাপে আমরা বাঙ্গালীরা এত নির্য্যাতন সহিতেছি?" তাহার উৎকৃষ্ট জবাব পাওয়া যাইবে তোমাদের অঞ্চলে তোমাদের নিজেদের মধ্যের অপ্রেমে। অপ্রেমিক ঐক্যহীন হয়, তাই শক্তিহীন হয়। অপ্রেমিক ক্ষমতাহীন হয়, তাই ক্ষমাহীন হয়। অপ্রেমিক স্বার্থপর হয়, তাই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বদলের লোকেরাও আত্মদানে অগ্রসর হয় না। চারিদিকে খোলাচখে তাকাইয়া দেখ এবং শিক্ষা সংগ্রহ কর। নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, তাহার সংশোধন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আসামের খবর সব পড়িতেছি। হয়ত এই সব সংবাদের মধ্যে কিছু মিথ্যা, কিছু অতিরঞ্জিত থাকিতে পারে। গর্ভবতী নারীর পেট কাটিয়া তার জঠরস্থ শিশুকে কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা পিতাপুত্রে মিলিয়া আর দশ বিশ জনে

পরপর ধর্ষণ করিয়া নারীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, কিশোর বালক-বালিকাদের হাতে পায়ে বাঁধিয়া ব্রহ্মপুত্রে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এসব সংবাদ অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা হইতে পারে। ভারত সরকার তদন্ত করিবেন না, সুতরাং মিথ্যা বা সত্য জানিবার উপায় নাই। তদন্ত করিলেও এই জাতীয় সংবাদের সত্যতা-প্রমাণ বিভীষিকার রাজত্বে সম্ভব হয় না। তবু একথা সত্য যে, নারী-নির্য্যাতন কম হইলেও হইয়াছে। কিন্তু তোমরা সেই শিক্ষাকে কেন কাজে লাগাইতে পারিতেছ না যে, ধর্ষণের আগে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ? সংবাদপত্র পড়িতেছি না রোমহর্ষ হইতেছে। মাগো, মরার শিক্ষা তোমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা অরাজক দেশে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। দিল্লীর তক্তে আজ কোনও শক্তিশালী সম্রাট নাই, নাই গিয়াসুদ্দিন বলবন্, নাই সম্রাট আকবর, যাঁহাদের ভয়ে, চোর-ডাকাত পেশা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, এত দুঃসংবাদের মধ্যেও তোমার একটী সুসন্তান জন্মিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, নবজাতক দীর্ঘায়ু হউক, স্বাস্থ্যবান্ হউক, সাহসী হউক, ঈশ্বরবিশ্বাসী হউক। তাহার ঈশ্বরবিশ্বাস তাহাকে বিপদে নির্ভীক, কর্ম্মে তৎপর, দুর্য্যোগে সুধীর করুক। এই শিক্ষা তুমি তাহাকে জন্মাবধিই দিতে থাক। এখন সে কথা বুঝিবে না, কিন্তু তোমার চিন্তার তরঙ্গ তাহার মনে স্পন্দন সৃষ্টি করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য জানিও। শিশুকে কোলে লইয়া যে নারী কাম-চিন্তা করে, পাপবুদ্ধি করে, তাহার পুত্র বা কন্যা কামুক ও পাপী হয়।

শিশুরে লইয়া কোলে যে চিন্তা করিবে,
এই শিশু জগতেরে সেই বস্তু দিবে।

নববিবাহের উল্লাসে পিতামাতার মনে পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তা থাকে না। কিন্তু বহু-সন্তানের জনক-জননী তাহাদের গড়িয়া তুলিতে বেগ পায়। তোমরা অধিক সন্তানের জনক-জননী না হইতে চেষ্টা করিও কিন্তু তজ্জন্য কৃত্রিম প্রণালীর আশ্রয় নিও না। বুকে বুক রাখিয়াও কামসুখ ভোগ করে না, এমন প্রেমিক দম্পতী জগতে আছে। রতিরসে না মিলিত হইয়াও একে অন্যকে জীবনাধিক ভালবাসে, এমন দম্পতী এই জগতে আছে। তোমরা উভয়ে এই সত্যে বিশ্বাস করিও।

তোমার ও তোমার স্বামীর মধ্যে ধর্ম্ম-সাধন-ব্যাপারে কোনও স্থানে এক আধটুকু পার্থক্য-বোধ থাকিলে তোমরা প্রেমের বলে সেই পৃথক্ রুচি বা প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইও। দুই জনে এক-পথাশ্রয়ী হইলে তোমাদের শক্তি দুর্ব্বার হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

ওঁ শ্রীগুরু

মুসৌরী

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের সকলের নিরাপত্তা-সংবাদের জন্য ব্যগ্র আছি।

বাঙ্গালী জাতি কি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে? আসামীরা কি চিরকালই বর্ত্তমান-আচরিত রীতি ও বর্ত্তমান-পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ

করিবে? দুইটীরই উত্তর হইতেছে,—"না।" কিন্তু এজন্য প্রয়োজন সাহস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, একতা ও প্রেমের। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিদ্বেষের সুযোগ নিয়া একদা ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভারতে জাতি-বিদ্বেষ প্রশমনের চেষ্টা নাই, চেষ্টা হইতেছে চূণকাম করিয়া সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার। নেতাদের ভিতরে এত ঘূণ ধরিয়াছে যে, জন-সাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা সাধু-সন্ন্যাসীর দল চিরকাল নিজেদের কর্ম্ম ও চিন্তাকে রাজ-নীতির বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, অনেকে জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের আচরণে সব মিথ্যা হইয়া যাইতেছে। চিরকালের ভোট-ভিক্ষুকেরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণার্থে বাদশাহ, সুবাদার ও ওম্‌রাহের আসনে বসিয়াই যাহার যাহা ইচ্ছা, করিতেছে। অজ্ঞ, ভ্রান্ত জনসাধারণ ইহাদের প্ররোচনায় আগুন লইয়া খেলিতেছে। এই সময়ে তোমরা ঈশ্বর-বিশ্বাস, মানুষের প্রতি প্রেম এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য হারাইও না। এই বিপদের পরিত্রাতা নেহেরু নন, তোমাদিগকে নিজের পরিত্রাণ নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

ওঁ শ্রীগুরু

মুসৌরী

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতিতে পড়িয়াছ, তাহাতে তোমাদের কুশল সংবাদই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। আমি চাই সর্ব্বাগ্রে তোমরা নিরাপদ হও। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে, ঐক্য, সাহস ও ভগবদ্‌বিশ্বাসের ভিতর দিয়া। পলাইয়া কেহ নিরাপদ হয় না। পলাইতে গিয়া কত লোক যে পথে মরিল, তাহার সংখ্যা কে জানে?

তোমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, সাহসী হও, পলায়ন বন্ধ কর। বিপদকে কেবলই বিপদ বলিয়া মনে করিওনা, বিপদ অনেক সময়ে সম্পদের অগ্রদূতী হয়। পলায়নই সকল সময়ে আত্মরক্ষার উপায় নহে, পলায়ন অনেক সময় সমূল বিনাশের কারণ হয়। এই কথা মনে রাখিয়া বিপদের মুখে ভয়হীন হইয়া দাঁড়াও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়াও সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইতে পারি নাই। কারণ তাহার পরেও নানা নির্য্যাতন হইয়াছে।

ঐক্য, প্রেম ও ভগবদ্বিশ্বাসের বলে তোমরা সকলে নিরাপদ হও। ভগবদ্বিশ্বাস তোমাদিগকে সাহস দিবে, শৌর্য্য দিবে। দিল্লী বা কলিকাতা হইতে তোমাদের জন্য কোনও কার্য্যকরী সহায়তা পৌঁছিবে

বলিয়া ভরসা করার গুরুতর কোনও কারণ নাই। একদিন এই আসামী-বাঙ্গালী কলহ মিটিয়া যাইবে, একদিন মানুষ বলিয়াই মানুষ মানুষকে সমাদর করিবে, একদিন নীচ, হিংস্র, আদিম প্রবৃত্তি মানুষের বিবেকের বশে আসিবে। কিন্তু সেই শুভদিন পলায়নপর দুর্ব্বলদের জন্য নহে। তোমরা সবল হও, ভগবানে বিশ্বাস কর, নিরাপদ হও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিপদকে জয় করিতে হয় সাহসের দ্বারা, পলায়নের দ্বারা নহে। ভয়কে জয় করিতে হয় মৃত্যু-বরণের দ্বারা, দুষ্কৃতিকারীকে প্রশ্রয় দিয়া নহে, ঘুষ দিয়া নহে, সহায়তা করিয়া নহে।

তোমরা এই দুঃসময়ে ভগবানকে ভুলিয়া যাইওনা। ভগবানের চরণ-চিন্তা হইতে তোমাদের সাহস, বল, ধৈর্য্য সংগ্রহ কর। বিপদের দিনেই ভগবানকে বেশী স্মরণ করিতে হয়। তোমরা ভগবদ্বিশ্বাসের বলে সাহস আহরণ কর। অপরকে হিংসা করিও না কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের কাছে শক্তিপ্রার্থনায় বিরত হইও না এবং সেই শক্তির সদ্ব্যবহারে দ্বিধা করিও না। তোমরা একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হও, দিল্লী বা কলিকাতায় তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা নাই। তোমাদের

রক্ষাকর্ত্তা তোমাদের বাহুতে, তোমাদের বক্ষে, তোমাদের মনে, তোমাদের অন্তরের অন্তরে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে তোমাদের এই অকল্পনীয় অকথনীয় বিপদে আমার প্রাণভরা সান্ত্বনা এবং সমবেদনা জানিও। কতকগুলি দিন ধরিয়াই তোমাদের সংবাদ পাইবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলাম।

তোমরা যে বিপদে পড়িয়াছ, তাহার ভয়াবহতা এতদূর হইতেও অনুভব করিতে পারিতেছি। মনে হইতেছে, ছুটিয়া আসিয়া তোমাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া ধরি, যেন কোনও আততায়ী তোমাদের অঙ্গ স্পর্শও করিতে না পারে। স্ত্রীপুরুষের যে সামগ্রিক লাঞ্ছনা তোমাদের গ্রামে হইয়াছে বলিয়া ডবকার পত্রে জানিলাম, তাহাতে বাঙ্গালী-শূন্য একটী গ্রামের মধ্যে দুইটী অন্তঃস্বত্বা পুত্রবধূ লইয়া কি যে বিভীষিকার মধ্যে বাস করিতেছ, তাহা ভাবিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। গ্রামের সবাই দূর-দূরান্তরে পলাইয়া প্রাণ ও সম্মান বজায় রাখিয়াছে, তোমাদের কোথাও যাইবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই পড়িয়া আছ। অথচ ষাট বৎসর ধরিয়া এই একটী স্থানেই তোমরা বাস করিয়া

আসিতেছ, কত আসামী দরিদ্র নরনারী তোমাদের স্নেহ, সেবা, ভালবাসা ও বিশ্বাস পাইয়া উপকৃত হইয়াছে।—হায়! ইহাই স্বাধীন ভারতবর্ষ, যাহার শাহান্‌শাহ্ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু!

দুর্ব্বলের বল ভগবান্। মানুষের সৃষ্ট এই বিপত্তি দিল্লীর অমাত্যেরা রুখিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। কতকগুলি হৃদয়হীন ভাবণে বিপন্নদের কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা মাত্র দিয়াছে। কিন্তু অনাথের আশ্রয় ভগবান। নির্ব্বান্ধবের সম্বল ভগবান। বিপন্নের বান্ধব ভগবান। আর্ত্তের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্। ভারতে মানুষরূপী যেই সকল অমানুষ ক্ষমতা অধিকার করিয়া কর্ত্তব্য-পালনে দ্বিধাবোধ করিতেছে, তাহাদের উপর হইতে সকল আশা ও প্রত্যাশা তুলিয়া নাও। একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে জীবনে সর্ব্বাবস্থায় অভিনন্দন দিয়া গ্রহণ কর মা। আমি তোমাদের দুর্ব্বল পিতা, অক্ষম পিতা, শক্তিহীন পিতা, আমিও নিজেকে অক্ষম দেখিয়া ভগবানকেই আশ্রয় করিয়াছি। ভালমন্দ যাহাই ঘটুক, ভগবানকে একটী নিমেষের জন্যও ভুলিও না মা। মানুষের সজ্জনতা, পুলিশের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, রাজপুরুষদের সততা, রাষ্ট্র-কাণ্ডারীদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা—সব কিছুর উপরে যখন বিশ্বাস হারাইতে হইয়াছে, তখন একমাত্র ভগবানের উপরেই বিশ্বাস কর মা, দীনদয়াল ভগবানের উপরেই নির্ভর কর। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

২২শে, শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কে একজন পত্রদ্বারা জানাইয়াছে যে তোমার গৃহে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে এবং তোমার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম। * * * তোমাদের এই বিপত্তিতে দূর হইতে অশ্রু বর্ষণ ব্যতীত আর যে কিছুই করিতে পারিলাম না, ইহাই প্রাণের দুঃখ। ইচ্ছা করে, এখনি ছুটিয়া তোমাদের মধ্যে যাই, তোমাদের দুঃখের অংশ নিজের উপরেও গ্রহণ করি। তাহাতে এতবড় সর্ব্বাত্মক এক বিশাল সঙ্ঘবদ্ধ অনাচারের প্রতিকার হইবে না জানি, তবু প্রাণটা ত' কতক তৃপ্তিবোধ করিবে! আমরা এত দূর হইতে সমগ্র ব্যাপারটীর বীভৎসতা সঠিক জানিতেও পারিতেছি না। যাঁহারা জনসাধারণের টাকায় পেট্রল খরচ করিয়া বিমানে আসামের আকাশ ঘুরিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা জানিয়াও ব্যাপারটীকে লঘু পরিহাসের মত উড়াইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত। তোমাদের প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে,—তোমাদের কেহ আপন নাই, দরদী কেহ নাই, প্রতীকার করিবার জন্য ইচ্ছুক মানুষের মত মানুষ কেহ নাই। স্বাধীনতার মহান অহিংস যোদ্ধারা একটা দেশব্যাপী বিরাট হিংসাকে প্রশ্রয় দিতেই ব্যাকুল। ধন্য স্বাধীনতাই দেশে আসিয়াছে!

পুত্রগণ, এখন একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে হইবে। তোমরা

পরমেশ্বরকে ভুলিও না। আজ ঘনঘটা যতই গভীর হউক, পরিণামে দেখিবে ভগবান তোমাদের ভোলেন নাই। এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ঐক্য, প্রেম ও সাহস এই তিনটীর অনুশীলনে পশ্চাৎপদ হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী

২২শে শ্রাবণ ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মণ্ডলীর প্রত্যেকটী সভ্য ও সভ্যাকে তোমরা কাজে লাগাইয়া দাও। সেই কাজ হইতেছে জনসাধারণের কাণে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে বিচরণের পরামর্শ প্রবেশ করান। সেই কাজ হইতেছে মানুষের সহিত মানুষের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের বাণী পৌছান। সেই কাজ হইতেছে চরিত্রহীন, দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, স্বার্থপরকে সচ্চরিত্রতার, সবলতার, সংযমের ও পরার্থপরতার আদর্শ দান করা। সেই কাজ হইতেছে সাহস ও প্রেমের মধ্য দিয়া জাতিতে জাতিতে বৈর বিদূরণের সম্ভাবনীয়তা সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করা। তোমাদের মধ্যে অনেক যোগ্য কর্ম্মী আছে। আমি চাহি যে, তাহারা আত্মপ্রকাশ করুক। কাজ দিয়াই কর্ম্মীকে বাহির করিতে হয়। "কর্ম্মী নাই" "কর্ম্মী নাই" বলিয়া চীৎকার করিলেও নহে, "কর্ম্মী চাই" "কর্ম্মী চাই" "কর্ম্মী চাই" বলিয়া

বিজ্ঞাপন দিলেও নহে,—যাকে তাকে ধরিয়া কাজের ভার অর্পণ করিলেই হাজার অযোগ্যের মধ্যে দুই দশ জন দুর্লভ কর্ম্মী জুটিয়া যায়। কর্ম্মী তোমরা তৈরী কর, কর্ম্মী বাহির করিয়া লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বন কাটিয়া জনপদ নির্ম্মাণ করিল যাহারা, জোঁক-শূকর-বন্যমহিষের সহিত লড়াই করিয়া যাহারা তৈরী করিল ধানের ক্ষেত, প্রতি বর্ষে শত শত জনে সর্পাঘাতে মরিয়া যাহারা একটা দেশের জন্য সৃষ্টি করিল সম্পদ আর শস্য, শুধু বাংলা ভাষা তাহার মাতৃভাষা বলিয়া তাহারা শৃগাল-কুকুরের মত হইল স্বাধীন ভারতবর্ষেই বিতাড়িত, রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীরা অক্ষম অনাথের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপরে তোমরা আশ্রয়-শিবিরে জমায়েৎ এই সকল বিপন্ন নরনারীদের সেবায় করিয়াছ আত্মসমর্পণ! কি আশ্চর্য্য দেশ এই ভারতবর্ষ! কি আশ্চর্য্যতর তাহার স্বাধীনতা!!

কিন্তু তোমরা এই সকল দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল নরনারীকে ভোরের জাউ আর বিকালের খিচুড়ী দেওয়া ছাড়া আর কি করিতে পার?

সমৃদ্ধ ভারতের দরিদ্র প্রজা তোমরা, ইহা ছাড়া আর কি করিবার সামর্থ্য আছে তোমাদের? পরাক্রান্ত ভারতের দুর্ব্বল নাগরিক তোমরা, ইহার অধিক প্রতিকার কি আর তোমরা করিতে পার? কিন্তু তোমাদের এই জাউ-খিচুড়ীর সেবা ইহাদের কোন্ ক্ষতটুকু নিরাময় করিতে পারে? কতটুকু পারে?

তবু তোমরা নিরুপায় দেখিয়া এই সেবাটুকু করিয়া নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছ। তোমাদের সেবা নিঃস্বার্থ, তাই আজ তোমরা দেবতার মত বরণীয়। মণিপুর রোড, লামডিং, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তোমরা একক প্রচেষ্টায় বা অন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগ করিয়া প্রত্যক্ষে পরোক্ষে যে সেবা দিতেছ, তাহা যাহাতে প্রত্যেকটী স্থানে দিবার জন্য তোমাদের প্রতিজনের অন্তরের দেবতা কাঁদিয়া ওঠেন, তজ্জন্যও অদ্যই সর্ব্বত্র পত্র দাও। আমিও এখান হইতে সর্ব্বত্র পত্র দিতেছি এবং সাধ্যমত টাকা পাঠাইতেছি।

শুধু অন্ন-বস্ত্র দিয়া নহে, কাহাকেও সামান্য পথের কড়ি দিয়াও নহে, হতাশ দলিত অপমানিত অন্তরে আশা এবং আশ্বাস, বিশ্বাস এবং দৃঢ়তাও সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইবে। এই মূল্যবান্ কথাটী তোমরা কেহ ভুলিও না। দাও ইহাদের প্রাণে প্রেম, সাহস আর ঐক্যের মহামন্ত্র অনুপ্রবেশিত করিয়া। বর্ত্তমান দুর্দ্দিন চিরদিন থাকিবে না কিন্তু এই ঐক্য ও প্রেম শাশ্বত সম্পদ হইয়া থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে জানাইও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা সকলে ঐক্য, প্রেম ও সাহস অবলম্বন করিয়া চলিও। সাহসহীন ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হইলেও কোনও অন্যায় বা উৎপীড়নকে ঠেকাইতে পারে না। অথচ প্রতিপক্ষের ভীরুতাই হইতেছে আততায়ীদের প্রধান মূলধন। ঐক্যহীন ব্যক্তিরা সাহসী হইলেও কোনও বিপদকে রুখিতে পারে না, কারণ একজন বা দুইজনের অসামান্য বীরত্বও দলবদ্ধ গুণ্ডাদের সম্মিলিত বলের নিকটে অপ্রতুল। প্রেমহীন ব্যক্তিরা সাহসী ও ঐক্যবলসম্পন্ন হইলেও শুভ পরিণাম লাভ করে না, কারণ অপ্রেম, অমিতাচার, অনাচার ও স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের সহরের প্রত্যেক পুত্রকন্যাকে জানাইয়া দাও যে, তাহারা যেন নিজ নিজ পত্র লিখিয়া মণ্ডলীর উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে একজনকে, ধর সম্পাদককে, দিয়া দেয়। অনেকগুলি পত্র একত্র হইলে সে তাহা একখানা খামে ভরিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। ইহাতে দুইটী সুফল ফলিবে। প্রথমতঃ তোমরা প্রায় প্রতি জনে অন্ততঃ এই ব্যাপারের মধ্য দিয়াও মণ্ডলীর সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে বাধ্য ও অভ্যস্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ডাক-ব্যয় কম পড়িবে। ডাক-বিভাগ বেপরোয়া হইয়া দিনের পর দিন যে ভাবে ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে এই জাতীয় একটী নিয়ম তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুভপ্রদ। অত্যন্ত জরুরী বা গোপনীয় পত্র ব্যতীত আর সকল পত্র সম্পর্কেই এই নিয়ম অনুসৃত হইতে পারে। আমিও তাহা হইলে জবাব দিবার কালে একখানা খামেই সকলকে উত্তর দিতে পারিব।

মহৎকার্য্যে অর্থদান করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যেককে নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়গুলি কমাইবার কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় মিলিয়া একদা একটা বিরাট পরিমাণে দাঁড়াইয়া যায়। রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ বিরাট বিরাট সঙ্ঘগুলি কত আশ্রম, কত বিদ্যালয় গড়িয়াছেন কেবল জনসাধারণের প্রদত্ত মুষ্টি-চাউল হইতে। তোমাদের সঙ্ঘে জনসাধারণের কাছ হইতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দান সংগ্রহেরই রীতি নাই কিন্তু তোমরা তোমাদের চারিদিকের ব্যয়গুলি কিছু কিছু করিয়া সংক্ষেপে সারিতে চেষ্টা করিলে একদা গোস্পদে সিন্ধুসৃজন কোনও অসম্ভব কথা নহে। তোমরা আমাকে পত্র লিখিতে যে বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় কর, তাহা আমার উল্লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী সঙ্কুচিত

করিয়া অল্প অল্প হইলেও অর্থ সৎকার্য্যের জন্য সঞ্চয় করিও। ইহাতে মহৎ এবং স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রত্যেকটী মানুষ কত রকমের অনাবশ্যক ব্যয় করে। তাহা বর্জ্জন করিয়া সৎকার্য্য-সাধনের অর্থসঙ্কুলানের চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিবে কেন? অনেক ক্ষুদ্র একত্র মিলিলে একটী বৃহৎ পরিমাণ হয়। বিন্দুতেই সিন্ধু। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রবুদ্ধ বিবেকের বিশুদ্ধ প্রেরণায় নিজেকে নিষ্কাম জীবহিত কর্ম্মে নিয়ত নিয়োজিত করিবার চেষ্টা কর। শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু সুখভোগ বা আরামের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্তটুকু বিশ্ববাসী সহস্র সহস্র আর্ত্ত পীড়িত, অভাবগ্রস্তের মধ্যে বিলাইয়া দাও। নিখিল ভুবন জুড়িয়া সকল জীবকে আত্মার আত্মীয় জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাহাদের সেবার সুযোগের অনুসন্ধানে মত্ত থাক। ভালবাসিয়া বিশ্বের সকল মানবকে আপন কর।—ইহাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ।

সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনুক্ষণ দুঃখ আহরণ করিয়া লাভ নাই। সেই আদর্শ তোমাদিগকে দিক্ নবসঞ্জীবনী, নবোদ্দীপনা

নব-প্রাণনা, নব-প্রীণনা। তাহা উদ্দীপিত হউক তোমাদের অন্তরে অনমনীয় সাহস ও অপরাজেয় ধৈর্য্যরূপে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

ওঁশ্রীগুরু

মুসুরী

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সততা এক সুমহতী শক্তি। তুমি যে সৎ, একথা কেবল তুমি জানিলেই হইবে না, তুমি যাহাদের সংস্পর্শে আসিতেছ, কর্ত্তব্যব্যপদেশে তাহাদের মনেও এই কথাটী অনুবিদ্ধ হওয়া চাই। তুমি সৎ থাকিলে, অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তোমাকে সৎ মনে করিতে পারিল না বা চাহিল না, ইহাই যেখানে হইবে অবস্থা, জানিতে হইবে, সেখানে তোমার কাজের ভঙ্গিমার মধ্যে কোনও গুরুতর ত্রুটি রহিয়াছে। সেই ত্রুটি তোমাকে সংশোধন করিয়া চলিতে হইবে।

আমি তোমাদের মধ্যে হয়ত শীঘ্রই আসিতেছি। কিন্তু তোমরা যোগ্য ভাবে সজাগ হও নাই। তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ যে, সমাজের অনাদৃত অবজ্ঞাত লোকগুলির মধ্যে তোমাদের কত করণীয় রহিয়াছে। ঘরে বসিয়া বড় বড় সৎ-সঙ্কল্পের বাণী উচ্চারণ করিলেই কাজ করা হয় না। বরং যত বেশী কথা কওয়া হয়, কাজের ক্ষমতা তত কমিয়া যায়। তোমরা প্রতিটি হীন ও মধ্যবিত্ত পরিবারে অবিলম্বে প্রবেশ

কর। জ্ঞানের অঞ্জন লইয়া প্রবেশ কর, অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিয়া বাহির হইবার সময়ে তাহাকে চিরজ্যোতির্ম্ময় করিয়া ফির। ঘরে বসিয়া একজনও থাকিও না। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

ওঁশ্রীগুরু

মুসৌরী
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ মত ও পথ প্রচারের জন্য কত কৌশল ছলনার আশ্রয় নিতেছে। ফন্দী, ফিকির, প্রলোভন, ভীতিপ্রদর্শন চতুর্দ্দিকেই চলিতেছে। যে সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের মধ্যে এই সকল অশুচি ব্যাপার নাই, তাঁহাদেরও শিষ্যদের একাংশ এই সকল ঘৃণিত পন্থাকে সৎপন্থা বলিয়া মনে করিতেছে। চারিদিকের এই অস্বস্তিজনক অবস্থার মধ্যেও তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তোমাদের আশ্রয় নিতে হইবে একমাত্র শুচিশুদ্ধ পুরুষকারের, অশুচি কৌশলের নহে। নিজের ভাব অপরের নিকট প্রচারের দ্বারা নিজ অন্তরে ভাব-পরিপুষ্টির সহায়তা হয়, ইহাই তোমাদের স্মরণীয়। মতবাদের শৃঙ্খলে স্বাধীন মানবাত্মাকে কারারুদ্ধ করিয়া নির্ব্বিচারে নির্দ্দেশ-পালন-কারী-ক্রীতদাস-গোষ্ঠী সৃষ্টি তোমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না।

এই একটী অতি সহজ সরল সত্য সম্পর্কে উদাসীনতার দরুণ

চারিদিকে ধর্ম্মসজ্ঞে যেন মারামারি কাটাকাটি লাগিয়া গিয়াছে। একমাত্র বাঙ্গালী হইবার অপরাধে আজ যেমন করিয়া হাজার হাজার নরনারী গুণ্ডাশাহীর প্রতাপে পড়িয়া বারংবার বাস্তুত্যাগী, ছিন্নমূল ছন্নছাড়া অভাগায় পরিণত হইতেছে, ধর্ম্মসঙ্ঘসমূহের ধর্ম্মশাহীর প্রতাপে পড়িয়া তেমন সহস্র সহস্র নরনারী বারংবার মত-পথ-পরিবর্ত্তনের বিপাকে ভুলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে তোমাদের কাজ করিতে হইবে, স্থির মস্তিষ্কে, সুস্থ হৃদয়ে, বিকারহীন বিদ্বেষহীন ঈর্ষাবিহীন মনে এবং সর্ব্বালিঙ্গনকারী অখণ্ড আদর্শের প্রতি নির্নিমেষ লক্ষ্যে। কোনও মত বা পথকে ছোট করিবার জন্য, কোনও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা বা প্রচারককে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য, কোনও পরিশ্রমী কর্ম্মীর প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত করিবার জন্য তোমরা বৃথা শ্রম, বৃথা চিন্তা বা বৃথা বাক্যব্যয় করিতে পার না।

তোমরা তোমাদের মণ্ডলীটিকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিও। মনে রাখিও, কোনও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলে তোমরা আমার নিকট দীক্ষিত হও নাই। তোমাদের ভাব ও আদর্শ চারিদিকে ছড়াইও। সহস্র সহস্র অপরিচিতকে তোমরা আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলীর বুকে টানিয়া আনিও। তোমাদের ধনবল নাই, ভিক্ষা-সংগ্রহেরও নিয়ম নাই, এজন্য তোমরা দেশ-প্রচলিত অর্থে কোনও বিরাট জন-সেবায় বা ব্যাপক সঙ্কট-ত্রাণে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছ না কিন্তু অন্য শত ভাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় তোমরা মানুষকে যথেষ্ট সেবা দিতে পার। সহস্র সহস্র স্থানে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় যুগপৎ জনহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সেই সেবায় কোনও ঘোষণা বা স্বীকৃতি না থাকিলেও, তাহার সামগ্রিক সুফল দেশ,

জাতি ও জগতের পক্ষে একান্তই তুচ্ছ হইয়া যায় না। এই কথাটী তোমরা কখনো ভুলিও না। মানুষের দুঃখে সমবেদনা দ্বারাই তোমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয় হইবে। আস্ফালনকারী হিংস্রতার ভিতরে মানুষের পরিচয় প্রকাশ পায় না। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

ওঁ শ্রীগুরু

মুসুরী

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য পালনের আগ্রহ জন্মিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কিছুই নাই। তুমি নিয়ত লক্ষ্য রাখিও ভগবানে, আর সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তাকে সর্ব্বপ্রযত্নে নির্ব্বাসিত করিয়া চলিতে চেষ্টা করিও।

ঘরে বসিয়াই সচ্চিন্তার অনুশীলন সুরু কর। যেখানে বিদ্যালয় নাই, সেখানেও অনেকে ঘরে বসিয়া চেষ্টা করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

বারংবার স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। শিবির-বাসের কুফলেও তোমরা অনেকে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। শিবির হইতে শিবিরান্তরে বিতাড়িত হইতে গিয়াও অনেকে অপরিচ্ছন্নতা ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়িয়া বিপন্ন

হইয়াছে। কিন্তু কুমারী মেয়েরা যদি সঙ্কল্প করে, "কোনও অবস্থাতেই আমরা বিপথে যাইব না,"—তাহা হইলে একমাত্র তাহাদের পুণ্যে সমগ্র জাতি তাহার পূর্ব্ব প্রতিভা ও প্রণষ্ট গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে। কোনও প্রলোভনেই জীবনের উপরে অসত্যকে অধিকার স্থাপন করিতে দিও না। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

ওঁ শ্রীগুরু

দেরাদুন

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সচ্চিন্তা কর, সৎকর্ম্ম কর আর নিরভিমান হইবার জন্য কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পণ কর। তুমি নিজেকেও একেবারে ভগবানের পায়ে সঁপিয়া দাও। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া তোমার প্রকৃত সাধক-সত্তা ফুটিয়া উঠুক। কেবল ভাবুক হইলেই চলিবে না, সাধকও হইতে হইবে,—কেবল সাধক হইলেই চলিবে না, কর্ম্মীও হইতে হইবে। নিজে কর্ম্মী হইবে, সহস্র জনকে সেই দৃষ্টান্তের প্রতাপে কর্ম্মী রূপে গড়িয়া তুলিবে।

তোমার ভিতরে ভাব আছে, কবিত্ব আছে। কর্ম্মোদ্যমের মধ্য দিয়া তাহার সার্থকতা চাই। তোমার সৃজনী প্রতিভা কেবল অক্ষর আশ্রয় করিয়াই থাকিবে, বর্ণমালারই বর্ণাঢ্যতা বাড়াইবে, আর কাজে তুমি কিছু করিবে না, ইহা অন্যায়।

আমি একটা জিনিষ খুব লক্ষ্য করিয়াছি যে, যেখানে গুরুভাইদের মধ্যে ঐক্য ও প্রেম গভীর, সেখানে সংঘ দেখিতে না দেখিতে হাজার হাজার বাহিরের লোককে সবলে আকর্ষণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের অঙ্গপুষ্টি বিধান করে।

যেখানে দীক্ষিতদের মধ্যে পরদার নাই, ব্যভিচার নাই, আর্থিক ব্যাপার লইয়া প্রবঞ্চনা নাই, সেখানে বিনা চেষ্টায় সংঘের প্রতি সর্ব্ব-সাধারণের গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।

জীবনকে সাধনময়, ভজনময়, তপঃসুন্দর করিয়া গড়িয়া তোল। মানুষের প্রাণ তোমাদের তপস্যার পরশে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হউক।

মনকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ কর। যত বড় চিন্তা করিবে, মানুষ হিসাবে তুমি তত বড় হইবে। মানুষের চিন্তাই মানুষকে বড় করে। কারণ, চিন্তাই কর্ম্মের নিয়ামক, কিন্তু কেবল চিন্তাই করিবে, চিন্তাকে কাজে রূপ দিবে না, এমন চিন্তা বন্ধ্যা রমণীর ন্যায় প্রায় নিরর্থক।

কথা জীবনে অনেক কহিয়াছ। যতগুলি কথা কহিয়াছ, তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছ বা করিতে চেষ্টা পাইয়াছ, ইহাই হওয়া চাই তোমার জীবনের ইতিহাস। পৃথিবীর লোক তোমাকে না চিনিতে পারে, যশ চিরস্থায়ীও নহে,—তোমার নিজের কাছে যেন তোমার পরিচয় গোপন না থাকে। যাহা কহিয়াছ, তার দশগুণ কাজ করিবার জন্য তোমাকে প্রাণপাত করিতে হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী

১লা ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তোমার পত্রখানা পাঠ করিলাম। কিন্তু সুখও অনুভব করিলাম। এত অবহেলা, এত অবিবেচনা সহ্য করিয়াও তোমার মন তোমার স্বামীর কল্যাণে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহাই ভারত-নারীর আদর্শ।

তোমার স্বামীর আচরণ যাহাই হউক, তুমি তোমার নিজের স্বভাব, চরিত্র, সুনাম ও মহত্ত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। একদা তোমার স্বামী তোমার একান্ত আপনার জন হইয়া ফিরিয়া আসিবেনই আসিবেন। সেদিন যেন তুমি নিজের কোনও কার্য্য, বাক্য বা চিন্তার জন্য নিজের কাছে নিজে কোনও প্রকারে ছোট না হইয়া যাও।

স্বামী স্ত্রীর ভর্ত্তা বা ভরণ-পোষণকারী, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর উদ্ধারকর্ত্রী। নিম্ন হইতে স্বামীকে উর্দ্ধে টানিয়া আনাই প্রকৃত সাধ্বী সতীর কাজ। অন্যে ইহা পারে না, একনিষ্ঠ-পতিব্রতা সতী নারী ইহা পারে। কোনও অবস্থাতেই হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই মা।

মঙ্গলময় ভগবানের নামে পূর্ণ বিশ্বাস রাখ। নিজেকে নাম-সাগরে

ডুবাইয়া দাও। নামের কল্প-তরুতে তোমার জীবনের সকল প্রার্থনার ফল ধরিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

ওঁ শ্রীগুরু

বারাণসী

১লা ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবাসকল, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চারিদিকে আজ অবিশ্বাসের গভীর অন্ধকার, মাঝে মাঝে আতঙ্কের ছুরিকা বিদ্যুৎ-চমকের মত পৃষ্ঠদেশের অতি সন্নিকটে ঝিলিক মারিয়া যাইতেছে। কত জনের কত প্রিয়জন চিরতরে নিখোঁজ হইয়াছে, কত গৃহ ভস্মসাৎ ও কত কুললক্ষ্মীর জীবন কলঙ্কিত হইয়াছে। হাজার হাজার লোক ভয়ে দীর্ঘকালের আদরের কর্ম্মস্থান ও ঘরবাড়ী বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এমন নারকীয় রুদ্র-তাণ্ডব ইহার আগে আর কেহ দেখে নাই। তবু তোমাদের ভয়হীন হইতে হইবে, অভয়ের সাধনা করিতে হইবে, অন্যায়ের সম্মুখে নির্ভীক হইতে হইবে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমিক হইতে হইবে। ভগবান আততায়ীদিগকে তোমাদের সম্মুখে পাঠাইতেছেন, তোমাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নহে, তোমাদের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, একতা, নিষ্ঠা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য। ভগবানই সব করি-

তেছেন এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন। যাহা দ্বারা আক্রান্তের মঙ্গল, আততায়ীর মঙ্গল, প্রশ্রয়দাতার মঙ্গল, অবিচারী-দলনেতাদের মঙ্গল, তাহাই হউক, এই প্রার্থনাই অবিরাম করিতেছি। ইতি--

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

ওঁশ্রীগুরু

বর্দ্ধমান

৯ই ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক দিন পরে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে বর্দ্ধমান আসিলাম। দেখিয়া অবাক্ হইলাম, অতদূর আগে আসিয়া যে তুচ্ছ জনসেবাটুকু ছয়-সাত দিন ধরিয়া করিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। অদ্য এই কতকক্ষণ আগে সরকারী উকীল আসিয়া দেখা করিলেন, বলিলেন, আমার অতদিন আগেকার কণ্ঠস্বর নাকি এখনো বহু কর্ণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অবাক্ও হইলাম, সুখীও হইলাম। কে না চাহে যে, তাহার সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত শুভবাক্যাবলী মানুষের মনে অক্ষয় অমর হইয়া চিরবিরাজমান থাকুক?

কিন্তু একটী কণ্ঠে কথা কহিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শত কণ্ঠ চাই, সহস্র কণ্ঠ চাই। এত প্রেম তোমাদের দিয়াছি, বলিতে গেলে তোমাদের জন্য তনু-মন-ধন এবং পরমায়ু সবই ক্ষয় করিয়াছি, কিন্তু

৫

আজও তোমাদের কণ্ঠ আমার ভাষায় কথা কহিল না। তারপরেও তোমরা নিত্য নূতন হুজুগ চাহিতেছ। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেন তোমরা কাজ অপেক্ষা কোলাহলকে বেশী দামী মনে করিতেছ? কিসে কাজ, কিসে অকাজ, বিচার করিয়া দেখিবার কি তোমাদের সময় হয় নাই? তোমরা বৃথা ব্যাপারে মন দিও না।

তোমরা নানা স্থানে আমার বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করিতে চাহ। প্রয়োজন-স্থলে আমি নিজেই গরজ করিয়া কতস্থানে গিয়া ভাষণ দিয়াছি। সম্ভবতঃ কাল দুপুরে ট্রেণ ধরিবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে আমি নিজের গরজেই বিদ্যার্থি-ভবন হাই-স্কুলের ছেলেদের নিকট একটা বক্তৃতা দিয়া যাইব। শুনাইব বীর্য্যের বাণী, পুরুষকারের মহিমা, অভয়ের মন্ত্র, দুর্ব্বলতার উৎখাতকারী কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের বার্ত্তা। একাজ আমি নিজের গরজেই করি, কাহারও আমন্ত্রণের প্রতীক্ষা করি না। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে আমার শিষ্যরূপে, পুত্ররূপে আমার অসাম্প্রদায়িক উদার চিন্তাগুলিকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়া দেওয়া। একাজ তোমরা করিয়া রাখিলে কত অল্প শ্রমে কত অধিক কাজ আমি করিতে পারি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

ওঁশ্রীগুরু

কলিকাতা

১১ই ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এইরূপ ব্যাপক রাহাজানিতে মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। তোমরা নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছ। ইহাকে অন্যে কাপুরুষতা বলিতে পারে কিন্তু যাহাদের নারীদের নির্য্যাতনের আশঙ্কা আছে, শিশুদের অপমৃত্যুর ভয় নিয়ত বিদ্যমান, তাহাদের সাবধানতাকে অন্ততঃ আমি কাপুরুষতা বলিব না। আমি যতটুকু বুঝিতেছি, এখনও তোমাদের অঞ্চলে পুলিশের উপরে বিশ্বাস রাখিবার মত অনুকূল অবস্থা হয় নাই এবং কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তা শ্রীনেহেরু স্বাধীন দেশের প্রতিটি নাগরিককে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ ইচ্ছুক হইয়াছেন বলিয়া ভাবিবার মত কারণ ঘটে নাই। এই অসহায় অবস্থায় যাহারা পলায়ন করিয়া বাঁচিয়াছে, তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিবার বীরত্ব আমার নাই।

তবে, যেখানে বিপদ দেখিব, সেখান হইতেই জীবন ভরিয়া কেবল পলায়ন করিয়া করিয়াই বাঁচিয়া থাকিব, এমন মনোবৃত্তির প্রশংসা করি না। অবস্থা কিছু শান্ত হইলেই যত জনে সম্ভব নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাইও এবং হিংসাবিদ্বেষবর্জ্জিত চিত্তে সাহসের অনুশীলন করিও। পাকিস্থান হইবার পরে পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাইব? আমি বলিয়াছিলাম,—মৃত্যুভয়ই যদি তোমাদের কাতর করিয়া থাকে, তবে বলিতে চাহি যে, পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই যমরাজের রাজ্য, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ কোনও দেশেই নাই। এখনো বলিতে পারি যে, মৃত্যুরাজ আসাম, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি সকল দেশেই রাজত্ব করিতেছেন, যে

দেশেই থাক, আর যে দেশেই যাও, মৃত্যু মানুষ-মাত্রেরই অবধারিত পরিণতি।

তোমাদের অনেকের দোকানপাট লুণ্ঠিত, গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে লিখিয়াছ। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, যার যাহা গিয়াছে, তার তাহা ফিরিয়া আসিবে। তোমাদের মণ্ডলীর উপাসনা-মন্দিরখানাও বিনষ্ট হইয়াছে, লিখিয়াছ। আমি যদি মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইতাম, এই সংবাদে আমার শিরায় তপ্ত রক্তের প্রবাহ ছুটিত। কিন্তু সংবাদটী আমি ধীরভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। অখণ্ড-মন্দিরের ক্ষতি কমপক্ষে আরও তিনটী স্থানে হইয়াছে বলিয়া আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু আমি বিচলিত হই নাই। কারণ একটী মন্দির বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁর মন্দির, তাঁরই করুণায় দিকে দিকে একদা দশটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। অখণ্ড-মন্দির কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের মন্দির নহে, ইহা জগতের প্রাণীমাত্রেরই মঙ্গল-প্রার্থনার আলয়। সে তার নিজের বলেই যথাস্থানে বারংবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। জন্ম-মৃত্যু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য তাঁর ইচ্ছাতেই আসে। উত্থান-পতনের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। দুঃখ-দুর্দৈন্য তিনিই পাঠাইতেছেন। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরভক্তরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে না, হইবে সবল ও স্বশক্তিতে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য। আলালের ঘরের দুলালেরা কেবল আদরে বাড়িয়া চলিয়াছিলে, অশনি-আঘাতে এখন শক্ত হও, দৃঢ় হও, সবল হও। বজ্রপাত তোমার নিধনের জন্য নয়, বজ্রদহন সহিয়া লইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য। ভুল করিয়া মানুষের প্রতি বিদ্বেষের চেষ্টা করিও না।

হিসাব ঠিক রাখিয়া হিংসাহীন মনে নির্ভীক প্রাণে পথ চল। ঈশ্বরেচ্ছাই তোমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

ওঁশ্রীগুরু

কলিকাতা

১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা তোমাদের সমবেত উপাসনাতে সকল সম্প্রদায়ের সজ্জন ও মহিলাদের আমন্ত্রণ করিয়া থাক জানিয়া সুখী হইয়াছি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাদের উপাসনায় আসিতে পারিবেন না, এরূপ কুসংস্কার যেন কদাচ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। তবে শ্রদ্ধা-ভক্তি লইয়া যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের আগমনই সর্ব্বতোভাবে লাভজনক।

একটী মহিলা নিজেকে শ্রীরাধিকার অবতার বলিয়া জ্ঞান করেন শুনিয়া সুখী হইলাম। এইরূপ ধারণা যদি কাহারও থাকে, তবে তিনি নিশ্চিতই নিয়ত কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে যদি লোককে উপদেশ দিয়া অনুগত করিবার বা অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহা হইলে তোমাদের এই-জাতীয় সাধিকাদের সম্পর্কে একটু আলাদা থাকিতে হইবে। উচ্চ ভাবের সঙ্গে ভান মিশ্রিত থাকিলে কোন্‌টা ভাব আর কোন্‌টা ভান, তাহা ধরা

যায় না বলিয়া এইরূপ লোকেরা সহজবিশ্বাসী সরলপ্রাণ লোকদের পক্ষে পরিণামে বিপজ্জনক হইয়া থাকেন।

কে কোন্ কারণে কাহার সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন ব্যাপার। অন্যের জীবন সম্পর্কে মন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যাঁহারা তাহাদের গতি-হ্রাস বা মতি-পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কথাকে আমল না দেওয়াই সঙ্গত। তরুণ কৈশোরে আমার জীবন সম্পর্কে অতি জঘন্য ভবিষ্যদ্বাণী তৎকালের এক বিশিষ্ট তন্ত্রাচার্য্য করিয়াছিলেন। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া পুরুষকারের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই এবং তাহার ফলে সেই অবাঞ্ছিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রত্যেকটীকে নিজের জীবনে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমরা এই দৃষ্টান্ত হইতে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

ওঁশ্রীগুরু

কলিকাতা
১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের এক গুরুভ্রাতার লিখিত পত্র এই সঙ্গে দিলাম। দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মমতে যাহারা আমার সহিত একটু ভিন্ন কিন্তু ধার্ম্মিকের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, এমন সজ্জনেরা আমাকে তোমাদের সহরে চাহিতেছিলেন। তোমরা নাকি জবাব দিয়া দিয়াছ যে, ভিন্ন সম্প্র-

দায়ের লোকেরা আমন্ত্রণ করিলে বা আতিথ্য দিতে চাহিলে আমি তাহা গ্রহণ করি না। এমন কথা তোমরা বলিতে পার বলিয়া আমার ধারণা হয়না। কিন্তু যদি তোমরা এমন কথা বলিয়াই থাক, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এমন কথা বলিবার তোমাদের হেতুটা কি? আমার সমস্ত জীবন অসাম্প্রদায়িক উদারতার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া আছে। তোমরা কতক জন অত্যুৎসাহী অকর্ম্মণ্য শিষ্য আমার উপরে নিজেদের গোঁড়ামি চালাইবার জন্য যদি এই সকল কথা কহিয়া থাক, তবে তাহা সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যাপার হইবে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে আমার এই বিশেষ নির্দ্দেশ জানাইতেছি যে, আমি তোমাদের সহরে অদূর ভবিষ্যতে যখন আসিব, তখন কোনও শিষ্যগৃহে উঠিব না। আমি নিজেই বলিয়াছি, "জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের"—আর গুরুসেবালুব্ধ আমার সঙ্কীর্ণচেতা শিষ্যগণ জনসাধারণের মনে এই ধারণা প্রবেশ করাইয়া দিবে যে, আমি নিজ শিষ্য ব্যতীত অপর কাহারও আমন্ত্রণে দেশ ও সমাজের সেবার জন্য কোনও স্থানে যাই না। এমন মিথ্যার সহিত আমার আপোষ হইতে পারে না। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে ডাকিলে আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? রংপুর, বরিশাল, খুলনা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ আদি স্থানে আমি কোথাও সাত দিন কোথাও চৌদ্দ দিন, কোথাও একুশ দিন ভাষণ দিয়াছি। কে সেখানে তখন আমার শিষ্য ছিল, কোন্ শিষ্যই বা আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল? তোমাদের সহরটীতেই একবার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে টাউনহলে আমি ছয় কি সাতদিন ধারাবাহিক ভাষণ দিয়াছিলাম। তখন কে সেখানে আমার শিষ্য ছিল, কোন্ শিষ্যই বা আমাকে

আমন্ত্রণ করিয়াছিল ? তোমরা আমার কাছে মন্ত্রই নিয়াছ কিন্তু আমার জীবনের কিছুই জান না, আদর্শকেও বুঝিবার চেষ্টা কর নাই, ইহাই মনে করিতে হইবে। তোমাদের কয়েকজনকে শিষ্য করিয়া একজন সাম্প্রদায়িক গুরুদেব হইয়া বসিবার ফন্দী ত আমার কখনো ছিল না, কখনো হইবে না। তোমরা তোমাদের সঙ্কীর্ণতা দ্বারা পৃথিবীজোড়া মানুষকে পর করিয়া দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

ওঁশ্রীগুরু

কলিকাতা

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা মনে মনে যাহা জানাও, অনেক সময় আমি তাহা টের পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে জানাই, তিনি যেন করুণা-কটাক্ষে তোমাদের বিপত্তি-বিনাশ করেন। আমাকে যাহা জানাইবার জানাইয়া তোমরা মনে প্রাণে ভগবানের নামে ডুবিয়া যাইও।

তোমাদের চেষ্টায় ঐ দুর্গম অঞ্চলে দুই শতের অধিক লোক সমবেত উপাসনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, এই সংবাদে কি যে আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। উপাসনায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব ও সুমহৎ পুণ্য।

উপাসনার স্থান একটু নিরিবিলি না হইলে কোলাহলে ক্ষতি হয়।

আবার রাস্তাঘাট ভাল না থাকিলে যাতায়াতের অসুবিধা হয়। সুতরাং এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করাই সঙ্গত।

কোনও কোনও সাধু নামে খ্যাত ব্যক্তিরা নিজ নিজ গুরুদেব সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী বলিয়া থাকেন, ইহা সত্য। একজন নেতাজী সুভাষ বা একজন মতিলাল নেহরুকে নিজ গুরুদেবের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিবার আগ্রহও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখা যায়। তদুপলক্ষে অনেক আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণও প্রচারিত হয়, যাহা সহজ বিচারে সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। লোকের এই সব প্রচারণা সত্য না মিথ্যা, তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের প্রয়োজন কি ? তোমার বর্ণিত ভদ্রলোকদের প্রচারিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে নিজেদিগকে উদাসীন রাখ। যাঁহারা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা দ্বারা নিজ নিজ গুরুগৌরব বর্দ্ধন করিতে চাহেন, তোমরা কোনও অবস্থায়ই তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না বাবা। আমার সম্পর্কে এইরূপ অবিশ্বাস্য কোনও কাহিনী তোমরা প্রচার করিও না। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের জীবনেই দুই একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে, অনেকেরই এক আধটুকু অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। অন্যান্য দিক্ দিয়া তাহারা সাধারণ বলিয়া তাহাদের অলৌকিকতার বিষয় কখনো আলোচিত হয় না। আচারে, বিচারে, ব্যবহারে যাহাদের ভিতর দিয়া ভাবের প্রকাশ দেখা যায়, তাহাদের সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা বলিলে সত্য হইলেও লোকে তাহা বিশ্বাস করে, মিথ্যা হইলেও করে। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া তোমরা আমার

সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনীর প্রচারে বিরত থাকিও। অলৌকিক ব্যাপার প্রচারিত না হইলেই আমার আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ত্তমান এবং ভাবী কালের জনসাধারণ অধিকতর উপকৃত হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

ওঁশ্রীগুরু কলিকাতা

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্থানীয় মণ্ডলী বা নিকটবর্ত্তী মণ্ডলীর মধ্যে যেখানে যা অসুবিধা বা মতভেদ হয়, উপস্থিত কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা তাহার মীমাংসা করিও। বিবেকরূপে গুরু তোমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। সকলের সহিত বিরোধ বর্জ্জন করিয়া নূতন নূতন মণ্ডলী গঠন করিয়া যাও। আজিকার ক্ষুদ্র চেষ্টা কাল বৃহৎ হইবে। তোমার একক চেষ্টা কাল বহুজনের সম্মতির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবে।

আসামের ব্যাপার মানুষের সাধারণ বুদ্ধি এবং বিশ্বাসকে বিশেষ ভাবে আহত করিয়াছে। সম্প্রতি আবার কাছাড়েই নানারূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থার আতঙ্ক দেখা যাইতেছে লিখিয়াছ। ঘটনা যাহাই ঘটুক, ভীত হইও না, ধর্ম্মচ্যুত হইও না, এই জিদ নিয়া থাক। ভয় করা মাত্রই অর্দ্ধেক পরাজয় হইয়া গেল, ভীত না হওয়াই তোমাদের

প্রয়োজন। কাহারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষও পোষণ করিও না, হিংসার প্রশ্রয় বা দ্বেষের প্রচার হইতে দূরে থাকিও। মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্যের সমাধি অনেক আগেই হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র সাহসীরাই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। এক অঞ্চলে নিরঙ্কুতার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াও দুষ্কৃতিকারীরা দণ্ডিত হয় নাই, বুক ফুলাইয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নিরীহ লোকদের শাসাইতেছে, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের মালিকেরা হয় নিষ্ক্রিয়, নয় শক্তিহীন,—এই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়াই অন্য অঞ্চলের মানুষদের দুষ্প্রবৃত্তি ইন্ধন পাইতেছে। এই সময়ে নিরীহ লোকদের কেবল সাহসী নহে, দুঃসাহসী হইতে হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, গায়ে পড়িয়া অপরের সহিত কলহ করিতে হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

ওঁশ্রীগুরু পুপুন্‌কী

২১শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা গুরুভ্রাতাদিগকে যে সমাজমঙ্গলকর কোনও সৎকার্য্যেই সংযুক্ত করিতে পারিতেছ না, তাহার বহু কারণের মধ্যে একটা কারণ হইতেছে তাহাদের আত্মশ্রদ্ধার অভাব। নিজের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে নিজের কর্ম্মকে কোনও শ্রদ্ধেয় উদ্দেশ্যের সহিত সংযুক্ত করিতে

রুচি বা উৎসাহ বোধ করিতে পারে না। সুতরাং তোমার এখন প্রধান কর্তব্য হইবে ইহাদের প্রাণে আত্মশ্রদ্ধাকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। ইহাদের একজনেরও জীবনকে আমরা বৃথা অতিবাহিত হইতে দিব না, এস এই সঙ্কল্প আমরা করি। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

ওঁ শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী

২১শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কন্যা কল্যাণীয়া তি—একটী অফিসে ভাল একটা কাজ পাইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, সে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক। তাহাকে বিশেষ ভাবে এই একটী উপদেশ দিবে যে, উন্নতি করিতে হইলে যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টায় প্রতিটি দিনই কোনও না কোনও নূতন শ্রম করিতে হয়, অপরের ঈর্ষ্যা ও অবিচার সহিয়াও নিজের পানে সঠিক ভাবে চলিবার জিদ রাখিতে হয়, চরিত্রের বল, সততা এবং মিষ্টভাষিতার অনুশীলন করিতে হয়। এইগুলি যে করে না, সে বৃথা বাধায় এলাইয়া পড়ে এবং অকারণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হয়।

তোমার ক্ষুদ্র পত্রাংশটুকু পড়িয়া খুবই আহ্লাদিত হইয়াছি। প্রতিটি ব্যাপারে নিজেদিগকে মনে প্রাণে আমার সহিত জড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা

করিতেছ বলিয়া অনুভব করিতেছ। আশীর্ব্বাদ করি, আমার যতটুকু প্রেম, পুণ্য ও পবিত্রতা ঈশ্বর-কৃপায় আছে, তাহার সবটুকু দৈবী সম্পদের মত তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে সহজাত প্রতিভায়, বিনা আয়াসে, বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে প্রকটিত হইয়া উঠুক। অবশ্য আমার সহিত নিজেদিগকে যে নিয়ত যুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহাও যে কম বা অল্প আয়াস নহে, ইহাও সত্য।

তোমাদের প্রাণের একনিষ্ঠা ও ভক্তি-ভালবাসা দিকে দিকে জনে জনের প্রাণে প্রাণে সংক্রামিত সঞ্চারিত হউক। পৃথিবীর সকল নর-নারীকে তোমরা প্রেমের পাগল করিয়া তোল। ইহার ফলে অনেক হিংসা, অনেক বিদ্বেষ, অনেক হলাহল জগৎ হইতে দূর হইয়া যাইবে। চারিদিকে বিভীষিকার রাজত্ব দেখিয়া একটা নিমেষের জন্যও কেহ পরমেশ্বরের প্রেমে বিশ্বাস হারাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুন্‌কী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আশা করিতেছি, তুমি নিরাপদে কলিকাতায় পৌছিয়াছ। কিন্তু এখনো তোমার কোনও পত্র পাই নাই। পত্র পাইলে সুখী হইব।

মঙ্গল-সাগরে নৌকা চালাইয়া হাতে তোমার ফোস্কা পড়িয়াছে।

আশা করি, তাহা এতদিনে সারিয়াছে। কর্ত্তব্য কার্য্য সর্ব্বশক্তি দিয়া উদ্‌যাপনে যত্নবতী হইবে। কৈশোর ও যৌবনে যাহারা কর্ত্তব্য-বিষয়ে যথাযোগ্য শ্রম দেয় না, তাঁহারা কর্ম্মজীবনে গিয়া অত্যধিক ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের মুখে বড়ই বেকায়দায় পড়ে। আজিকার কাজ আজই করিবে, কিছুই ভবিষ্যতের জন্য রাখিবে না।

ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া থাকিয়া তোমার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে। ধ্যান-ভজনে সময় কম দিতে পারিতেছ, খাওয়া-দাওয়াও হয়ত নিজে গরজ করিয়া কর না, মাথার খাটুনি বেশী পড়িতেছে,—ইত্যাদি কয়েকটী কারণ মিলিয়াই শরীরের এই অবস্থা হইতেছে। কিন্তু মা, নিজ শরীরের প্রতি যত্ন নিজে না করিলে কে করিয়া দিবে? স্বাস্থ্যের দিকে তীব্র লক্ষ্য দিও মা। এই বিষয়ে অবহেলা করিও না।

নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কতকগুলি নীতি নিয়ত পালন করিবার জন্য এখন হইতেই মনকে তৈরী করিয়া রাখ। যথা—

(ক) এলোমেলো ভাবে অনেকগুলি কাজ বা অনেক পরিমাণ কাজ করার চাইতে সুশৃঙ্খলভাবে অল্প অল্প কাজ করিয়া নিয়ত ক্রমবর্দ্ধমান ভাবী কর্ম্মের ভিত্তি গড়িয়া যাইতে হইবে।

(খ) সর্ত্তযুক্ত দান কাহারও নিকট কদাচ গ্রহণ করিবে না, বিশেষ করিয়া ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কেই এই কথা কঠোরভাবে পালনীয়।

(গ) অনুগ্রহ অযাচিত হইলেও সেই স্থলে গ্রহণীয় নহে, যে স্থলে এই গ্রহণের দ্বারা নিজেকে নিজের কাছে খাটো বলিয়া মনে হইবে বা হইবার সুদূর সম্ভাবনাও অনুমান করা যাইবে।

(ঘ) চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঙ) হুজুগে পড়িয়া বা লোকের ধরাধরিতে পড়িয়া কোনও সৎকার্য্যেও সম্মতি দেওয়া উচিত নহে, অসৎকার্য্যে ত দূরেরই কথা। কাজে সম্মতি দিবার পূর্ব্বেই তাহার দায়িত্ব এবং পরিণাম চিন্তা করিতে হইবে।

(চ) প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে যেন মন বিষয়ী এবং অপ্রেমিক না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুনকী

২৫শে ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কয়েকদিন ধরিয়া আমি ও সাধনা সারাদিন মঙ্গলবাঁধের কঠোর শ্রম পরিচালনের পরে সন্ধ্যাসমাগমে কুলীমজুরেরা বিদায় নিলে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া মঙ্গল-সাগরে নৌ-চালনা করিতেছি। এই বিশাল দীর্ঘিকায় নৌচালনে অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে হঠাৎ মাঝে মাঝে মনটা একটা অজানা আশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া যাইতেছে। ভাবিতেছি, এখনো বিপজ্জনক অবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, যদি ধারাবাহিক দশ বারো দিন অবিরাম বৃষ্টি চলে এবং আবার ভাঙ্গিয়া যায়! এবার শরীর অল্প শ্রমে কাতর হইতেছে। আমার আরও কয়েক মাস বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মুসূরী থাকাই উচিত ছিল মনে হইতেছে।

আরও একটা চিন্তা মাঝে মাঝে খলখল হাসিতে আমার মনটা

বিদ্রূপে ভরিয়া দেয়। এত শ্রম করিয়া যাহা আজ করিতেছি, কাল যদি তাহা না থাকে?

তোমরা প্রত্যেকেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাক। শারীরিক কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কম পত্র লিখিয়া থাকি। অকপটে বিশ্বাস করিও, আমি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেও, তাহা তোমাদের কল্যাণসাধন করে।

তোমরা একজনেও নিজ নিজ জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিও না। জীবনকে বৃহত্তম সার্থকতা দিবার জন্য প্রতি জনে উদ্যত হও। তোমাদের প্রতিজনের জীবন দিয়া সহস্র সহস্র মানব-মানবীর সেবা হইতে পারে।

এই আত্মশ্রদ্ধাটুকু তোমরা কেহই হারাইও না। এই আত্মশ্রদ্ধা-টুকুর তোমরা অনুশীলন করিও। অতি তুচ্ছ বস্তুও অনুশীলনের দ্বারা শতগুণ সহস্রগুণ প্রবর্দ্ধিত হইতে পারে। তোমরা নিজ নিজ ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করিও। ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়া ডুবিয়া থাকে পশুরা। মানুষ মানুষের দিকে তাকাইয়া নিজ স্বার্থকে কতক সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হয়। দেবতা পরের কুশলে নিজেকে অবহেলে বলি দেয়। একেবারে দেবতা হইতে না পার, অন্ততঃ মানুষ থাকিতে চেষ্টা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

ওঁ শ্রীগুরু

পুপুনকী

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার সান্নিধ্যে থাকিলে তোমার মনে নারীর প্রতি কোনও আকর্ষণই থাকে না, ইহা তুমি বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ। দূরে থাকিয়া অধ্যাপনা-প্রসঙ্গে এক্ষণে জনৈকা বিদ্যার্থিনীর প্রতি অন্তরের অতুলন আকর্ষণ অনুভব করিতেছ। সরল মনে সব বলিতেছ, সুতরাং প্রতীকারে দেরী হইবে না। এই কিশোরীর উপর হইতে তোমার সকল অনুচিত আকর্ষণ আমি টানিয়া আনিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

আজ হইতেই একটী কাজ আরম্ভ কর। এই কিশোরীকে যখনি দেখিবে বা ইহার মূর্ত্তি যখনই মনে হইবে, তখনি মনে মনে তাহার চখে, মুখে, বুকে, হস্তে, পদে—সর্ব্বাঙ্গে আমার প্রতি অঙ্গের উপস্থিতি চিন্তা করিও। আর, নিজের শরীর সম্পর্কে যখনি সচেতন হইবে, তখন তোমার চখে, মুখে, বুকে, হস্তে, পদে,—সর্ব্বাঙ্গে আমাকে আমার পূর্ণ সত্তায় বিরাজমান বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে। তুমিও জান, আমিও জানি, আমিই তোমার হৃদয়েশ্বর, জীবিতেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর। আমাকে তোমার নিজ দেহের এবং যে কিশোরীর প্রতি তোমার প্রাণ হঠাৎ হইয়াছে আকৃষ্ট, তাহার দেহেরও অধীশ্বর জানিয়া এবং এই দুই দেহই আমা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনন করিতে সুরু কর। তোমার পতন অসম্ভব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

শ্রীশ্রীগুরু

পুপুন্কী
২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানার আমি রোজই জবাব দিব বলিয়া ভাবি কিন্তু চিঠির স্তূপের মধ্যে কোথায় যে পত্রখানা ডুব দিল, খুঁজিয়া পাইতেছি না। কিন্তু ঠিকানা ছাড়া ত পত্রলেখা চলে না মা। এই কারণে তোমার নামীয় পত্রখানা তোমার এক ভ্রাতার মারফতে পাঠাইতেছি। তোমার গুপ্তকথা তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল বলিয়া রাগ করিও না মা। তোমার এই ভ্রাতা দেবদুর্ল্লভ চরিত্রের লোক এবং তোমার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সুতরাং এই পত্র তাহার খামে গেল বলিয়া তোমার কোনও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই জানিও।

পরমদুর্ভাগ্যবশে কুমারী অবস্থাতেই একটী যুবককে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিয়াছ। সেই যুবক আবার আমারই শিষ্য বিধায় বিষয়টার গুরুত্ব অত্যধিক হইয়াছে। কেন যে এমন কাজ করিতে গেলে, আমি তাহা বুঝিলাম না। ভালবাসিয়া যদি ভালবাসার জনকে বিবাহ না করা যায়, তাহা হইলে জীবনের গতি-পথে অনেক অস্বস্তিকর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা আসিয়া ক্ষিপ্ত জিদে আদর্শের অনুশীলনকে রুখিয়া দাঁড়ায়। আবার, বিবাহ করিবার পরে যদি দেখা যায় যে, ভালবাসা অপাত্রে পড়িয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত জীবনটাই একটা অভিসম্পাতে পরিণত হয়। যে কন্যা পিতামাতার স্বকীয় বংশ ও সমাজের প্রতি কণামাত্র মমত্বশীলা, সে কখনো এমন কাজ করে না। ভালবাসা

অবশ্য নিরঙ্কুশ-গতি, কিন্তু যে ভালবাসিতে যায়, তাহাকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই মনে রাখিতে হয় যে, পিতা, মাতা, বংশ ও সমাজের কাছে তাহার ঋণ আছে। ইহাদের কাছে যে ঋণ তোমার আছে, তাহা তোমাকে কতকগুলি অলিখিত দায়িত্বও দিয়াছে। সেই দায়িত্ব কর্ত্তব্যরূপে তোমার উপরে নিয়ত দাবী রাখিয়া চলিতেছে। ইহাকে লঙ্ঘন না করিয়াই তোমাকে চলিতে হইত এবং হইবে। প্রেমকে এমন বেপরোয়া জিনিষে পরিণত হইতে দিতে পার না, যাহা কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি তোমাকে অন্ধ করিবে। তোমার ভালবাসা প্রধানত জৈব তাড়না, বাহ্যতঃ তুমি সেই জৈব তাড়নার কদর্য্য অসুন্দরতাকে দেখিতে পাও না বলিয়াই মনে করিয়া বসিও না যে, মহৎ কোনও প্রাণের তাগিদ তোমাকে নির্দ্দিষ্ট যুবকের প্রতি আকৃষ্ট এবং তুমি তাহার পত্নী হইবে বলিয়া তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছে। তোমার প্রতিজ্ঞার আদি কারণ তোমার অন্ধতা। বাস্তব দৃষ্টিতে এই প্রতিজ্ঞা অবোধ শিশুর ছেলেখেলা মাত্র। জীবনের সর্ব্বনাশ করিয়াও এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেই হইবে, এমন বাধ্য-বাধকতা আমি তোমার প্রতিজ্ঞার ভিতরে খুঁজিয়া পাইতেছি না। যদি আমাকে বিশ্বাস কর, যদি আমাতে নির্ভর করিয়া নির্ভয় হইতে তোমার ভাল লাগে, তাহা হইলে তোমার এই-স্থানে বিবাহের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াই সরিয়া আসিতে হইবে। ইহা খুবই সুখের কথা যে, এত ঘনিষ্ঠভাবে মিলামেশার সুযোগ পাইয়াও তুমি যুবকটীকে দেহদান কর নাই। তুমি যুবকটীকে ভুলিয়া যাও। সে আমার শিষ্য,—আমি তাহাকে তোমার চাইতে বেশী চিনি। তুমি আমার শিষ্যা নহ, তবু আমি তোমাকে তাহার চাইতে বেশী চিনি।

মনে করিতেছ "একজনকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়াছি, এখন অন্য

একজনকে কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি?" ইহা ভাবা তোমার মতন সরলা মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমিও ত এই জগতে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভালবাসিয়াছি, কোনও পুরুষ প্রিয়তমা পত্নীকে যতটুকু ভালবাসিতে পারে নাই, তাহার লক্ষগুণ ভালবাসা আমি শত শত রমণীকে দিয়াছি, কোনও পত্নী নিজ প্রাণাধিক স্বামীকে যতটুকু ভালবাসিতে পারে নাই, তাহার কোটিগুণ ভালবাসা আমি সহস্র সহস্র পুরুষকে দিয়াছি। যে-কোনও একজনের প্রতি যখন আমার ভালবাসা ধাবিত হইয়াছে, তখনই জগতের সকল রকমের ছোট-বড় ভালবাসা যুগপৎ তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়াছে। ভালবাসাটাই আমার জীবনের ইতিহাস, ভালবাসাটাই আমার জীবনের বিশেষত্ব। এ ভালবাসা এত বিচিত্র যে, নিজের কাছ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া যখনি মাঝে মাঝে নিজের ভালবাসাকে বিচার করিয়াছি, তখনই অবাক্ হইয়া গিয়াছি যে, ভালবাসার এমন অকল্পনীয় রূপময়তা কি করিয়া সম্ভব হইল। ভালবাসিলেই যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি হাজার হাজার পুরুষকে, হাজার হাজার নারীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতাম। সখ্যের ভালবাসা বা দাস্যের ভালবাসা অপেক্ষা মাধুর্য্যের ভালবাসা কোটিগুণ উদ্দাম, কিন্তু আমি ত জগতে একটী প্রাণীকেও বিবাহ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই।—ভালবাসিয়াছ বলিয়াই বিবাহ করিতে হইবে, এই কুযুক্তি মন হইতে দূর করিয়া দাও মা।

তোমার জীবনের এই সমস্যা সম্পর্কে আমি মৌখিক তোমাকে উপদেশ দিব। সেই সময়ের প্রতীক্ষা কর। অভিভাবকেরা কোথায়ও বিবাহ স্থির করিয়া থাকিলে তাহাতে আপত্তি করিও না। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

ওঁশ্রীগুরু

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুরন্ত কফের আক্রমণে বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। কলিকাতায় থাকিতেই ইহা ছিল। হঠাৎ ইহার সৃষ্টি। মঙ্গল-সাগরে নৌচালন-কালে ইহা কম থাকে। কিন্তু দুপুর রৌদ্রে মঙ্গল-বাঁধের কাজ দেখিবার কালে ইহা বাড়ে। এমন নিদারুণ কফ সম্ভবতঃ বাল্যকালে ছাড়া আর কখনও দেখা যায় নাই। সংবাদ জানাইবার জন্যই লিখিলাম, এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবান্ মঙ্গলময়। মঙ্গল-উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি কখনো কিছু করেন না।

মঙ্গল-বাঁধের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। আমি ও সাধনা দুই জনেই ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় সারাদিন কাজ দেখিতেছি। মঙ্গল-সাগরের জলোচ্ছ্বাস আমাদের মনে ব্যস্ততা আনিয়াছে। এদিকে এই কয়দিনের শ্রমেই এবং নিদারুণ রৌদ্রতাপে শরীর পুনরায় সঙ্গীর্ণ হইয়াছে। সাধনাকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারিবে না। তবে পা-ফুলা আদি গত বারের উপসর্গ এবার এখনো দেখা দেয় নাই। ভাবী কালের দিকে তাকাইয়া এই কঠোর শ্রম করিতে হইতেছে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বিদ্যার্জ্জন করিবে, এমন বিদ্যার্থি-কেশরিগণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। গতানুগতিক শিক্ষা গতানুগতিক জীবনই সৃষ্টি করে, শৃঙ্খলমোচনের ক্ষমতা দেয় না।

আমি বেলা একটায় পুরাতন আশ্রমটীতে চলিয়া আসি, সাড়ে

তিনটা পর্য্যন্ত প্রুফ দেখি, পত্রাদি লিখি। সাধনা আর আসে না। সে ঐ সময়টুকু মঙ্গল-কুটীরে বসিয়া বিশ্রাম করে। এত বড় জলাশয় হওয়াতে ঐখানে বাতাসটা খুবই তৃপ্তিকর। সাড়ে তিনটায় দুই তিনখানা রুটি খাইয়া পুনঃ কাজের দিকে যাইব, চারিটায় কাজ সুরু।

চমৎকার এ জীবন। তবে দুঃখ এই যে, এত খাটুনির পরে লেখনী ধরিবার সময় মিলেনা। কায়িক শ্রম ছাড়িয়া দিয়া এখনো যদি সমস্ত দিন লিখিতাম, হয়ত জগতের অন্য দিক দিয়া সেবা অকপটেই করিতে পারিতাম। কিন্তু কায়িক শ্রমের কঠোরতা বা মাত্রা কিছুতেই কমাইতে পারিতেছি না।

সাধনার দাঁতের যন্ত্রণা কমিয়াছে। হয় ত কলিকাতা গিয়া শেষ পর্য্যন্ত দাঁত নাও ফেলিতে হইতে পারে। কিন্তু অন্য একটা যন্ত্রণা বাড়িয়াছে। তাহা এই যে, তুমি, আমি ও সাধনা এই তিন জনের একজন যদি এত সব বিরাট কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া ইহলোক ছাড়িয়া যাই, তবে কি উপায় হইবে, এই চিন্তা তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে। ধর্ম্ম করিতেই মৃত্যু চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু জনসেবামূলক কর্ম্মানুশীলন করিতেও যদি মৃত্যু-চিন্তা আসে, তাহা হইলে কাজে অত্যন্ত ব্যস্ততা বাড়িয়া যায়। অথচ ব্যস্ততা ও উদ্বেগ এই দুইটাই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত আয়ু হরণ করে।

একদা সাধনা পুপুন্‌কীর আশ্রমটীতে নিজের মাথায় শত শত টুকরী মাটি ও পাথর অবহেলে বহিয়াছে। কখনো কখনো সারারাত জাগিয়া গাছের গোড়ায় জল-সিঞ্চন করিয়াছে। আধুনিক কর্ম্মীদের ভিতরে এরূপ আগ্রহ বা উদ্দীপনা কমই লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি

উত্তরবঙ্গ হইতে দুইটী কর্ম্মী আসিয়াছিল, তাহাদের একজন ত একবেলা শ্রম করিলে অন্য বেলা কোনও কাজেই হাত দিত না। কর্ম্মিদ্বয় আসিবার পর দুমাস না যাইতে ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইল। পঞ্চাশ-ষাটটী টাকা খরচ করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ দেশে ফেরৎ পাঠাইতে হইয়াছে। আশ্রমটীর কর্ম্মি-ভাগ্য এই রকম। এই অবস্থায়, দুদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াও সাধনার শ্রমের অবধি নাই। ভবিষ্যতের মেয়েরা সাধনার কথা মনে রাখিলে উপকৃত হইবে।

একমাত্র পরিশ্রমের কঠোরতার দিক ছাড়া অন্যান্য সংবাদ এইখানে শুভই বলিব। অশুভ কিছু দেখিলেও আমি বিচলিত হই না। তবে আসামের ঘটনাবলিতে মনে আমার বিপুল বেদনা। অতি-ব্যস্ততা ও অত্যধিক বেদনা-বোধ, এই দুইটি জিনিষই কর্ম্মের গতিকে পিছন-টান দেয়। নোয়াখালীর দুর্ঘটনার সময়ে মনের অবস্থা যাহা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে আমার মনের অবস্থা প্রায় তাহাই। একেবারে অনুরূপ, এমন বলিতে পারিনা। ঘটনাগুলির প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আমি এখানে নিশ্চিন্ত মনে দুই বার পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছি, কিন্তু কত অসহায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশু ভবিষ্যৎ না জানিয়া অনিশ্চিত উদ্বেগে কাল কাটাইতেছে, কাহারও কাহারও আশ্রয়-শিবিরের দয়াদত্ত খেচরান্ন মাত্র দুই একদিন বাদে মিলিতেছে। আহার ও নিদ্রা আমার নিকটে বিষ হইয়া গিয়াছে।

তবু আশা করিব, মঙ্গলময় ইহার মধ্য দিয়া মঙ্গলই সাধিবেন। দুর্য্যোগের সুযোগগুলি যদি প্রত্যেকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিত,

তবেই দুর্গতি দূরীভূত হইত। এমন মেঘ নাই, যাহার কিনারে রূপালী আভা থাকে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

ওঁ-শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৭শে ভাদ্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে-কোনও বিষয়ে একটী নির্দ্দেশ পাইবামাত্র হাজার লোক সকল বিতর্ক ত্যাগ করিয়া এক মনে এক প্রাণে কাজ সুরু করিবে, এই-উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে, দেশে দেশে সঙ্ঘসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাভাব, সময়াভাব বা সুযোগের অভাব আদি কোনও অজুহাতকেই আমল দেওয়া হইবে না, তেমনটি চাহি। সংস্কৃতকে সর্ব্বভারতীয় ভাষা করিবার জন্য আমার যে আন্দোলন, তাহা সম্পর্কে তোমাদের এইরূপ আগ্রহের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

কোনও আন্দোলনই একদিনে সফল হয় না, তার জন্য ধারাবাহিক উদ্যম চাই। এই জিনিষটী তোমাদের মধ্যে আমি চাহি। ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা চেষ্টা করিয়া ইংরাজীকে সর্ব্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষায় উন্নীত করিয়াছিলেন। আজও ভারতের সর্ব্বপ্রান্তে যুগপৎ কাজ করিতে হইলে ইংরাজি অবশ্যই শিখিতে হয়। হিন্দী ভাষাকে সেই যোগ্যতা দিবার জন্য বর্ত্তমান হিন্দী-প্রেমিক রাজপুরুষেরা চেষ্টা

করিতেছেন। তোমরা মনে রাখিও যে, হিন্দীর সেই ভাবী কৌলীন্যের প্রতি আমাদের ঈর্ষ্যা, বিরাগ বা বিদ্বেষ নাই। হিন্দী যদি সর্ব্বভারতীয় ভাষা হয়, তাহা হইলেও ভারতীয় বিপুল জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোককে একেবারে নূতন করিয়া হিন্দী শিখাইতে হইবে। আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, মাদ্রাজ, অন্ধ্র আদি রাজ্যের মাতৃভাষা হিন্দী নহে। কিন্তু চেষ্টা দ্বারা ইহাদের সকলকে হিন্দী শিখান নিশ্চয়ই সম্ভব। সুতরাং সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র সংস্কৃতকে প্রচলিত করার চেষ্টাকে অসাধ্য বা বাতুলতা বলিয়া কেন মনে করিতে হইবে? হিন্দী প্রচারের চেষ্টাকে আমরা ব্যাহত করিতে চাহি না, তাহা সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। হিন্দীকে সংবিধান স্বীকার করিয়া রাখিয়াছে, আমরা সংবিধানের বিরুদ্ধে কেন যাইব? কিন্তু সংস্কৃতকে অস্বীকার করাও সংবিধানের কর্ত্তব্য নহে, কারণ সংবিধানের লক্ষ্য ভারতীয় ঐক্য। এই ঐক্য কেবল আজিকার জন্য নহে, অনাগত কালের অফুরন্ত গতি-প্রবাহেও যাহাকে এই ঐক্য ধ্বসিতে না পারে, সংবিধানের লক্ষ্য সেই সুমহান সুবিরাট ঐক্য। চেষ্টা চলিতে থাকিলে একদা সংস্কৃতই সমগ্র ভারতের সর্ব্বজনের মিলনের ভাষা হইবে এবং তাহার ফলে ভারতীয় ঐক্য চিরস্থায়ী রহিবে। ভাব-সম্পদের জন্যই সংস্কৃত মহান, কেবল প্রাচীন বলিয়াই আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি। মিশরের "মমি"ও প্রাচীন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আজও জীবন্ত, ইহা স্মরণাতীত অতীতের মৃত কঙ্কাল নহে। যেই কারণে আফগানিস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষেই আজও সংস্কৃত ভাষা অবশ্য-পাঠ্য, সেই কারণেই ভারতের সকল রাজ্যে সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত কলহ করিও না। যাঁহারা সমর্থক, তাঁহাদের দ্বারা তোমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্রকে দিনের পর দিন প্রসারিত কর। আমি এই আন্দোলনের জনক হইয়াছি কেবল হুজুগে নহে। অতীত ভারতবর্ষকে যতটা ভালবাসি, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে ততোধিক বাসি বলিয়াই এই আন্দোলন জন্মলাভ করিয়াছে। এই আন্দোলন আরও বিশ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ করা আমাদের উচিত ছিল। "অখণ্ড-সংহিতায়" বিধৃত আমার বহু বৎসর পূর্ব্বেকার উপদেশ সমূহ দেখ, প্রমাণ পাইবে যে কত আগে আমি সংস্কৃতের সম্ভাবনা এবং সংস্কৃতের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ভারতীয় ঐক্যের চিরস্থায়ী সম্পর্কের কথা জানিয়াছিলাম ও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্ব-কালে নিয়ত বিনা বিচারে বন্দী হইবার সম্ভাবনার সহিত লড়াই করিয়া আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে, আন্দোলন হিসাবে এই কাজটাকে ধরিবার অবসরই পাই নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ আমি দেখিয়াছিলাম। আজও ইংরাজের কষাঘাতের চিহ্ন আমার পৃষ্ঠদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই, আমি যশঃপ্রার্থী হুজুগবাগীশ নহি। দেশের সেবায় যাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, নিতান্ত নিকৃষ্ট হইলেও, তাঁহাদের মধ্যেই আমার স্থানটুকু সুচিহ্নিত রহিয়াছে।

সংস্কৃতকে সর্ব্বভারতীয় ভারতীতে পরিণত করার এই আন্দোলন বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বা শত বৎসরেই মরিয়া যাইবে বলিয়া মনে করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

ওঁ-শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আসামের এক অনুন্নত অঞ্চলের একটী পার্ব্বত্য ভাষা তোমার মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তুমি "প্রতিধ্বনি"র বাংলা রচনাগুলি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাক জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। "প্রতিধ্বনি" যে মৈত্রী ও প্রীতির বাণী বহন করে, তাহার মর্ম্মার্থ বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণে তুমি অকাতর, এই সংবাদে সমধিক আনন্দিত হইলাম। ভাবার্থ দিয়াই সত্যের সমাদর, যে ভাষাই তাহার বাহন হউক না কেন। ভাষা-উপলক্ষে আসামে যে অকল্পনীয় ব্যাপার সব ঘটিয়া গেল, যাহার জের মনে হয় এখনো মিটে নাই, তাহা একপ্রকারের উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নহে। কোন্ ভাষায় কে কথা কহিল, তাহাতে কি যায় আসে? তাহার মুখের ভাষা, লেখনীর রচনা কোন্ ভাবকে বহন করিয়া চলিয়াছে, ইহাই সুস্থ মানুষের সুস্থির মনের বিচার্য্য।

আমার শিষ্যদের প্রতি আমার এক স্থায়ী নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, উন্নত ও অনুন্নত সকল সমাজের নর-নারীদের নিকটে আমার ভাব ও আদর্শ পরিবেশন করিয়া যাইতে হইবে,—ইহা তাহাদের এক পরিহার্য্য কর্ত্তব্য। অনুন্নত সমাজের লোকদের প্রতি তাহাদের এই কর্ত্তব্য অধিকতর গভীর এবং সমধিক ব্যাপক। বন-পাহাড়ের

অধিবাসীদের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। যেখানে কাজটার ভার আমার শিষ্যদেরই নিজ গরজে নিজ স্কন্ধে নিবার দায়িত্ব ছিল, সেই স্থলে তুমি আমার অপরিচিত হইয়াও নিজ আগ্রহে এ কাজে হাত বাড়াইয়া দিয়াছ, ইহাতে কত যে তৃপ্ত হইয়াছি, বলিবার নহে। তোমার ঐ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্থানটীতে আমার বোধ হয় মাত্র একজন শিষ্য আছে। তাহাকে অবিলম্বে খুঁজিয়া বাহির কর এবং তাহাকেও দ্রুত এই সুমহৎ কর্ম্মটীতে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য কর। যেখানে সঙ্গী মিলা অসম্ভব, সেখানে একাই কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। যেখানে সঙ্গী মিলা সম্ভব, সেখানে একজন সঙ্গীকে পাইবার ও কাজে লাগাইবার চেষ্টাতেও ঢিলা দিতে নাই। পার্ব্বত্য জাতিগুলির প্রতি অপার অসীম প্রেম তোমার সকল চেষ্টার নিয়ন্তা হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

ওঁ-শ্রীগুরু

পুপুন্কী আশ্রম

২৭শে ভাদ্র ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার বিপদের কথা অবগত হইয়া প্রাণে শান্তি-স্বস্তি পাইতেছি না। তোমার নিতান্ত আপনার-জনেরাও ঈর্ষ্যান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। যে সময়ে একটা রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত

পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র রাজ্যবাসী অপর একটা জাতিকে বাঙ্গালী বলিয়াই উৎপীড়ন করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপিয়া যাইতেছে, ঠিক সেই সময়ে একদল বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া তোমার বাঙ্গালী আপন জনেরা পর্য্যন্ত মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত তোমার বিরুদ্ধে হাত মিলাইল কেন, ইহা ভাবিয়া পাইতেছি না। যাহা হউক, আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত হইতে নির্দ্দেশ দিতেছি। পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে, সত্য চিরকাল ধিকৃত ও লাঞ্ছিত থাকিতে পারে না। তুমি যোগ্য প্রতিকারের পন্থা ধর। সত্যকে উদ্‌ঘাপিত করবার জন্য আবশ্যকীয় যত্নে শিথিল হইও না।

এই সকল ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন হয়। আমি ত অর্থ প্রেরণ করিতে পারিলাম না। এখানকার কাজ বড় অর্থকৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অদ্য আবার কামিনের দল জিদ জানাইয়া গেল যে, দৈনিক মজুরী দেড়গুণ না বাড়াইলে তাহারা মঙ্গলবাঁধের গাথুনীর কাজে শ্রম করিবে না। কাল হয়ত ইহাদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া কুলীরাও অনুরূপ দাবী করিবে। ঠিক করিয়াছি যে, কাজ বন্ধ রাখিব বা নিজেরাই শ্রম করিব, তবু অন্যায় দাবী স্বীকার করিব না। কাল যাহার রুগ্ন পুত্র বা কন্যাকে যমের মুখ হইতে কাড়িয়া রাখিবার জন্য দশ বিশটাকা অবহেলে খরচ করিয়াছি, আজই তাহার মুখে এই জাতীয় জিদের কথা শুনিলে মনে হয়, "ধরণী দ্বিধা হও।" কিন্তু ধরণী ইহাতেই দ্বিধা হইবেন না। আমাদিগকেই নির্দ্বিধ থাকিবার জন্য সঙ্কল্প করিতে হইবে।

তুমি তোমার স্থানীয় মণ্ডলীর নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা কর। মণ্ডলী বহুকাল ধরিয়া তোমাদের সকলের মধ্যে ঐক্য ও সখ্য

সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তুমি যদি মণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রাখিবার সদভ্যাসটুকুর অনুশীলনে উদাসীন না থাকিয়া থাক, তাহা হইলে এই সময়ে তোমাদের স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলী নিশ্চিতই অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

তোমরা অনেকেই অখণ্ড-মণ্ডলীগুলির প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পার নাই। সকলের কাজে সকলে থাকিব, একক কাহাকেও চলিতে দিব না, একের কাজেও প্রতিজনে সহযোগ করিব, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে মমত্ব ও সমত্ব অনুভব করিতে চেষ্টা পাইব, একের বিপদকে সকলের বিপদ বলিয়া জানিব, একের দুর্ব্বলতা ও পাপের জন্য সকলে মিলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব,—ইহারই নাম অখণ্ড-মণ্ডলী গঠন করা। কবে সেই সুদিন আসবে, যেদিন তোমরা অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপনের তাৎপর্য্য বুঝিবে এবং হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জনের মধ্য দিয়া একে অন্যের আপন হইতে আপনতর হইবে? ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৯)

ওঁ-শ্রীগুরু

পুপুনকী আশ্রম
২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরম স্নেহের বাবা ও মায়েরা,

চতুর্দ্দিকে যেখানে যে আছে আমার সন্তান, সকল অন্তরাল ও ছদ্মবেশ হইতে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রতিজনকে জানাও যে, আমার সন্তানকে আমার সন্তানত্ব অস্বীকার করিয়া চলিতে

দেওয়া হইবে না। প্রত্যেককে সাহস, শৌর্য্য ও বীরতার সহিত জগৎকল্যাণ-কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। কেবল নিজের স্বার্থ লইয়া যে নিজের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিজেকে জড়াইয়াই থাকিতে চাহে, তাহার পক্ষে আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ অন্যায় হইয়াছে। ভবিষ্যতে এমন লোককে দীক্ষার ঘরে তোমরা ঢুকিতে দিও না।

এই আশীর্ব্বাদ তোমাদের জানাইতেছি যে, যে-কোনও বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সঙ্গত সংগ্রাম ও ধর্ম্মোপেত প্রতিরোধ দিয়া তোমরা জগতে মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া স্ফীত বক্ষে সকলের কল্যাণ-সাধনের জন্য বাঁচিয়া থাকো। হীনতা ও হীন স্বার্থপরতা, ভীরুতা ও ভীরু আত্মপরায়ণতা তোমাদের চরিত্রকে যেন স্পর্শ মাত্র করিতে না পারে।

এই আশীর্ব্বাদ তোমাদের জানাইতেছি যে, নিখিল বিশ্বের ছোট-বড়, অনুকূল-প্রতিকূল প্রত্যেকটী ব্যক্তি ও জাতির প্রতি মৈত্রী-পরায়ণ হও, সকলকে প্রসারিত বাহুতে বক্ষে টানিয়া আপন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। পৃথিবীতে কোনও কারণেই কেহ তোমাদের পর থাকিবে না, এমন শক্তি, এমন উদারতা, এমন মহত্ত্ব অর্জ্জন কর।

মঙ্গলবাঁধের কাজ একটা আকস্মিক আশাভঙ্গের সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামের নিদারুণ পরিস্থিতির পরে আর এই প্রত্যাশা করা চলে না যে, পূর্ব্বের মত দ্রুত গতিতে এই কাজ আর চলিতে পারে। কারণ আসামের অখণ্ডেরাই ছিল মঙ্গলবাঁধের অগ্রণী ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক। তথাপি কাজ একদিন না একদিন শেষ হইবেই, এই ভরসা করি।

মঙ্গলবাঁধ একটা অতি বিরাট ব্যাপার। ইহাকে সম্পূর্ণ করাও যেমন দুরূহ, তেমন আবার ইহা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে এক অভাবনীয় প্রতিষ্ঠানের জন্মও সুসম্ভব হইবে। এই বিষয়ে তোমরা এতদিনে নিজেরাই যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছ। তোমাদের চিন্তাশীল ভ্রাতারা নানা প্রতিনিধি-সম্মেলনে তাহাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত দিগ্‌দর্শন তোমাদিগকে যোগ্যভাবেই উপঢৌকন দিয়াছে। এখন প্রয়োজন একাগ্র ও ঐকান্তিক সহযোগিতার। তোমরা কেহ কেহ তাহা করিতেছ।

তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে, অল্প অল্প সহযোগিতায়, আস্তে আস্তে আমার বহুদিনের শ্রমে সৃষ্ট একটা কীর্ত্তি স্থায়ী ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে। ইহা আমার পক্ষে যেমন আনন্দের, তোমাদের পক্ষেও তেমন গৌরবের। সংখ্যায় তোমরা লক্ষাধিক ব্যক্তি আমার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছ। কিন্তু সাম্প্রতিক এই সাত্ত্বিক কর্ত্তব্যে তোমরা মুষ্টিমেয় কতক জনেই অবহিত হইয়াছ। অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিরাও যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে চিরস্মরণীয় কার্য্য করিতে পারে, তোমরা তাহার দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছ।

তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধন-ভজনে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইও। গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা না করিয়া আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমার ভাব ও চিন্তাধারা জনসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিও। তোমরা ব্যক্তিগত সাধনা দিনে অন্ততঃ দুইবার করিওই এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটিতে প্রত্যেকে যোগদান করিতে চেষ্টা করিও। ইহা তোমাদের সুমহৎ কর্ত্তব্য। একজনের নিকটে আমি একখানা পত্র লিখিলে,

বিশেষ গোপনীয় কারণ না থাকিলে, তাহা তোমরা অপর দশ বিশ জন গুরুভ্রাতাকে অবশ্যই দেখাইও। চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া তোমাদের যত ভাইবোন্ আছে, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিও এবং সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করিও। গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী বলিয়া কাহাকেও জানিলে, যত প্রকারে পার, তাহাকে জীবনের উন্নতি-পথে সহায়তা করিতে চেষ্টা পাইও। তাহার সহিত প্রাণান্তেও কোন খলতা বা প্রতারণা করা হইবে না, এই জিদ করিও। সর্ব্বজীবের প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ প্রেমভাব পোষণ করিও এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে ঘৃণা-নিন্দা-ভয়কে বর্জ্জন করিও।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুন্‌কী

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মানুষ ছোট বা বড় তার মন দিয়া, ধন দিয়া নহে, জন দিয়াও নহে। অনেকের অনেক ধন আছে কিন্তু সৎকার্য্যে ব্যয়ের প্রবৃত্তি নাই। তাহারা বড় নহে। অনেকের অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ আত্মীয় আছে অথবা স্বকীয় প্রভাবে শত শত জনকে যে-কোনও দিকে পরিচালিত করিবার সুযোগ, সুবিধা বা যোগ্যতা আছে কিন্তু কি নিজে, কি পরের দ্বারা সৎ ও মহৎ কাজে সহযোগ দিতে তাহারা রুচিমান্ হয় না। ইহারাও বড় নহে।

অবশ্য এমন লোককে বড় লোক বলিয়া ভাবিবার আমাদের অভ্যাস আছে কিন্তু সেই অভ্যাস নিতান্তই অসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তোমরা দরিদ্র হইলেও বড় হইতে পার, এই বিশ্বাসকে অন্তরে স্থাপন কর।

আর একটী বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিও। তাহা এই যে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানুষেরা ইচ্ছা করিলে মিলিত হইতে পারে এবং তাহাদের মিলনের ফল জগতে অশেষ কল্যাণ সৃষ্টি করিতে পারে। একা একা অতি বৃহৎ দায়িত্ব পালন বিত্তবান্ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব। সকলে মিলিলে দরিদ্রেরাও রাজসূয় যজ্ঞকে তুচ্ছ করিবার মত কাজ করিতে পারে।

মঙ্গলময় ভগবানের নামে মনপ্রাণ লাগাইয়া রাখিও। ভগবানকে জীবনের ধ্রুবতারা করিও। আজ এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে বিতাড়িত পরাশ্রয়ী জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছ বলিয়াই ইহা বিশ্বাস করিও না যে, ভ্রান্ত রাষ্ট্রনেতাদের স্বদেশ-ব্যবচ্ছেদ-স্বীকৃতির বলি রূপে জগৎ হইতে তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তোমরা ভবিষ্যতে বিশ্বাস ছাড়িও না, ঈশ্বরে আস্থা হারাইও না। ভগবৎ-প্রেমে তোমরা নিত্য নূতন জীবন আহরণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুন্‌কী

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আসাম হইতে অসংখ্য হৃদয়-বিদারক পত্র পাইতেছি। পত্র লিখিতেছে তাহারা, যাহারা সংবাদপত্রে প্রচারের আশা রাখে না। পত্র লিখিতেছে ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত, দুশ্চিন্তায় বিবশ, উপদ্রুত, উৎপীড়িত শিষ্যরা তাহাদের প্রাণারাধ্য গুরুদেবের নিকট। সংবাদপত্রে মিথ্যা খবর প্রচারিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এই সকল পত্র ভুক্ত-ভোগীদের। এই সকল পত্রের কথা বিশ্বাস করা সঙ্গত। তাই আমি বেদনায় মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছি। মানুষের দুঃখে মানুষের প্রাণ কাঁদে না, এমন ঘটনা জগতে কয়বার হইয়াছে, জানি না। ভারতের স্বাধীনতার তথাকথিত পূজারীরা উৎপীড়িতদের প্রাণে আস্থা স্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন। ইঁহারা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি লাভের লোভে উদ্বাহু হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মানবিক দরিদ্রতা ইঁহাদের জন্য ইতিহাসের চিরস্থায়ী ধিক্কারই সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

আমি সর্ব্বত্র সাহসের বাণী ছড়াইয়া যাইতেছি। বলিতেছি, মার খাইয়াও কেহ হিংসা-বিদ্বেষের আশ্রয় লইও না। বলিতেছি, রাষ্ট্রনেতা এবং গণনায়কদের ভরসায় বসিয়া থাকিও না। বলিতেছি, আত্ম-শক্তিতে আর ঈশ্বর-বিশ্বাসে নির্ভর কর। বলিতেছি, তোমাদের কেহ আপনার জন আছে ভাবিয়া তাহাদের উপরে ভরসা করিবার কদভ্যাস ছাড়িয়া দাও, তোমাদের কেহই বান্ধব নাই, একমাত্র বান্ধব তোমাদের শ্রীভগবান, ভগবানে এক কণা অবিশ্বাসও করিও না, ভগবানে পূর্ণ নির্ভর করিয়া বিপদকে সম্পদে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা কর। ভীরু,

কাপুরুষ, দুর্ব্বলের নহে, বিশ্বাসী, আত্মশ্রদ্ধী, পুরুষকার-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই জগতে বাঁচিবার অধিকার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

ওঁশ্রীগুরু পুপুনকী

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা মায়ের জাত, তোমাদের অনেক গুণ, আবার অনেক দোষ। সব চেয়ে বড় দোষ এই যে, তোমরা নিজেদিগকে অবলা অক্ষমা অকর্ম্মণ্যা বলিয়া মনে করিয়া থাক। সব চেয়ে বড় গুণ হইল এই যে, তোমরা ইচ্ছা করিলে সব চেয়ে কঠিন কাজ অতি সহজে সম্পাদন করিতে পার। দোষগুলি দূর করিয়া গুণগুলির অনুশীলন আরম্ভ কর মা।

তোমাদের সহরে আমার মায়েদের সংখ্যা কমপক্ষে তিন শত হইবে। কুমারী, সধবা, বিধবা মিলিয়া সকলে একটা বিরাট শক্তি। তোমাদের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইলে তোমরা না করিতে পার, এমন অসাধ্য কাজ নাই। কিন্তু তোমাদের প্রতিজনের শক্তিকে একমুখ করিবার জন্য চাই প্রেরণা। তোমাদের স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলী এই বিষয়ে তোমাদিগকে নেতৃত্ব দিবার চেষ্টা করিতেছেন কি? মণ্ডলী যদি কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হন, তোমরা সকলে মিলিয়া মণ্ডলীকে পরিচালিত কর।

নামে মাত্র মণ্ডলী গড়া আর নামে মাত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ, সত্যই বড় লজ্জার কথা।

চারিদিকে নানা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিতেছি। তার মধ্যে তোমরা প্রেমবলে বলীয়ান্ হইয়া ঐক্যশক্তির মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনাচারের প্রতিকার সাধনে ব্রতবদ্ধ হও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

ওঁশ্রীগুরু পুপুনকী

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একই সমাজের বহুলোক মিলিয়া একটা অনাচার বা অকাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া সেই সমাজের প্রত্যেকটা লোকের প্রতি, বা সামগ্রিক ভাবে সেই জাতিটার বিরুদ্ধে একটা উগ্র মতামত পোষণ করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে। আবার, খবরের কাগজেরা সংবাদ প্রকাশ করিতে গিয়া কিছু মিথ্যা বা অতি রঞ্জিত সংবাদ প্রচার করিয়াছে, এই যুক্তিতে গৃহ-দাহের অগ্নিতাপ কমে না, লুণ্ঠনের অমানুষিকতা দেবত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না, নারী-নির্য্যাতনের পাশবিক ব্যাপার সমর্থনীয় হয় না। নির্য্যাতিতা নারীর সংখ্যা যত বেশী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা কম, এই যুক্তিতেও নারী-দমন রূপ মহাপাপ লঘু হইয়া যায় না। রাবণ একটী মাত্র সীতাকেই হরণ করিয়াছিল, দুঃশাসন একটী মাত্র

নারীরই কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা আরও অধিক-সংখ্যক নারীকে অসম্মানিত করে নাই বলিয়াই সীতাহরণ বা দ্রৌপদীর অসম্মানের অপরাধ লঘু হইয়া যায় না। রামায়ণ ও মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই দুইটী নারীর দুঃখের বারতা লইয়াই রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের নারীত্বের চরম অসম্মান রাবণ বা দুঃশাসনও করে নাই বা করিতে সাহস পায় নাই। সাম্প্রতিক ব্যাপারে বহু নারীর চরম অসম্মান যে নিশ্চিত হইয়াছে, তাহা সরকারী মুখপাত্রেরাও স্বীকার করিতেছেন। এমতাবস্থায় বাজে যুক্তি দেখাইয়া পাপকে লঘু করিয়া দেখানোও অন্যায় ছাড়া আর কিছু নহে। লড়াই করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন কর নাই, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিপন্ন ইংরাজ হঠাৎ তার জমিদারী ছাড়িয়া দিবার ফন্দী হিসাবে তোমাদিগকে দয়া করিয়া স্বাধীনতা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। এই কারণেই স্বাধীন ভারতের বুকের উপরে নারী-নির্য্যাতন অবহেলে সম্ভব হইয়াছে।

স্বাধীনতার মূল্য কত ভাবে তোমাদের দিতে হইবে, জানি না। কিন্তু সাম্প্রতিক কোনও ঘটনাতেই অন্তরের স্থৈর্য্য এবং চিন্তা প্রণালীর ভারসাম্য হারাইও না। তোমাদের হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত সৎসাহসী প্রাণের বহু উৎসর্গের প্রয়োজন হইবে চোরা কারবারে কলুষিত, দলগত রাজনীতিতে কলঙ্কিত, সত্য-ধর্ম্ম-ন্যায়ের সরল পথাশ্রয়ে কুণ্ঠিত, দুর্ব্বল নেতৃত্বের পক্ষাঘাত হইতে দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে। তোমরা আজ বিদ্বিষ্ট বা ক্ষুব্ধ না হইয়া প্রাণপণে সত্যপথাশ্রিত হও, নিজেদের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহার তন্নতন্ন অনুসন্ধান কর, ক্ষমাহীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজেদের দোষ, ত্রুটি, অপরাধ ও অবিবেকগুলি খুঁজিয়া বাহির কর, এবং প্রশ্রয়হীন কঠোরতায় নিজেদের চরিত্রকে সর্ব্বপ্রকার অন্যায়

হইতে প্রমুক্ত কর। এই একটী কাজ যদি করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠা বিশ্বের সকলের অন্যায়কে প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। আত্মসংশোধন হইতেছে সর্ব্বশক্তির উৎস, নিজ দোষে উপেক্ষা সর্ব্বদৌর্ব্বল্যের মূল।

মনে রাখিও, ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি হিসাবে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে পার না। বিদ্বেষের মধ্য দিয়া যে কর্ম্মোদ্দীপনা জাগে, তাহা স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী এবং দুর্ব্বল। সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়া তোমাদের অন্তরের উদ্দীপনাকে জাগাও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুন্‌কী

২৮শে, ভাদ্র, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম, আশ্বস্তও হইলাম। উদ্বিগ্ন হইলাম এই জানিয়া যে, আগ্নেয়গিরি এখনো বহ্নিমান্, আশ্বস্ত হইলাম তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া।

ভগবানে বিশ্বাস লইয়া, সর্ব্বজনে প্রীতি লইয়া, মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যেখানেই বাস করিবে, সেখানেই মঙ্গল হইবে।

বিপদে প্রয়োজন সাহসের, স্থৈর্য্যের আর ঐক্যের। এই কথাটী

প্রত্যেকটী প্রাণীর প্রাণে আজ কে গ্রথিত করিয়া দিবে? কেবল ভয় আর আতঙ্ক নিয়া কি চিরজীবন চলা সম্ভব?

বিপদের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়াই নিজেদের বাঁচিবার অধিকার প্রমাণ করিতে হইবে। বারংবার ঘর-দুয়ার পুড়িতে পুড়িতেই তোমরা খাঁটি সোনায় পরিণত হইবে।

শোক-দুঃখ জীবন ভরিয়াই আসিবে। সমস্ত জীবনের যাবতীয় উপার্জ্জন একটি রজনীর অগ্নিকাণ্ডে হারাইয়া ফেলিবার শোক অনেক সময়ে পুত্রশোক অপেক্ষাও বেশী হয়। যার সব গিয়াছে, সে কি বাকী জীবনটা কেবল ভিক্ষা করিয়াই কাটাইবে? সর্ব্বস্ব যাইবার শোক এই কারণেই অসহনীয়। কিন্তু তবু আশায় বুক বাঁধিতে হইবে। দুর্ব্বলতা নহে, অশ্রুবর্ষণ নহে, হাহাকার আর আর্ত্ত-চীৎকার নহে, সর্ব্বস্ব হারাইবার পরেও তোমাদের পথ পৌরুষ আর আত্মপ্রত্যয়।

সর্ব্বজীবে প্রেম আর সর্ব্বাবস্থায় আত্মপ্রত্যয়,—এই হইবে তোমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুনকী
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরম কল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ত্যাগ ও দানশীলতার জন্য আমার বিশেষ অভিনন্দন

জানিও। ত্যাগ দেয় সামর্থ্য, দান দেয় উদারতা। যে নিজের ক্ষতি না করিয়া ত্যাগ-স্বীকার করে, তাকে দাতা বলিব। যে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দান করে, তাকে ত্যাগী বলিব। দান উদার মমত্ব-সম্পন্ন পরদুঃখকাতর প্রাণের ধর্ম্ম। ত্যাগ সর্ব্বজীব, সর্ব্বসমাজ, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের কুশলের জন্য আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত সুধন্য পুরুষের ধর্ম্ম। তোমরা ত্যাগী হও, তোমরা দাতা হও, ইহা আমি নিয়ত বাঞ্ছা করি। তোমাদের ত্যাগ বা দান আমাকে বা আমার প্রতিষ্ঠানকে লইয়াই সীমাবদ্ধ হউক. এইরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ততা আমার নাই। ভিন্ন এক সম্প্রদায়ের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সংবাদ শ্রবণে তোমাদের গুরুভাইরা চেষ্টা করিয়া ডিব্রুগড় হইতে পাঁচ হাজার টাকা তুলিয়া দিয়াছিল, ইহা আমারই প্রদত্ত উদার শিক্ষার ফল। আজ আসাম হইতে সর্ব্বস্বান্ত ও বিতাড়িত হইয়া হাজার হাজার নরনারী তোমাদের সহরে ভিড় করিয়াছে। আজ আমাকে একটী কপর্দ্দকও না পাঠাইয়া তোমরা ইহাদের সেবার জন্য সর্ব্বসামর্থ্য নিয়োগ করিলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইব। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে নিরন্ন, আর্ত্ত, দুঃস্থ রূপে আমিই আমাকে ছড়াইয়া রাখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে আমাকে দেখিবার সাধন-সামর্থ্য তোমরা অর্জ্জন কর। সম্প্রদায় গড়িয়া শিষ্যদের মন একনিষ্ঠ করিবার নাম করিয়া যাঁহারা তাহাদের হৃদি-মন-চিত্তকে অন্যত্র প্রসারিত হইতে সুকৌশলে ও সযত্নে বাধা দেয়, আমি সেই সকল অল্পপ্রাণ অদূরদৃষ্টি সঙ্কীর্ণমনা পুরুষদের গোষ্ঠীভুক্ত নহি। তোমাদের সেবা-হস্ত সহস্র দিকে বিস্তারিত হউক, তোমাদের ত্যাগ ও দান জগন্ময় হউক।

পত্রখানা কালই লিখিব বলিয়া ভাবিয়াছিলাম কিন্তু কাল বড়

কঠোর পরিশ্রমের দিন গিয়াছে। কামিনরা সত্য সত্যই ধর্ম্মঘট করিল। ধর্ম্মঘট শব্দটীর এমন অপপ্রয়োগ বোধহয় আর হইতে পারে না। ঘরে অন্ন না থাকিলে অকারণে কাজ সৃষ্টি করিয়া আশ্রম হইতে অন্ন দিব, সারা বৎসর প্রতিটী রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দিব, কখনো কখনো নগদ টাকা দিয়াও কাহাকেও কাহাকেও ঔষধ-পথ্যের সাহায্য করিব, তবু ইহারা ষ্ট্রাইক করে। ইংরাজি ষ্ট্রাইক কথাটাই এখানে প্রযোজ্য। ষ্ট্রাইক মানে আঘাত। কিন্তু হায়, মূর্খেরা জানে না, কাহাকে আঘাত করিতেছি। কাল ইহার দরুণ আমাদের প্রতি জনকে ইট টানা, বালু বহা, কর্ণি চালান আদি কাজ করিতে হইয়াছে। কাল সন্ধ্যার পরে মঙ্গল-বাঁধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্ত দেহ আর পত্র লিখিতে চাহিল না। কোথায় আজ আমার সে যৌবন, যখন একটী চুলও পাকে নাই?

কাছাড়ে শীঘ্রই তোমাদের প্রতিনিধি-সম্মেলন হইতেছে। স্থান নির্ব্বাচন তোমরা বিবেচনামতন করিও। সমগ্র জেলার সকল স্থান হইতে যাহাতে প্রতিনিধিরা আসিয়া যোগদিতে পারে, তেমন কোনও স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। প্রতিনিধি-সম্মেলনগুলি যেন এমন কুচক্রীদের হাতের পুতুল না হইতে পারে, যাহারা অন্যের সৃষ্ট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি নিজেদের হাতের মুঠায় আনিবার জন্য ব্যস্ত, সেই দিকে তোমরা লক্ষ্য রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুন্‌কী
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরম কল্যাণ ভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটা দেশ, জাতি বা সমাজ কেবল দৈববলে বড় হয় না। কখনো কখনো দৈব ঘটনা অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত সুযোগ অতর্কিতে ঘটিয়া একটা জাতিকে হঠাৎ অনেক বড় করিয়া দিতে পারে, কিন্তু বড় হইবার যাবতীয় যোগ্যতা বা তাহার সুশৃঙ্খল অনুশীলন ছাড়া সেই সুযোগকে কোনও দেশ, জাতি বা সমাজ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। হঠাৎ কোনও বিপৎপাত ঘটিলে তাহাদের সেই সাময়িক বড়ত্ব বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইয়া যায়।

তোমরা দেশগত, জাতিগত বা সমাজগত ভাবে এই কথাগুলি চিন্তা কর কি না জানি না। একা একা মহান ভাবের আবেশ অনুভব দ্বারা একটী লোক বড় হইতে পারে। দেশ, জাতি বা সমাজের তাহাতে গর্ব্ব করিবার মত একটী যুক্তি বাড়িলেও অন্য লাভ আর কিছুই হয়না। একটী মহৎ লোকের আবির্ভাব শত শত অনুরূপ মহৎলোকের আত্ম-প্রকাশের সম্ভাবনাকে কেন বাড়াইতেছে না, তোমরা ভাবিয়া দেখিতেছ কি?

তোমাদের নিকটবর্ত্তী মণ্ডলীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে তোমরা এই বিষয়টী অবশ্যই আলোচনা করিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৭)   পুপুন্‌কী

৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরম কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার অগণিত পত্র আমার কাছে আসিয়া জমিয়াছে। সাধ্য হয় নাই, জবাব দেই। শেষ পত্রখানার জবাব অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল।

কে তোমাকে কি বলিল, তাহা নিয়া অকারণ চিন্তা করিও না। তুমি নিজে সৎ ও নির্দ্দোষ থাকিতে চেষ্টা কর। অন্যে ভুল বুঝিয়া বা আক্রোশ বশতঃ তোমার নিন্দা করিলেই তুমি একটা নীচ ও নিন্দনীয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে না। সামান্য ব্যাপারে কখনও চঞ্চল হইও না। আমাকে প্রায় প্রতিদিন একটা না একটা অসামান্য বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। কৈ, আমি ত তাহাতে চঞ্চল হই নাই? এমন একটা দেশে আসিয়া পড়িয়াছি যে, শৃঙ্গ-নখরের আঘাত না খাইয়া একটা পা চলিতে পারিতেছি না। আমার জীবন-কাহিনীর দুই এক কণাও যদি তোমাদের জানা থাকিয়া থাকে, তবে আশা করি, আমার দুর্দ্দমনীয় সাহস এবং দৃঢ়চিত্ততার দৃষ্টান্ত হইতে পুত্ররূপে কতক গুণ বা দোষ তোমরা অনায়াসে পাইবে। স্বরূপানন্দ-সন্তান বাধায় বিচলিত, বিপদে মূর্চ্ছিত, বিঘ্নে পরাহত, নিন্দায় দুর্ব্বলায়িত হইবে কেন?

তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এইবার প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়া পাশ করিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্ব্বদা অতি উদার ও উজ্জ্বল মনোভাব পোষণ করিবে। ইহার ফলে তাহাদের ভিতরে বীর্য্য সংক্রামিত হইবে।

ইহারা নচ্ছার, ইহারা পাজি, ইহারা হতভাগ্য, ইহারা ইচড়ে পাকা ইত্যাদি মনোভাব পোষণ করিয়া কোনও অধ্যাপক নিজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অতিমানব-প্রেরণা জাগাইতে পারে না। পাঠ্য-পুস্তক পড়াইতে পটু অধ্যাপক হয়ত অনেকেই আছে, কিন্তু জীবনকে প্রেরণায় বিত্যন্ময় করিবার মত শিক্ষক কোথায়? তুমি তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের পানে একটু নূতন দৃষ্টিতে, নূতন ভঙ্গীতে তাকাইতে চেষ্টা করিও।

তোমার সংসারে নানা রকম অশান্তির সংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম। গৃহলক্ষ্মীদিগকে কেবলই শাসন করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ হিতকর নহে, তাহাদিগকে আদরও করিতে হয়। সম্মানও দেখাইতে হয়। কেহ দৈববশাৎ তোমার পত্নী বলিয়াই তাহার ব্রহ্মসত্তা লোপ পায় নাই। তোমাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে সংসার দেখিতে হইবে। কেবল প্রাজাপত্য দৃষ্টিই দৃষ্টি নহে। কেহ শারীরিক ভাবে তোমার স্ত্রী বলিয়া কি তাহার আত্মাটিও তোমার স্ত্রী? তোমার আত্মায় আর তাহার আত্মায় পার্থক্য কি এবং কোথায়? তুমি ত বাবা জ্ঞানী লোক জ্ঞানহীনের মত তুমি চলিবে, বলিবে, ভাবিবে কেন?

তোমাদের কলেজের কোন কোন অধ্যাপক আমাকে ভাল লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। অবশ্য, নিন্দা করিলেও আমি দুঃখিত হইতাম না। কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা শুনিলে উভয় ক্ষেত্রেই আমি মনে মনে এই বিচার করি যে, আমার মতন একটা সাধারণ ব্যক্তিকে নিন্দার ছলেই হউক বা প্রশংসার ছলেই হউক, ইনি স্মরণ করিতেছেন, —ইহা আমার সৌভাগ্য। জগতে কোটি কোটি লোক থাকিতে নিন্দার জন্য বা প্রশংসার্থে আমার এই সামান্য নামটাই

কেন তিনি উচ্চারণ করিলেন? নিশ্চয়ই ইহা তাঁহার মহানুভবতা। লোকের মহানুভবতা দেখিলে কে না সুখী হয়?

রাত্রি অনেক হইয়াছে। স্থানীয় কামিনরা ষ্ট্রাইক করাতে আশ্রমীয় আমাদের প্রতিজনকে বড় কঠোর শ্রম সারাটী দিন ব্যাপিয়া করিতে হইয়াছে। সুতরাং পত্রের বাকী অংশ কাল লিখিব।

৩১শে ভাদ্র, (১৩৩৭)

মণি, নিতাই, অঞ্জনকে জাগাইয়া দিলাম। মঙ্গলবাঁধে গিয়া কাজের তদ্বির করিতে হইবে। এখনো উষা প্রকাশ হয় নাই। সাধনার আর ঘুমের ব্যাঘাত করিলাম না, কারণ কাল তাহাকে কাজের জায়গায় দুই বার কোরামিন খাইয়া হৃৎপিণ্ড তাজা করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, আজই আমাদের এই দুর্দ্দান্ত পরিশ্রম শেষ হইবে, কাল সকালে পুপুন্‌কী ত্যাগ করিতেছি। কাজ দেখিবার লোকের অভাবে আমাদের এত খাটিতে হয়। দলের পর দলে কত কর্ম্মী আসিতেছে, হয় কর্ম্মকুণ্ঠ বাবুর দল আসিতেছে, নয় কাজ দেখিবার অযোগ্য একেবারে আস্ত কুলীর দল আসিতেছে। এই জন্যই ত আমাদেরও অকারণে শ্রম করিতে হয়। যেখানে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ জন লোক খাটিবে, সেখানে প্রতিটি লোককে প্রতিটী মুহূর্ত্ত কাজে লাগাইয়া রাখার শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কদের প্রয়োজন। তোমাদের ওখান হইতেও ত শ্রীমান্ প—, আদি কয়েক জন কর্ম্মী রূপে পুপুন্‌কী আসিতে চাহে। তাহাদের ডাকিয়া বলিয়া দিও যে, কোঁচাদুলান বাবুর দলও চাহি না, বুদ্ধিহীন দুর্দ্ধর্ষ কুলীর দলও চাহি না। নিজে সঙ্গত মতন খাটিয়াও অপর দশ বিশ জনের কাজের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে পারে, প্রত্যেকটী লোকের সহিত সাধ্যমত

ভদ্রব্যবহার রক্ষা করিয়াও তাহাদের দ্বারা সাধ্যতম কাজটুকু আদায় করিয়া নিতে পারে, নিজেকে কুলী বা কামিনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাহার আত্মাভিমান নাই, কিন্তু কুলী-কামিনদিগকে কুলী-কামিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিবার যাহার রুচি আছে, আর যাহার আছে এই সকল কুলী-কামিনকে কুলী-কামিনের স্তরের উর্দ্ধে ঠেলিয়া তুলিবার দুরন্ত আগ্রহ,—তেমন কর্ম্মী তোমরা পাঠাইও। নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতি অত্যুগ্র সম্মানবোধ নহে, সকল মানুষের অন্তরে ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান থাকার সত্যে অবিচল শ্রদ্ধাই কর্ম্মীতে চাহি।

আমি তোমাদের সহরে দু'চার দিনের জন্য কাজ করিতে আসিব বলিয়া মনন করিয়াছি, কিন্তু কোনও সঙ্কল্প স্থির করি নাই বা এখনই কোনও তিথি-নির্দ্ধারণও হয় নাই। তোমাদের জেলার অন্য একটি অল্পতর খ্যাতিসম্পন্ন ছোট্ট একটি সহরে আমি যাইব বলিয়া স্থিরই করিয়াছি, আর এই সংবাদে তোমাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে লক্ষ্য করিতেছি। তোমরা মুষ্টিমেয় যে দুই চারি জন কর্ম্মী ওখানে আছ, তাহাদের ভিতরে মতের মিল বা প্রাণের ঐক্য কিছুই দেখিতেছি না। অভিযোগ আর তার খণ্ডনেই যদি তোমাদের সময় কাটে, তাহা হইলে কি করিয়া মনে করিতে পারিব যে, সংগঠন-কাজের কিছুমাত্র ভারও তোমাদের উপরে দেওয়া যায়? এতগুলি বছর ধরিয়া এই চারি পাঁচটি ভ্রাতা একই সহরে বাস করিতেছ, অথচ এতদিনের মধ্যে তোমরা সর্ব্বসম্মত ভাবে কোনও কাজেই হাত দিতে পারিলে না! তোমাদের কাহার ভক্তি আমার প্রতি বেশী, তাহা দেখাইবার জন্য অন্যের অভক্তিটাকে প্রকাশ করিয়া ধরাই খুব বড় কথা নহে। সম্প্রতি শ্রীমান প— শ্রীমান্ সু— শ্রীমান্ নি—র উপরে দোষারোপ করিয়া

এক পত্র দিয়াছে। আমি শ্রীমান্ সু—র নিকট হইতে তাহার যে জবাব পাইলাম, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সু—র মত একটি অতিশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছেলে এমন কাজ কিছু করে নাই, যাহা দ্বারা তোমাদের সহরে আমার যাওয়া ব্যাহত হইতে পারে। এই ব্যর্থ অভি-যোগের দৃষ্টান্তই কি যথেষ্ট নহে? পরস্পরের প্রতি দোষারোপপটুত্ব দ্বারা কর্ম্মীর যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে একমুখ করিয়া একত্র একস্থানে যুগপৎ প্রয়োগ করিবার দক্ষতায় কর্ম্মীর যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। তুমি লিখিয়াছ যে, তোমাদের ওখানকার কে একজন সাধু পুরুষ আমার ওখানে আগমনের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া বলিলেন, —"আরে রাম! অমুক মঠের কত আনন্দ হপ্তায় তিনবার করিয়া এখানে আসিতেছে!" আমার আগমন সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি উড়া খবর শুনিবা মাত্রই সাধুজী এই তীব্র মন্তব্যটি করিয়া তোমার সহজে ঘাত-গ্রহণ-প্রবণ কোমল মনে ক্লেশের বজ্র হানিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষটা কি হইল? তোমরা কি মানুষকে জানিতে দিয়াছ যে, অমুক মঠের সাধুদের মত স্বরূপানন্দ চাঁদা তুলিতে আসেন না? তোমরা কি লোককে জানিতে দিয়াছ যে পক্কশ্মশ্রুকেশ স্বরূপানন্দ এখনো পাথরের বুকে শাবল, ঘানা, গাইতি চালান? তোমরা কি লোককে জানিতে দিয়াছ যে, স্বরূপানন্দ দেশভ্রমণকালে বক্তৃতা শ্রবণে আগ্রহী স্থানগুলির কাছ হইতে নিজ পাথেয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না? তোমরা কি তাঁহাদের কখনো শুনাইয়াছ যে, স্বরূপানন্দ কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে ফেরী করিয়া "কর্ম্মের পথে" বেচিয়াছেন, আর তাহারই মূলধনে নিজের বুকের একটী একটি করিয়া পাঁজরে আগুন ধরাইয়া দিয়া তিনি অন্ধকার নিশীথে নিজ পথ দেখিবার আলো নিজে করিয়া সেই সুদূর অর্দ্ধশতাব্দী

পূর্ব্ব হইতে ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে কেবল পথ চলিতেছেন, মালপোয়া খাইবার বা বিছানায় গড়াইয়া হাই ফেলিবার তাহার অবসর নাই। তোমরা আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা ও প্রেরণাগুলির সহিত জনসাধারণকে এক কণাও পরিচিত করিবার চেষ্টা কর নাই। এমতাবস্থায় তোমরা যদি লোকের কাছে আমার আগমন-বার্ত্তা শুনাইতে যাও, তবে কেন তাহারা কটু মন্তব্য করিয়া তোমাদের প্রাণে দুঃখ দিবেন না? করিলে ভদ্র-মন্তব্য তাঁরা করিতে পারিতেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহারা তোমার কাছে কোনও বাধ্যবাধকতায় ঠেকেন নাই। আমার সম্পর্কে তাঁহাদের এক কণা জ্ঞান দান তোমরা কর নাই। এমতাবস্থায় প্রচলিত অপর দশ জন আনন্দ উপাধিধারী সাধুর সম্পর্কে তাঁহাদের মনের যে ধারণা নানা কারণবশতঃ জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহারা আমার সম্পর্ক প্রয়োগ করিলে তাঁহাদের দিক দিয়া দোষের কি হইতে পারে? অপর দশ জন মানুষের মত তাঁহারাও মানুষ। ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিবার কোনও কারণ থাকিলে তবে ত উক্তির পরিবর্ত্তন হইবে।

একটী অতি পুরাতন এবং একটী কয়েক বছরের কাঁচা খবর শুনিবে? বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বাংলার অগ্নিযুগের বীর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ অতিশয় কীর্ত্তিমান দুই মহাপুরুষ। বরিশালের ঘটনা চল্লিশ বছরেরও পুরাতন, অন্য ঘটনাটি পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। চাঁদপুর হইতে আমার এক প্রচার-কর্ম্মী গেল বরিশাল সহরে নিজ কাজ করিতে। ভাবিল, বরিশাল বলিতে যে তিনটী বিশাল পুরুষকে বুঝায়, তার অন্যতম হইতেছেন অশ্বিনীবাবু,—একবার দর্শন করিয়া যাইব না? শ্রীমান্ মহাপুরুষদর্শনের মানসে অশ্বিনীবাবুর

বাড়ীতে গেল। তাঁর একটী প্রিয় তমাল গাছ ছিল। ঐ বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইতেই দূর হইতে অশ্বিনীবাবু কর্ম্মীটিকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ হে?" শ্রীমান্ জবাব দিল,—"স্বামী স্বরূপানন্দের কাছ হইতে, আমি তাঁর কর্ম্মী।" এতক্ষণ অশ্বিনীবাবুর কি চমৎকার মেজাজই না ছিল, কিন্তু নামটী শোনা মাত্র তিনি যেন হঠাৎ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিলেন,—"আমরা সব আনন্দে আনন্দেই গেলাম, দেশময় কেবল আনন্দের ছড়াছড়ি, এত আনন্দ দিয়া আমরা কি করিব?" আমার কর্ম্মীটী বিনীত ভাবে অশ্বিনীবাবুকে প্রণাম করিয়া পকেট হইতে আমার লিখিত 'কর্ম্মের পথে' বহির একটী কপি বাহির করিল। অশ্বিনীবাবুর হাতে একখানা বহি দিয়া প্রচ্ছদপটের পিছনের দিকে ছাপান প্রশংসা-পত্রগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইল যে শ্রীঅরবিন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বয়ং অশ্বিনীকুমার আমার লেখা সম্পর্কে কি বলিয়াছেন। পড়িবামাত্র অশ্বিনীবাবুর ভাব বদল হইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আরে, সেই স্বরূপানন্দ, যাঁর লেখাগুলি ছুরির মতন ধার আর আগুনের মতন গরম। এসো এস, ব'স, তোমার সাথে আমার কথা আছে।"—এই বলিয়া তিনি আমার কর্ম্মীটীকে টানিয়া নিয়া নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন এবং একঘণ্টা ধরিয়া কত হিতকথা, কত মূল্যবান্ উপদেশ শুনাইলেন। আমার এই কর্ম্মীটির নাম ছিল হারাণচন্দ্র দত্ত।

কাছাকাছি একটা ঘটনা বারীনবাবুকে নিয়াও হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই বারীনবাবুই এক পৌষ মাসে কলিকাতার স্বরূপানন্দ

জন্মোৎসব কমিটির আমন্ত্রণে সাগ্রহে উৎসব-সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভাষণ-দান কালে যে-সব উক্তি করিয়াছিলেন, অত বড় তেজস্বী ও শব্দশিল্পী সাহিত্যিকও খুব সম্ভবত জীবনে খুব অধিক মানুষ সম্পর্কে এমন উক্তি করেন নাই।

* * * *

এই সকল নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা তোমাকে বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তোমরা তোমাদের সহরটিতে আমার চিন্তা ও আদর্শকে প্রচারও করিবে না, আবার কেহ আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া উক্তি করিলে কান্দিয়া নান্দিয়া অস্থির হইবে। এই অসমঞ্জস আচরণ সংযত করা প্রয়োজন বলিয়াই দুইটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৮)

ওঁ শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ, কর্ম্মজ্যেষ্ঠ এবং সাধনজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার সম্পর্কে এক ভ্রান্ত অভিযোগ করিয়া আমাকে পত্র দিয়াছিলে বলিয়া আমার মনে হয়। অবিলম্বে তাহার সহিত মৈত্রীস্থাপন কর, এবং তাহার

সম্পর্কে আমাকে ভুল সংবাদ দিয়া থাকিলে তাহার নিকটে বিনা দ্বিধায় ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মনের সকল অমিল দূর করিয়া দাও।

তোমার যে দুই গুরুভ্রাতা তোমার প্রতি রাগ করিয়াছে বলিয়া তুমি অনুমান করিতেছ, হয় ত তাহাদের রাগের সঙ্গত কারণ আছে। যাহা করিলে তাঁহাদের রাগ পড়িয়া যায়, তাহা কর। অতীতে এই সঙ্ঘের জন্য তাহারা অল্পাধিক ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিয়াছে। সেদিন তুমি আস নাই। তাহাদের ন্যায় ত্যাগ বা শ্রম তুমি বা তোমরা অন্য কেহ করও নাই। তাহারা তোমার সীনিয়ার। সীনিয়ারদের সম্মান নাশ করিয়া চলিবার যে সর্ব্বনাশা রীতি দেশে চল হইয়াছে, আমি তাহা বরদাস্ত করিতে রাজি নহি। এই দুইজনকে অপর সকলের সহিত সম্মিলিত করিতে তোমাদের সফলকাম হইতেই হইবে। একটী ঝগড়া কলহের আবহাওয়া আছে জানিয়াও ওখানকার জন্য একটি ভ্রমণ-তালিকা করিতে আমি আগ্রহী নহি। যেখানে সামান্য বিনয় দ্বারাই তোমরা মনোমালিন্য মিটাইতে পার, সেখানে গরজ করিয়া গিয়া একটি ঝড়ো আবহাওয়াতে পড়িবার আমার ইচ্ছা নাই।

দীক্ষা এবং বক্তৃতা হইবে কি না, জানিতে চাহিয়াছ। যেখানেই যাই, কীর্ত্তন-উপাসনাটি থাকাই আমি পছন্দ করি। শরীর অসুস্থ না থাকিলে জন-সাধারণের আগ্রহ দেখিলে ভাষণেও আপত্তি নাই। কিন্তু দীক্ষাদানসম্পর্কে আমি উৎসাহ বোধ করি না। কতকগুলি লোককে আন্দাজে দীক্ষা দিলেই কি কোনও লাভ হয়? আর, আগে যাহারা আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইবে না, তাহারা দীক্ষা নিতে আসিলে হুজুগ ছাড়া আর কি কারণে আসিবে, বল। হুজুগে দীক্ষা নেওয়া ও দেওয়া দুইটাই খারাপ। দীক্ষা নিবার পরে যাহাদের এক-

নিষ্ঠা থাকিবে না তাহাদিগকে দীক্ষার ঘরে ঢুকান কি উচিত? নিষ্ঠা-হীন চলচ্চিত্ত শিষ্যের দল বাড়াইতে আমি আগ্রহী নহি। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

ওঁশ্রীগুরু পুপুন্‌কী

১লা আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু,

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গতকল্যই আমাদের কলিকাতা যাইবার কথা ছিল। শেষে স্থির করিলাম, আজ প্রাতে রওনা হইব। কিন্তু আজ সারাদিন মঙ্গল-বাঁধের কাজে খাটিয়াও দেখিতেছি, আজও যাওয়া সঙ্গত নহে। কাল অঞ্জনকে খবর দিতে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছি এবং অদ্য রাত্রের ট্রেণে যাইবার জন্য ট্যাক্সি পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি। সুতরাং আজই না যাইয়া উপায় নাই। একটী জরুরী ঢালাইর কাজের মাত্র দশ আনা সারিতে পারিলাম। এইমাত্র কাজ হইতে আসিয়াছি। রাত্রি এখন সোয়া আটটা। আজিকার কাজ খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। কালা-পাথর গ্রাম হইতে নূতন একদল কামিন আসিয়াছে। গতকাল খালকুশা হইতে মুকুন্দ মাহাত, আমিন মাহাত, যজ্ঞেশ্বর হাজরা, মঙ্গল রুহিদাস প্রভৃতি বেশ কয়েকজন ভক্ত যুবক আসিয়া দারুণ পরিশ্রম দিয়া গিয়াছে। নতুবা কালই স্ট্রাইকের মুখে কাবু হইয়া যাইতাম।

পূজার ছুটির মুখে তুমি বোধ হয় নিজেকে বড়ই বিব্রত মনে

করিতেছ। কিন্তু কি করিব, আমি ত মঙ্গলবাঁধ নিয়াই ব্যস্ত, তোমাকে অতিথিশালা সম্পূর্ণ করিবার টাকা ত দিতে পারিতেছি না। এবার সমাগত অতিথিদের কষ্ট সহিয়াই যাইতে দাও। আস্তে আস্তে তাঁহাদের আরামের ব্যবস্থা করা যাইবে। যতটুকু সাধ্য, সকলের যত্ন করিও। মনের ইচ্ছা পবিত্র থাকিলেই হইল, বাহ্য চেষ্টার ফলাফল সর্ব্বদাই অনুকূল নাও হইতে পারে। কে কি বলিল, তাহা নিয়া মন খারাপ করিও না, সর্ব্বাবস্থায় মনের সরলতা ও মুখের হাসি বজায় রাখিও।

আশ্রমের কর্ম্মীদিগকে কোনও কোনও অতিথি বড় তাচ্ছিল্য করে। তুমি এম-এ পাশ কর নাই বলিয়া কি কর্ম্মী বা জনসেবক হিসাবে কোনও কলেজের অধ্যক্ষ অপেক্ষা হেয়? এই সহজ কথাটা ইঁহারা বুঝিতে চাহেন না। ইঁহাদের ইহা মূঢ়তা। ইহাতে কখনও দুঃখিত হইও না।

এবার আমরাও প্রায় সকলে বেনারসে তোমার ওখানে ভিড় করিব। আমি আশ্রমে আসি কিন্তু আশ্রমগুলি ত আমার নহে। প্রত্যেকটী আশ্রমেই আমি অতিথি মাত্র। এই জন্যই কোনও আশ্রমেই আমি কোনও সেবা পাইবার দাবী রাখি না, সেবা পাইলে সজ্জন অতিথির মত নিজেকে ধন্য মনে করি। আমরা সকলে ভিড় করিলে তোমার ত বাবা পরিশ্রমের অন্ত থাকিবে না। সারা বৎসর খাট, পূজার ছুটিতেও তোমার একটু জিরাইয়া নিবার সুযোগ নাই।

এবার মহাষ্টমীর উপাসনায় যতটা পার জাঁকজমক কম করিও। আসামে মানুষের মনুষ্যকৃত দুর্দ্দশা, উড়িষ্যায় মানুষের বন্যাজনিত দুঃখ-কষ্ট আমার মনকে বড়ই বিচলিত করিয়াছে। ভগবানকে ডাকিতে

ভক্তিই প্রয়োজন, আড়ম্বর নহে। অনুগত ও ভক্তদের উপাসনার সংবাদটী দিও, যাহারা গলবস্ত্র হইয়া ঘরে গিয়া আমন্ত্রণ না করিলে আসিতে অনিচ্ছুক, প্রচুর সময় হাতে না থাকিলে তাহাদের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিও না। প্রাণভরা ভক্তি নিয়া যাহারা আসে, তাদের সঙ্গই প্রকৃত সৎসঙ্গ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

ওঁশ্রীগুরু

পুপুন্কী
১লা আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু, :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সত্য ভাব ও মহচ্চিন্তার তোমরা প্রচার করিয়া যাও। একদিন ইহার সুফল ফলিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

ওঁশ্রীগুরু

কলিকাতা
৩রা আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারে তোমার যে দারুণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার পরে তোমার ভ্রাতাদের পত্রে বিস্তারিত জ্ঞাত হই। এইরূপ অপ্রত্যাশিত বিপত্তির জন্য নিশ্চয়ই তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। এই কারণেই বিপত্তির ব্যাপকতা এত অধিক হইতে পারিয়াছে। আর ইহার অকল্পনীয়তা তথা ব্যাপকতা যুগপৎ তোমাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। তোমাদের জন্য বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু বিপদে ভয় অপেক্ষা সাহসেরই প্রয়োজন বেশী। সর্ব্বনাশের আশঙ্কা অপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্বাসেরই উপযোগিতা অধিক। শত দুর্ভোগ সত্ত্বেও তোমরা তিনটী প্রতিজ্ঞা করিও,—

(ক) পৃথিবীতে বাঁচিয়াই থাকিব, কেবলই মরিব না,

(খ) অপরের অনিষ্ট করিব না, অপরকে বিদ্বেষ করিব না,

(গ) কোনও অবস্থাতেই ঈশ্বরবিশ্বাস হারাইব না।

তোমরা চুরি করিয়া ধন আহরণ কর নাই, শ্রমের প্রতাপে সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছ। কেহ যদি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাবিও না যে, সত্যই উহা নষ্ট হইয়াছে। স্বল্প শ্রমে হকের ধন তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিবে। দাঙ্গা দেখিয়া তোমরা কাবু হইয়া পড়িও না। জগতের একটী প্রাণীর প্রতিও বিদ্বেষ না করিয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার দুঃসাহস রাখ। নিজে বাঁচিবার জন্য যে দুঃসাহস, তাহা বৈধ এবং প্রশংসনীয়। অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে দুঃসাহস, তাহা পাপ ও নিন্দনীয়। তোমরা সর্ব্বাবস্থায় প্রশংসনীয় পথেই চলিও, নিন্দনীয় পথে কখনো পা বাড়াইবে না।

আরও একটী কথা মনে রাখিও। জীবনের দুর্য্যোগে যাহার সহিত যে ব্যবহারই সঙ্গত হউক না কেন, কেহই তোমাদের দৃষ্টিতে যেন শত্রু

না হয়। সকলের প্রতি প্রেমভাব রাখিবে, সকলের জন্য তোমাদের ভালবাসা থাকা চাই, সকলের প্রতি তোমাদের প্রীতি অবারিত রহিবে। পিতামাতা দুঃশীল পুত্রকে শাসন করে, কিন্তু প্রেমহীন হয় কি? শল্যবিদ্ রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করে কিন্তু ক্রোধ রাখে কি? প্রেমিক হওয়া তোমাদের বাঁচিয়া থাকার প্রথম সর্ত্ত। আত্মরক্ষা দ্বিতীয় সর্ত্ত। সর্ব্বজনের কুশলে জীবন দান তৃতীয় সর্ত্ত।

(৭২)

ওঁশ্রীগুরু বারাণসী

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা অনেকেই ঘাটশিলার সম্মেলনে যাইবে বলিয়া সংবাদ দিয়াছিলে। কার্য্যকালে একজনও যাও নাই। না যাওয়ার ফলে তোমরা একটী বিচিত্র-সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত হইলে। বাঙ্গালী বিহারী, ওড়িয়া, অন্ধ্র আদি নানা প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা কেমন সম্প্রীতি এবং পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানটীকে তাহার গৌরবজনক পরিণতি দিলেন, তাহা দেখিলে কিছু তোমরা শিক্ষা করিয়া আসিতে। কেবল জুজুর ভয়ে ঘরে আটক থাকার দুর্ব্বলতা তোমাদের অনেকটা দূর হইত।

আমি বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে, মাত্র এই একটী অপরাধে আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য সম্প্রতি নানা দিকে যে সকল আয়োজন, আবেদন, অভিযোগ ও ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমি রাখি। কিন্তু জুজুর ভয় আমার নাই। আমি বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়াই বাঙ্গালী-

অবাঙ্গালী নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য আমার সেবাহস্ত প্রসারিত। আমি বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়াই সমগ্র ভারতকে তরুণ কৈশোর হইতেই একটী মাত্র দেশ বলিয়া মনে করিয়াছি, এবং কেবল বাঙ্গালীর মুক্তির জন্য নহে, সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্য বুকের রক্ত ঢালিয়াছি। অনেক নামজাদা দেশনেতার অপেক্ষা হয়ত স্বাধীনতার আন্দোলনে আমার শোণিতোৎসর্গ নিম্নতর স্তরের নহে। এখনো আমি নিখিল ভারতের ঐক্যকে স্বপ্নে দেখিতেছি, এবং আমৃত্যু দেখিয়া যাইব। এমতাবস্থায় আমি বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়াই যদি আমার কর্ম্ম, চেষ্টা ও অধ্যবসায়কে বাধাগ্রস্ত করিবার জন্য কোনও অকারণ বিরুদ্ধতা কোথাও হইয়া বা হইতে থাকে, তবে তাহাকে আমি গ্রাহ্য করি না। কারণ, সত্যেরই জয় হইবে, অসত্যের নহে।

ঘাটশিলার সম্মেলনে তোমরা যোগ দিতে গেলে তোমাদের ছিদ্রান্বেষণকারীরা গুপ্ত অভিযোগ করিবে যে, তোমরা বিহারের বঙ্গভাষী অংশ বাংলায় নিয়া যাইবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছ,—এইরূপ নিতান্ত অবাস্তব আশঙ্কায়ই যে তোমরা ঘাটশিলার সম্মেলন বর্জ্জন করিয়াছ, ইহা বুঝিতে এখন আর কাহারও কষ্ট হইবার কথা নহে। কিন্তু ভারতের কোন্ অংশ কোন্ প্রদেশে গেল, ইহা নিয়া আমাদের কোনও সময়েই কোনও মাথাব্যথা নাই। ভারতের অংশবিশেষ ভারতের বাহিরে গেলে আমরা বেদনা পাই, এই কথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য। ঘাটশীলার সম্মেলন যে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়া আহূত হয় নাই, তাহা কে না জানে? তাহা সত্ত্বেও কে কি চুকলি কাটিল, কে কি মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিল, এই ভয়েই তোমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ থাকিবে? এতটুকু সৎসাহস নিয়া তোমরা জগতের

বুকে মানুষ পরিচয়ের দাবী নিয়া দাঁড়াইবে? ভাবিতে বড় ক্লেশ লাগে বাবা, বড় ব্যথা লাগে।

বড় সঙ্কীর্ণ মন ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া তোমাদের অঞ্চলের লোকেরা দীক্ষা নিতে আসে। দীক্ষা নিবার পরে নিজেদের সাধন-ভজনে গভীর মনোনিবেশ না করিয়া হাট-বাজারে বসিয়া সমালোচনা করিয়া যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কত জগাই-মাধাই উদ্ধার করিলেন, তোমাদের বাবামণি কৈ তাহা ত করিতে পারেন নাই। এবার আমরা এই সঙ্কল্প নিয়াই পুপুন্কী গিয়াছিলাম যে, বারো দিনে চারিদিকের বারোটী গ্রামে লোককে আত্মার ক্ষুধা মিটিবার মত হিতবাণী কিছু বলিব। সাধনা এইজন্য প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। বাগমারার এস-ডি-ওর কাছে ত মৌখিক অনুমতি বা উপদেশও চাহিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তোমাদের জুজুর ভয় আমাদিগকে কাজ করিবার সুযোগই দিল না। বঙ্গভাষী শ্রোতাদের কানে আমরা বাংলা ভাষায় ঈশ্বরীয় বাণী শুনাইব। তাহাতেই তোমাদের প্রাণ ভয়ে আর আতঙ্কে ভরিয়া গেল। কেহ তোমরা একটুখানি অগ্রণী হইয়া কোন স্থানে কোনও ব্যবস্থার একটু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দিলে না। অবশ্য আমাদের হাতে কি অন্য কাজ ছিল না? আমরা সেই অন্য কাজই প্রাণ ভরিয়া খাটিয়া করিয়া আসিলাম। সে খাটুনীতে রৌদ্রে শরীর যতটা দগ্ধ হইয়াছে, মন তাহা অপেক্ষা বেশী দগ্ধ হইয়াছে এই ভাবিয়া যে, যাহাকে তাহাকে দীক্ষা দিয়া আমি দীক্ষার মূল্য কমাইয়া দিয়াছি।

শিষ্যরা আমার বল না হইয়া জঞ্জাল হইয়াছে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

ওঁশ্রীগুরু

বারাণসী
১০ই আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার লিখিত কার্ডখানা তোমাকে ফেরৎ পাঠাইলাম। যত্ন করিয়া রাখিও। ইহা তোমাকে তোমার জীবনচরিত স্মরণ করাইয়া উপকার করিবে। নিজেকে লোকে নিজে দেখিতে পায় না বলিয়াই আয়নার সৃষ্টি হইয়াছিল।

যে কাজ তোমার মনঃপূত নহে, তাহা কখনো করিও না। তাহা করিতে গেলে কাজ হয় না, ভান হয়। ভানে ক্ষতি করে। এতদিন অনেক ভান করিয়াছ। তার জন্যই ত অগ্রসর হইতে পারিতেছ না।

কেহ যদি উপদেশ দেয়,—ভাই হে, সর্ব্বদা সরল থাক, অমনি বুঝিয়া বসিও না যে তোমাকে কুটিল বলা হইয়াছে। কেহ যদি বলে, সংযমের পথে চল, সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়া বসিও না যে, তোমাকে অসংযমী বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে। কেহ যদি বলে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও উৎকৃষ্ট উপাদান আছে মনে করিয়া প্রতি জনকে নিজ অভ্যাসের উর্দ্ধে মহত্তর কাজে প্রেরণা দাও, অমনি বুঝিয়া বসিও না যে, তোমাকে স্বল্পজ্ঞ স্বল্পকর্ম্মা লোকদিগের প্রতি অবজ্ঞাশীল বলিয়া গালি দেওয়া হইতেছে। হিতকারী বান্ধবেরা সদুদ্দেশ্যে সরল মনে হিতকথা বলেন, তাহার মধ্য হইতে কদর্থ বা কূটার্থ নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা বা অভ্যাস মনের নিতান্ত এক অপরিণত অবস্থার পরিচায়ক। নিজের

এই ত্রুটিটুকু নিজে বুঝিয়া কখনো নিজেকে সংশোধন করিবে আশায় অদ্য লেখনী সংযত করিলাম।

দর্পী, দম্ভী, অহঙ্কারীর আত্মসংশোধন হয় না। বিনয়ী, বিনম্র, নিজ দোষ অনুসন্ধানে উৎসুক ব্যক্তিরই আত্মসংশোধন হয়। হাটে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিলেই আত্ম-সংশোধন হয় না,—এ কাজটা বড় নিভৃত নীরবতার কাজ। কার এত অবসর আছে যে, তোমার দোষ তোমাকে দেখাইয়া দিবে? নিজের দোষ নিজে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহাতেই কল্যাণ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

ওঁশ্রীগুরু

বারাণসী
১১ই আশ্বিন, ১৩৬৭

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লোকমুখে শুনিলাম যে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য তোমাদের সহরে এবার অন্যান্য বারের ন্যায় প্রকাশ্য স্থানেও সমারোহ করিয়া শারদীয়া সমবেত উপাসনা করা হইবে না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আরও দুই চারিটী সহর সম্পর্কেও এই কথাই শুনিতেছি। হয়ত সকল স্থানেই একরূপ অবস্থা নহে এবং ইহার দরুণ না হইতে হইতেও কোথাও কোথাও শারদীয়া অখণ্ডোপাসনা শেষ পর্য্যন্ত হইয়া যাইবে। সংবাদ পাইয়াছি যে, গৌহাটীতে অন্যান্য বারের চেয়ে বরং অধিকতর উদ্যোগ সহকারে

অনুষ্ঠান হইবে। ইহার কারণ অবশ্য প্রধানতঃ এই যে, একটি ভক্তিমান্ অসমীয়া অখণ্ড বর্ত্তমানে সেখানকার অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদক। তাহার অপক্ষপাত সেবাবুদ্ধি অনেক অসাধ্যকেও আস্তে আস্তে সুসাধ্য করিয়া দিতেছে। অনেক স্থানেই দেখিতেছি যে, অখণ্ডোপাসনা করিলে যদি মতিভ্রান্ত হিংসাবুদ্ধির লোকদের মনে উত্তেজনার কারণ ঘটে বা অনাচার করিবার ছলছুতা বাহির করিবার ওজর সৃষ্টি হয়, এই আশঙ্কাতেই যেন করিব কি করিব না, এইরূপ জল্পনা চলিতেছে। আসামে কম পক্ষে তিনটী স্থানে অখণ্ডমন্দির উপক্রত হইয়াছে। ইহার পরে এমন আশঙ্কা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ধর্ম্ম মানুষের শাশ্বত ব্যাপার, সাময়িক উপদ্রবের দিকে তাকাইয়া তাহার অনুষ্ঠান কি চিরকাল স্থগিত থাকিতে পারে? সুতরাং এই বৎসর যে যে স্থানে হয়ত শারদীয়া সমবেত উপাসনাতে লোকজন ভিড়িতে সাহস পাইবে না, সেখানে ইহার পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে যথোচিত ভাবে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইতে পারে। আমি সকল ব্যাপারেই অত্যন্ত আশাবাদী। উপস্থিত বা আসন্ন পরিস্থিতিকে এক তুড়িতে উড়াইয়া দিতে যদিও পারি না বা চাহি না, তবু ভবিষ্যতেও চিরকালই এই একই অবস্থা থাকিবে, এমন কোনও ধারণা আমার নাই। তোমরা এবার যদি স্থানীয় অবস্থার দরুণ অন্যান্য বারের মতন শারদীয়া উপাসনার আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম নাও হও, তথাপি মনকে দমিয়া যাইতে দিও না। আজ যাহা অসম্ভব হইয়াছে, কাল তাহা সম্ভব হইবে। পৃথিবীর প্রতিটি সত্য ধর্ম্মের ইতিহাস কেবল উৎপীড়ন, বা বাধা দলন ও অবিচল ঈশ্বর-বিশ্বাসেরই ইতিহাস। তোমরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস ক্ষণকালের জন্যও হারাইও না।

আজ হঠাৎ বাঙ্গালী-অসমীয়ার মধ্যে একটা ঘোরতর মনান্তরের

ব্যাপার দেখা যাইতেছে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইও না। তোমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ কত বড় বিশ্রী অবস্থায় গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহা কি তোমরা তোমাদের অসাম্প্রদায়িক উৎসব-গুলির বা তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলির সময়ে বারংবার দেখিতে পাও নাই? বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একটা শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি বিরাট বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যে অবাক্ মানিতে হয়, কিন্তু সেই বাঙ্গালী মহাপুরুষদের দিক্‌পাল শিষ্যদের আদর্শানুসরণকারীরাই কি তোমাদের প্রায় প্রতিটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে বিগত দশটী বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক বাধার সৃষ্টি করেন নাই? সকলেই দেখিতেছি বাঙ্গালী জাতিটাকে নিজ নিজ খাস তালুকের প্রজা বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অন্য কেহ আসিয়া এক কণা সৎকথা শুনাইয়া এক রতি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হউন, ইহা ভাবিতে অসমর্থ হইতেছেন। ফলে সত্যকে সোজা পথে দাবাইয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া কদর্য্য মিথ্যার ও হীন অপপ্রচারের আশ্রয় লইয়াছেন। বিগত দশ বারো বৎসর ধরিয়া ইহা দেখিতে দেখিতে কাহার না মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাঙ্গালীরাই বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু? বাঙ্গালীদের যে-কোনও মঠে যাও, অন্য বাঙ্গালী সাধুদের সেখানে নিন্দাই শুনিবে। ইহাদের শিষ্যেরাও অন্য মঠের শিষ্যদের প্রতি নিয়ত বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করাকেই নিজ গুরুর প্রতি আনুগত্য বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইতেছে। ইহাই যেখানে অবস্থা, সেখানে আজ অসমীয়াদের কতকাংশ লোক বাঙ্গালীদের ধরিয়া বেশ করিয়া ঠেঙ্গাইয়া দিয়াছে বলিয়া তোমাদের কি খুব বেশী করিয়া আফশোষ করিবার যুক্তি আছে?

নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি করিয়া তোমরা অপরের কাছে ঠেঙ্গা খাইবার যোগ্যতা আহরণ করিয়াছ।

আজ পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম-সংঘের পক্ষ হইতে বা মধ্য হইতে কখনো এমন অপচেষ্টা কর নাই, যাহার দ্বারা কি বাঙ্গালী সাধুদের দ্বারা পরিচালিত, কি অবাঙ্গালী সাধুদের দ্বারা সৃষ্ট কোনও মঠ, মন্দির আশ্রম বা মিশনের সম্মান বা প্রতিষ্ঠা এক কণা কমিতে পারে। এই জন্যই এই চেষ্টা করিবার অধিকার তোমাদের জন্মিয়াছে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসংঘের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলে যে অকারণ বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া প্রতিটি সংঘকে আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব হইতে নীচে নামাইয়া দিতেছে, তাহার সুবিহিত প্রতিকার তোমরা দাবী করিবে। ইহা করিতে পারিলে তোমরা সাধুনামধারী মানুষগুলির নৈতিক জীবনে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিতে পারিবে। যাঁহারা ভুল করিয়াছেন, একদিন তাঁহারা যে ভুল বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং নিজেদের ভুল নিজেরা সংশোধন করিয়া সর্ব্বজনের পূজনীয় হইবেন, এই বিশ্বাস তোমাদের রাখিতে হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

ওঁশ্রীরু

বারাণসী

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সেদিন তোমার গৃহে বড় অল্প সময়ের জন্য গিয়াছিলাম। তোমাদেরও তৃপ্তি হইল না, আমারও না। আমি পুনরায় আসিলে এক দিন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তোমার ওখানে সমবেত-উপাসনার ব্যবস্থা করিও। স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে এই জন্য তোমার যোগাযোগ রাখা দরকার। আমার মনে হয়, স্থানীয় মণ্ডলীর কার্য্যালয় তোমার গৃহ হইতে তিন মিনিটের রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবতঃ মণ্ডলীর কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তোমার ঠিকানাটী পর্য্যন্ত নাই। যত স্থান হইতে যত নূতন ভ্রাতা আসিয়া কলিকাতার অলিগলি পূর্ণ করিতেছে, তাহাদের জনে জনের নামঠিকানা সংগ্রহ করিবার ও টুকিয়া রাখিবার শ্রমভার মণ্ডলীর উপরেই ন্যস্ত রাখা তোমাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। তোমাদেরও উচিত মণ্ডলীর সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রাখা এবং মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত-উপাসনা-দিবসের যাবতীয় পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করা। তোমরা যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য কেবলই ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের অতি গুরুতর প্রয়োজনের সময়ে মণ্ডলী তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবেন কি করিয়া?

কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে একটী মণ্ডলী আছে। একদা বাজারে আগুন লাগিল এবং স্বভাবতঃই সেখানকার মণ্ডলীর সভ্যগণ স্বাভাবিক জনসেবাবুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই আগুন নিবাইবার জন্য ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল যে তাহাদের একটী ভ্রাতার গৃহও বৈশ্বানরের অনুগ্রহে দাউ দাউ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সহরের সকল অখণ্ডের নিকটে সংবাদটী পৌঁছিয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে এমন ব্যবস্থা হইয়া গেল যে প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝ হইতে সকল তৈজসপত্রাদি নিরাপদ

স্থানে আসিয়া যাইতে লাগিল। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, তোমার সেই বিপন্ন গুরুভ্রাতার ঘরখানাই মাত্র জ্বলিতে পারিয়াছে, কিন্তু এতগুলি প্রাণবান্ ব্যক্তির অকাতর সেবার মুখ হইতে অগ্নিদেবতা আর কিছুই কাড়িয়া নিতে পারেন নাই। এই দৃষ্টান্তটী সোনার আখরে লিখিয়া রাখিবার মতন একটী ব্যাপার।

কলিকাতার মণ্ডলী অমন অসাধারণ সুযশ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিজেদের সামান্য সাংগঠনিক সাধ্যের সীমার মধ্যে থাকিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রয়োজনীয় সেবা আর্ত্ত ভ্রাতাভগিনীদের দিয়াছেন। যাঁহারা এই সংঘের সহিত মোটেই সংশ্লিষ্ট নহেন, এমন অনেককেও অনবরত সেবা দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তোমার নিজের স্বার্থের দিকে তাকাইয়াও মণ্ডলীটির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ তোমার রক্ষা করা উচিত।

তুমি আসাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছ, নূতন করিয়া নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার আসামস্থ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যে-কোনও সময়ে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে আশঙ্কাতেই তুমি দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছ। অবশ্য তুমি ভাগ্যবান্ যে তুমি গুণী শিল্পী, খাটিতে সম্মত থাকিলে তোমার দু'মুঠা মোটা ভাত ও দু'খানা মোটা কাপড় সহজেই মিলিবে। তথাপি আত্মজনের সহায়তার ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা ভুল।

মনের সকল আতঙ্ক দূর করিয়া দাও এবং সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে হাত দাও। অনেক উচ্চাশা মনে রাখিও না, একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ অগ্রগতির দিকে যাইবে এবং সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া কাজ চালাইবে,

ইহাই পণ কর। একদিনে বড়মানুষ হইতে চাহিলেই মানুষ পাপ করে এবং বেহিসাবী ব্যাপার করিয়া নিজেকে অকারণ জটিলতায় জড়াইয়া ফেলে। তাড়াতাড়ি টাকা হইবার জন্য যেই সকল অপকৌশলের সহায়তা অনেকেই নিয়া থাকে, তুমি আমার সন্তান বলিয়াই তাহা হইতে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখিবে। ইহা সর্ব্বদাই বিশ্বাস করিবে যে, তোমার সাধুতা ও শ্রমশীলতা তোমাকে যেখানে নিয়া পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ, চালাকী বা চালবাজী তাহা করিতে কদাচ সমর্থ নহে। উন্নতি তোমাকে করিতেই হইবে, সেই জন্যই তোমার এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় থাকা চাই। তোমাকে অতীতে আমি অনেক অনাবশ্যক ব্যসন পরিহার করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছি। তাহা পালন করিয়া তুমি যে শুভফল পাইয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণে আছে। যাহাকে দোষজনক বলিয়া জান, তাহার ধারকাছ দিয়াও কখনো যাইও না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার ভুজবীর্য্যেই যেন লক্ষ্মী তোমার অঙ্কশায়িনী হন,—নারায়ণের শৌর্য্য আয়ত্ত কর, কমলা তোমার কাছ হইতে দূরে থাকিতে পারেন না।

তোমার একটি আত্মীয়ের বিষয় আমাকে কাতরে নিবেদন করিয়াছিলে। তিনি অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও পানদোষ-হেতু জীবনে অশান্তি ভোগ করিতেছেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ব্যস্ততার দরুণ সেই দিন আর আলাপ-সালাপ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারি নাই। আমি তাঁহার জন্য ভগবানের চরণে নিয়ত প্রার্থনা জানাইতেছি। ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য এবং অন্য যাহা প্রয়োজন বোধ করি, তাহা করিবার জন্য আমি অবশ্যই সময় দিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ অবস্থার

দুই চারি জন লোক ইতঃপূর্ব্বে পানদোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে যদি মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিজের কোনও মহিমাতে নহে, তাহা ঈশ্বর-করুণাতেই সম্ভব হইয়াছে। ভগবানের করুণা হইলে ইনিও ইহা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। অতীতে যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র ভগবানের করুণাতেই পাইয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পানাসক্তির এমন অসাধারণ অবস্থা হইতে কাহাকেও পরিত্রাণ পাইতে আমাদের জীবনে আর দেখি নাই। এই অসাধারণ ঘটনাগুলিকে আমার কোনও মহিমার দ্যোতক মনে না করিয়া তোমরা পরমেশ্বরের করুণারই বিজয়স্তম্ভ বলিয়া বিশ্বাস কর এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানেরই চরণে কৃপাভিখারী হও। ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্ররূপে আমি যাহা করিবার তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব।

তোমার আসামের কারবারটির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইলেও হঠাৎ করিয়া তাহা তুলিয়া দিও না। চিরকাল আসামের অবস্থা এক রকম নাও থাকিতে পারে। অন্ততঃ না থাকাই স্বাভাবিক। আসামের দোকানটির জন্য তোমার ঋণ না বাড়ে, তার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও, কারণ সেখানে দেনা বাড়িলে কলিকাতায় তুমি দাঁড়াইয়া থাকিবার বল পাইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

ওঁশ্রীগুরু

বারাণসী

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা,— তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দিন কতক ত তোমার ওখানে আশ্রমীয় কর্ম্মীর একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা সার্থকরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে। অনেক লোক থাকিলেই যে অনেক কাজ হইবে, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গুণেরও উন্মেষ হওয়া দরকার। প্রথম গুণ হইতেছে, শ্রমে ইচ্ছা, দ্বিতীয় গুণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ব, তৃতীয় গুণ কার্য্যের ভারপ্রাপ্তদের আদেশের প্রতি অনবহেলা। সবাই মিলিয়া একটা হট্টগোল করিবে, এই জন্যই আমি নানা স্থানের কর্ম্মীদের তোমার ঐ আশ্রমে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করি নাই। পরস্পরে পরস্পরের দোষ আলোচনাতেই অধিকাংশ সময় ক্ষয় করিবে, ইহার জন্যও নহে। যে কয়টী লোক বিগত কতক মাস ধরিয়া তোমাদের ওখানকার আশ্রমটীতে বাস করিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে আশ্রমবাসের পরে নিরভিমান-ভাব বৃদ্ধি না হইয়া যেন অভিমানের বৃদ্ধি হইয়াছে লক্ষ্য করিলাম। নিজেরা এক এক জনে নিজের দেশে কত সম্মানিত বা নিজের বাড়ীতে কত আরামে থাকিতে অভ্যস্ত, এই ভিত্তিতেই ইহারা নিজেদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বাড়াইতে চাহিয়াছে। ইহাদের পিছনে আশ্রমের যে অর্থব্যয়গুলি হইয়াছে

তাহা যে এইভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি সত্যই আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু যেই দুইটী কর্ম্মী আপ্রাণ শ্রম করিয়াও কাহারও নিকটে এক কণা যশের প্রার্থী হইল না, আমি তাহাদের জন্য বিশেষ গৌরবান্বিত। আশ্রমে ইহারা একমাসই থাকুক বা দশ বৎসরই থাকুক, আমি ইহাদের উপস্থিতিকে আশ্রমের পক্ষে পরমমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি। তুমি ম—কে ও রা—কে আমার এই অভিনন্দন জানাইও।

শ্রীমান রা—এর অসাধারণ শ্রম দেখিয়া আমার কয়েক বছর আগেকার শ্রীমান্ ল—এর কথাই মনে পড়িতেছে। নিরভিমান বশংবদ, নির্বিচারে নির্দ্দেশ পালনে রত পরিশ্রমী লোকেরা যোগ্য নেতার কাছে পড়িলে সর্ব্বদাই অসাধারণ কাজ করিতে সমর্থ হয়। আজ আমাদের এইরকম ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন। দুইটা বৎসর ধরিয়া ম—এতগুলি লোকের রান্না নামাইতেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের অকল্পনীয় শ্রম চালাইতেছে। এমন ছেলেই আমাদের চাই। যখন কর্ম্মী-সংখ্যা অল্প হইবে, তখনই অধীর হইয়া অনেকগুলি কর্ম্মীর জন্য প্রার্থনা করিও না, কাজ না করিবার জন্য যাহারা আসে, তাহাদের আসা নিবারণ করাই এখন তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। একদা এই আশ্রমটাতে দৈনিক হয়ত শত কর্ম্মীর অন্ন প্রস্তুত হইবে, কিন্তু অযাচকের আশ্রমে এখন যে একটি মাত্র নিষ্কর্ম্মা লোককেও আতিথ্য দিবার ক্ষমতা নাই। যে আসিয়া আশ্রমে হাজির হয়, তাহাকেই কর্ম্মী বলিয়া ভ্রম করিয়া অন্যায় করিয়াছ। যে কাজ করিবে, সে কর্ম্মী। যে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার সহিত নিজেকে সাদরে যুক্ত করিবে, তাহাকেই কর্ম্মী বলিয়া সম্মানিত করা হইবে। একপাল কর্ম্মবিমুখ অলসকে, কেবল তাহারা কাজ করিবার

প্রতিশ্রুতি দিয়া আশ্রমে আসিয়াছে বলিয়াই, কর্ম্মী আখ্যা দেওয়া চলে না। ভবিষ্যতে তুমি এমন ভ্রম আর করিও না।

কম লোকেই কাজ ভাল হয়। অনেকগুলি লোক লইয়া হট্টগোল দুই চারিদিনের উৎসবাদিতেই প্রশস্ত। স্থায়ী কাজে ইচ্ছুক, হুজুগবর্জ্জিত পরিশ্রমী ও নিজের যোগ্যতাবর্দ্ধনে আগ্রহী লোকই চাই, তাহাদের সংখ্যা কম হইল বলিয়া ক্ষোভ রাখিবার প্রয়োজন নাই। কাজের এই কৌশলটি অনেকেই বুঝে না বলিয়া সারা জীবন ভরিয়াই নিষ্কর্ম্মা লোকদের লইয়া হুজুগ করিয়া যায় এবং পরিণামে দেখিতে পায় যে দশ বৎসর পূর্ব্বে জীবন-তরণী যেই ঘাটে বাঁধা ছিল, সেই ঘাটেই এখনো বাঁধা আছে, ইহাতে কোনও গতিরই সঞ্চার হয় নাই।

তোমাদের যে শ্রম, ইহার মহিমা-গাথা গাহিবার লোক নাই। নীরবে তোমরা আস্তে আস্তে একটা অসম্ভব রকমের কাজকে বাগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছ। ইহার আগে অযাচকত্বের ভিত্তিতে এমন কাজ করিবার চেষ্টাও কেহ করেন নাই। সুতরাং তোমাদের অনেক সময়েই মনে নিরুৎসাহ-ভাব আসিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার নিকটে যাহা আশা করা উচিত নহে, তাহার কাছ হইতে জোর করিয়া তাহা আদায় করিবার বুদ্ধি করিও না। আশ্রমে নূতন কর্ম্মী আসিলে কিছুকাল পরীক্ষার পরে তাহাকে কাজের অযোগ্য দেখিলে অবশ্যই দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিতে হইবে। অলস প্রতিপালনের জন্য দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, তোমাদের প্রতিষ্ঠান সেই কাজটি করিবার জন্য নহে।

চলিয়া যাইবার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমরা যাহারা আশ্রমটির প্রতি মমতা বশতঃই চলিয়া যাইতে পার নাই, তাহারা আমার এই পত্রখানা

বারংবার পাঠ করিও। আজ যাহারা অশেষ দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও গুরুধামের মাটী কামড়াইয়া রহিয়াছ, অদূর ভবিষ্যতে তাহারা নিজেদের দৃষ্টান্তের বলে লোকসমাজের শিক্ষক হইবে। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াও অনেকে লোকশিক্ষক হইতে পারে না, কিন্তু নিজ জীবনে চারিত্রিক আদর্শের প্রতিফলন দেখাইয়া প্রতি জনেই লোকশিক্ষক হইতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে বা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজে কুলী-কামিন নিয়োগ করিতেও তোমরা লোকের হট্টগোলটাকে বর্জ্জন করিয়া চলিও। যেই সময়টাতে একটা দুগ্ধপোষ্য বালকের অতি তুচ্ছ শ্রমকেও অসাধারণ দামী বলিয়া মনে হইত, তেমন বিপদটা সম্প্রতি কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। এখন তোমরা কত অল্প লোক দিয়া কত বেশী কাজ করাইতে পার, তাহার দিকেই নজর দিও। অল্প লোকে কাজ বেশী হয়। অল্প লোককে সহজে খুসী রাখা যায়। অল্প লোকের মধ্যে দ্রোহ বা বিরোধ-ভাব সহজে দানা বাঁধিতে পারে না। অনেক লোক লইয়া কাজ করিতে গেলেই আজিকার দিনের রীতি অনুযায়ী ধর্ম্মঘট, ভীতিপ্রদর্শন আদি অবান্তর ব্যাপার বেপরোয়া ভাবে ঘটিতে থাকে। অল্প লোক লইয়া কাজ করিলে তাহাদের প্রতি দয়ামায়া বা ভালবাসা অনুশীলনের সুযোগও যথেষ্ট থাকে। ইহার ফলে তাহাদের সহিত সহজ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়া যায়। ষোলআনা পয়সা নিব কিন্তু কাজে ফাঁকি দিব, ইহা বেশী লোকের ভিড়ের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে দেখা যায়। যেরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে মানুষের প্রতি প্রেম কমিয়া যায়, আত্মীয়তা-বোধের ব্যত্যয় হয়, তাহা তোমরা করিও না। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি না করিয়াও হাজার রকমে লোককে দয়া করিবার সুযোগ আমাদের আছে।

সেখানে অর্থের উপরে চোট নিয়া মিথ্যা দয়া দেখাইতে গেলে, ধর্ম্ম না হইয়া কখনও কখনও অধর্ম্ম হইয়া থাকে। তোমরা ধার্ম্মিক হও কিন্তু বিবেচনাহীন মাত্রাবর্জিত দয়ার অনুশীলন করিয়া পরিশ্রমী লোকদিগকে অলস ও সরলস্বভাব লোকদিগকে ফাঁকিবাজ শয়তানে পরিণত হইতে দিও না। প্রতিটি কুলী-কামিনের মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিবার দিকে সকল অবস্থাতেই নজর দিবে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ আশ্রম হইতে বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়াও যাহারা সুযোগ পাইলে আশ্রমের লোটা, বাটি, কম্বল, ঘড়ি, কাঠ, লোহা চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করে না, তাহাদিগকে কাজে ফাঁকি দিবার অভ্যাসটি অনুশীলন করিতে দিলে ইহাদের হাজার বছরেও কোনো উন্নতির আশা নাই। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হুঁ শ্রীগুরু

বারাণসী

১২ই, আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ এখানে আমরা বহু জনে মিলিয়া মহাষ্টমীর উপাসনা করিলাম। এই সময়ে সবগুলি আশ্রম হইতে যদি সকলকে একসঙ্গে পাইতাম, তাহা হইলে আনন্দের অবধি থাকিত না। এক এক সময়ে আমার মনে হয়, যে, অনেকগুলি আশ্রম করিয়া ভুল করিয়াছি। সকলকে একত্র পাইবার

পক্ষে ইহা বিষম বিঘ্ন। তবে একটী মাত্র সান্ত্বনা এই যে, তোমাদের মধ্যে যেই কয়টা দিন বাস করিয়া আসিয়াছি, সেই কয়দিন তোমরা বা আমি অক্লান্ত শ্রমে নিবৃত্ত থাকিলেও সকল ব্যাপারে উৎসবেরই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। রা—র কঠোর শ্রম আর তোমার অগ্নিদগ্ধ হইয়াও এতগুলি লোককে অন্নদান, একটা উৎসবেরই আবহাওয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। উৎসব ত বাহিরে নয় বাবা, উৎসব মনে। সেই উৎসব আমি সেখানে তোমাদের সেবা ও শ্রমের মধ্য দিয়া আস্বাদন করিয়া আসিয়াছি।

তোমার গাধার মতন খাটুনি দেখিয়া অনেকে তোমাকে ভৃত্য বলিয়া ভ্রম করে। কিন্তু তুমি তাহাতে একটি দিনের জন্যও মনে কোনও গ্লানি বোধ কর নাই। এইখানেই তোমার সেবকত্ব তাহার প্রকৃত স্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেতন লয় বলিয়াই, পার্থিব প্রতিদান লাভ করিবার চেষ্টা আছে বলিয়াই, সাধারণ সেবককে লোকে ভৃত্য বলে। ভৃত্য-সেবককে কেহ সম্মান করে না। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও কেবল তোমার গুরুদেবের এক কণা সুখের বেশী কিছু চাহ নাই। এই খানেই তোমার আসল রূপটি প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। একদা এই আশ্রম শত শত ভৃত্য-সেবকে পূর্ণ হইয়া যাইবে, যাহারা বেতন গ্রহণ করিবে, আবার সেবার জন্য পুরস্কার, যশ, প্রতিপত্তি, আকাঙ্ক্ষা করিবে। কিন্তু তোমরা দুই-চারিটি ব্যক্তি চিরকালই তাহাদের কাছ হইতে পৃথক হইয়া থাকিবে। প্রতিদানবুদ্ধি না রাখিয়া যে সেবা, তাহা স্বর্গীয় বস্তু।

স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিও। সহকর্ম্মীদের সহিত প্রেম রাখিও। গ্রামবাসীদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিও। অতিথিদের প্রতি সমাদর-শীল হইও। অনেক আশ্রমে ধনী অতিথিরা যেমন সম্মান বা মনোযোগ

পাইয়া থাকেন, দরিদ্র বা সাধারণ অতিথিরা তেমন পান না। ইহা যেন তোমাদের ওখানে কখনো না হয়। তবে অতিথি কে, কেন অতিথি, ইহা বিচারের তোমাদের অধিকার আছে। সারা বেলা সংসারের জোয়াল টানিয়া হঠাৎ যাহারা দুই মাইল হাঁটিয়া আসিয়া দুপুরের আহারের সময়েই ঠিক পাত পাতিয়া বসিয়া যায়, তাহাদিগকে অতিথি বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। অকারণে আসিয়া যাহারা অন্ন-ধ্বংস করে, তাহাদিগকেও অতিথির সম্মান দেওয়া সঙ্গত নহে। আমার পিতামহদেব অসাধারণ অতিথি-বৎসল ছিলেন। তাঁহার গৃহে দৈনিক পঁচিশ-ত্রিশজন অতিথি একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমরা আমাদের বাল্যে সেই গৃহে কখনো কখনো শতাধিক অতিথিকে আসিতে দেখিয়াছি। তিনি অতিথি-সেবায় একেবারে নির্ব্বিচার ছিলেন। এই একটী কাজেই তাঁহার বিপুল উপার্জ্জন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। গৃহে প্রায় পনের জনের মত বিদ্যার্থী প্রতিপালিত হইত, ইহাদের সম্পর্কে ছাড়া আর কোনও স্থায়ী কল্যাণ এই অতিথি-সেবা দ্বারা হয় নাই। পিতামহদেবের এক অসাধারণ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে একটি বিদ্যাপীঠ করিয়া দিবেন, যাহাতে নিত্য একশত ছাত্র অন্ন পাইবে এবং বিনা শুল্কে বিদ্যার্জ্জন করিবে। কিন্তু নির্বিচারে অতিথিসেবার ফলে তিনি শেষ জীবনে এমনই আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, এই সাত্ত্বিক কামনাটি তিনি পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এমন একটা বিদ্যার্থি-নিলয় আমিও গড়িয়া যাইতে চাহি। তাহারই জন্য আমি দিবা-রাত্রি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যাইতেছি। তোমরা অন্যায্য অতিথি-সেবার বিলাসে মত্ত হইয়া ভাবী সেই সুখস্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিও না। অতিথি-সেবার কতকগুলি নিয়ম থাকা আবশ্যক, যেমন

সকল পুণ্য কাজেরই নিয়ম আছে। অনিয়মে রাজার রাজ্য থাকে না। অনিয়মে কুবেরের ভাণ্ডার শূন্যে মিশায়, ইন্দ্রের দেবত্ব নাশ পায়। তোমরা নিয়ম করিও এবং নিয়মের অধীন থাকিও। নিয়ম-পালনকে জীব-প্রেমের বিরোধী বলিয়া মনে করা মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৮)

ওঁশ্রীগুরু

বারাণসী

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার জীবন সফলতায় পূর্ণ হউক, সার্থকতায় ভরিয়া উঠুক, সানন্দ-সুন্দর সদা-প্রফুল্ল কৃত-কৃত্যতায় মঞ্জু হইয়া উঠুক। আজ এমনই একটা দিন যে, প্রত্যেককে একখানা করিয়া পত্র লিখিতে সাধ যায়। তোমাকেও অন্তরের সুগভীর প্রেমের তাড়নায় এই পত্র লিখিতেছি।

প্রতি বৎসর লিখি কিন্তু একটী বৎসরও তুমি একটী প্রত্যুত্তর দাও নাই। ইহার পশ্চাতে কি কারণ আছে, তাহা আমি জানি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার সহিত আমার যে জীবনের এক সময়ের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল, তাহা আমি কোথাও প্রকাশ করিব না। আমিই তোমাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিলাম, যাঁহারা তোমাকে চিনিতেন না, তাহাদের নিকটে তোমাকে জোর করিয়া ধরিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিলাম, তোমার সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে তোমার হইয়া

জনসভায় ভাষণ দিয়া তোমার বিরুদ্ধে ব্যূহ-বিদ্ধ বিরাট বাধাসমূহকে অপসারিত করিয়াছিলাম, পাহাড় কাটিয়া তোমার জীবন-ধারার সহজ সুগম পথ করিয়া দিয়াছিলাম। তোমার বিরাট লোকপ্রতিষ্ঠার পশ্চাতে আমার যে এতটুকু দান বা সেবা আছে, তাহাই যদি লোক-সমক্ষে স্বীকার করিতে হয়, এই ভয়ে তুমি আমার কাছ হইতে সহস্র যোজন দূরে সরিয়া রহিয়াছ। আমি ইহা জানি।

কিন্তু তোমার ত আমাকে ভয় করিবার কিছু নাই। তোমার নাম ভাঙ্গাইয়া জগৎ-সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আমার কিছুমাত্রও প্রয়োজন আছে বলিয়া তোমার কখনো সন্দেহ হইয়াছে কি? এমন সন্দেহের কোনও কারণ আছে কি? তোমার চেয়ে সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে যাহাদের মস্তক উত্তোলিত হইয়াছে, এমন ত্রিলোক-বিখ্যাত আত্মত্যাগী পুরুষদেরও কেহ কেহ কাদা-মাটি অবস্থায় আমার করাঙ্গুলি-স্পর্শে বানর না হইয়া সমাজকল্যাণকারী মহান পুরুষে পরিণত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া একটী দিনের জন্যও নিজেকে সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ, আর আমি একটা মহল গাছতলার দরিদ্র সন্ন্যাসী, ইহার জন্য আমার লঘু হইবার চেষ্টা করিবার কোনও প্রয়োজনই আসে নাই জানিও।

তোমাকে আমি স্নেহ করি, তোমার উন্নতি আমি আকাঙ্ক্ষা করি, তোমার দ্বারা দেশ, জাতি ও জগতের শুভ হউক, ইহা আমি কামনা করি। তাই আমি প্রতি বিজয়ায় একটী করিয়া আশীর্ব্বাদ-পত্র দেই। কতজন আমার কাছে পঁচিশ খানা পত্র লিখিয়াও একখানার জবাব পায় না। আমি ধারাবাহিক বহু বর্ষ ধরিয়া তোমার একখানা প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র পর্য্যন্ত না পাইয়া অধ্যবসায়-সহকারে কেবল লিখিয়া

যাইতেছি। ইহার কারণ এই নহে যে, তোমার নিকটে আমার স্বার্থের প্রত্যাশা আছে। ইহার কারণ এই যে, তুমি ভগবৎ-কৃপায় যতটুকু বড় হইয়াছ, তার চেয়ে অনেক বড় হইবার তোমার প্রয়োজন আছে, এই কথাটা আমি তোমাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। তুমি আমাকে না চাহিতে পার কিন্তু আমি তোমাকে চাহিব না কেন? আমি তোমাকে চাহিব তোমার ও আমার দেশের জন্য, আর চাহিব জগতের জন্য। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৯)

ওঁশ্রীগুরু বারাণসী

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভগবানে রাখিও বিশ্বাস, হরিনামে রাখিও নিষ্ঠা, সর্ব্বজনে রাখিও প্রীতি, দুঃখীজনে করিও দয়া।

প্রতিটি মানুষকে তোমরা ভালবাসিও, ভগবানের জীব মাত্রকেই আপন জন বলিয়া জানিও।

জীবন তোমাদের সর্ব্বজনের প্রতি প্রেমে হউক ভরপূর, তোমাদের নয়নের সস্নেহ দৃষ্টি বিশ্বভুবনের প্রাণের বেদনা প্রশমিত করুক।

বিশ্বের প্রতিজনকে ভালবাসিবার চেষ্টা এক মহতী সাধনা। সেই সাধনায় তোমরা ব্রতী হও।

ভালবাসা এক সহজাত শক্তি, যাহা অনুশীলনের দ্বারা ব্যাপকতা পায়। জীবনে যে একজনকে ভালবাসিতে পারিয়াছে, সে ক্রমে ক্রমে সহস্র জনকে ভালবাসিতে পারে। ভালবাসার সাধনায় তোমরা সিদ্ধসাধক হও।

দিগন্ত-বিস্তৃত হউক তোমাদের প্রাণ, সাগর-সমান হউক তোমাদের মন, আকাশ-প্রমাণ হউক তোমাদের হৃদয়, তাহাতে প্রেমের চন্দ্রমা উদিত হউক, তাহাতে কোটি নক্ষত্রের হউক প্রেমাভিযান, তাহাতে একটী জ্যোতিষ্কের লক্ষ কোটি প্রতিবিম্ব পড়ুক আর সর্ব্বজীবের নয়ন করুক মুগ্ধ, জীবন করুক ধন্য।

জীবনের প্রতিটি প্রাঙ্গণে তোমরা প্রেমিক হও। সর্ব্বজনসুখার্থে, বিশ্বজনহিতার্থে, নিজেদিগকে বলি দিয়া তোমরা হও কৃতার্থ।

প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও। সাধন না করিলে গুরু-বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। নিজেরা সাধক হও, অপরকেও সাধনপথে উৎসাহ দাও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮০)

ওঁ-শ্রীগুরু

বারাণসী
১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিজয়ার স্নেহাশিস-ধারায় তোমরা সিক্ত হও, তোমাদের অন্তরের সকল ভয় দূর হউক, তোমরা সর্ব্বশক্তি নিয়া ভগবানের সেবার যোগ্য হইবার চেষ্টা কর। এই যোগ্যতা-সঞ্চয়ের পথে তোমরা গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা বা উৎপীড়ন কোনও কিছুকেই এক কণা মূল্য দিও না। অপার্থিব মহত্ত্ব অর্জ্জনের জন্য সকল পার্থিব দুঃখকে তোমাদের জয় করিতে হইবে।

অমৃতের তোমরা সন্তান, ভয়কে জয় করাই তোমাদের স্বভাব, সর্ব্ব আতঙ্কের ঊর্দ্ধে থাকিয়া তোমরা বিশ্বজনের সঙ্কট-মোচন কর।

শুভ বিজয়া তোমাদের সকল পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া নিক। সরলতা ও সাহস, সততা ও শৌর্য্য অবলম্বন করিয়া তোমরা চল। হিংসার পথে নহে, প্রেমের পথেই হইবে তোমাদের পাদচারণা। বিশ্ব-বিজয়ের শক্তি তোমাদের আছে, ইহা এক নিমেষের জন্যও ভুলিও না।

চতুর্দ্দিকের বিভীষিকা দেখিয়া ভাবিও না যে, ইহাই জগতের শাশ্বত রূপ বা ইহাই বিধাতার চিরন্তন বিধান। এই অমা-রজনীর অবসান আছে, গভীরতম অন্ধকারের বুক চিরিয়াই শান্তি-সুখ-মাখা সূর্য্য-কিরণ নিজেকে বিস্তারিত বিচ্ছুরিত করিবে। কেবল বিশ্বাস রাখ, সাহস হারাইও না।

অধিকাংশ হত্যা ত ভয়ের হাতে হইয়াছে। ভয়কে জয় কর, সর্ব্বাবস্থাতে মৃত্যুঞ্জয় সাহসকে অবলম্বন কর।

কাপুরুষেরাই অপরকে ভয় দেখাইতে চাহে। সে ভীত হইয়া পড়িলে কাপুরুষদের মনে আরও ভয় জন্মে যে, এই ভয় যদি কখনো দূর হইয়া যায়, তখন ত বুঝি সে প্রতিশোধ নিবে। তাই কাপুরুষেরা হিংস্র হয়, নির্ম্মম হয়, নিষ্ঠুর হয়। তোমরা কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষ হইও না। কাহাকেও ভয় দেখাইও না, কাহাকেও ভয়ও করিও না।

সাহসিকতার সাধনা আর ঈশ্বর-সাধনাকে পাশাপাশি রাখিবে। কাপুরুষের ঈশ্বর-সাধনা অতি দুর্ব্বল এবং অনেক সময়েই অবাস্তব। তোমরা সাহসীও হও, সাধকও হও।

সত্য হইতে তোমরা কোনও অবস্থায়ই চ্যুত হইবে না, এই পণ কর। প্রাণভয়েও নহে, মানভয়েও নহে, বিষম বিপত্তি আসিলেও নহে, কখনই সত্যকে পরিত্যাগ করা হইবে না। তোমরা অমৃতের সন্তান, অভয়ই তোমাদের সাধনা, তোমাদের অমৃত অভয়ামৃত। যে অমৃতে অভয় নাই, তাহাই অনৃত।

পত্রের আমি উত্তর চাহি না। পত্রের ছত্রে ছত্রে যে সকল উপদেশ ও অনুজ্ঞা যাইতেছে, তাহা পালন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তোমরা তোমাদের জীবনকে মূল্যবান্ হইতে মূল্যবত্তর কর, আমি ইহা চাহি। ভয় দূর কর। আতঙ্ক পরিহার কর, জীব ও জগতের প্রতি বিরাট বিশাল ব্যাপক কর্ত্তব্যকে জীবনের সর্ব্বস্বার্থের উপরে স্থাপন কর।

নিদারুণ ভয় তোমাদের সকল উদ্যম হরণ করিয়াছে। ভয় তোমাদের নেত্র-যুগলের আশারুণ জ্যোতি কাড়িয়া নিয়াছে। কার জন্য কি করিবে, কেন জীবন বিপন্ন করিয়া এমন দেশে বাস করিবে, এই প্রশ্নের দ্বারা

তোমরা নিপীড়িত নিষ্পেষিত হইতেছ। আমি বলি, অবস্থা যাহাই হইয়া থাকুক, ভয় তোমরা পরিহার কর।

জীবনে যতটুকু বিপদ, ভয় মানুষের তার চেয়ে কোটিগুণ বেশী। ভয়কে জয় করিলেই দেখিবে, বিপদ লঘু হইয়া গিয়াছে। কাপুরুষেরাই নির্ভীক পুরুষকে ভয় পায়, এই জন্যই গুপ্ত পথে তাহার জীবনাবসান করিবার চেষ্টা করে। মৃত্যু যখন একবারই আছে, মরণ যখন কাহাকেও দুই, তিন, চারি বার করিয়া চুম্বন করে না, তখন মৃত্যুভয় পরিহার করিয়া সৎ, সরল ও সাধু-জীবন-যাপন করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

মরণের ভয় করিয়া জীবনকে অপমানিত হইতে দিবার মতন পাপ আর কি আছে? প্রত্যেকে মরণ-ভয়-রহিত হইয়া যাও। কি নারী, কি পুরুষ, প্রত্যেকে তোমরা মরণকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। মৃত্যুকে সমাদর করিয়াই অমৃতত্ব আসে। মৃত্যুকে ভয় করিয়া পর করিয়া দিও না। মৃত্যু প্রতি জীবনের অন্তিমের আশ্রয়, শেষ-শয়নের সঙ্গী। তার মত প্রিয় কে আর আছে? তার মত শ্রেয়ঃই বা আর কে থাকিতে পারে?

প্রতিটি দিন একটী করিয়া নূতন ভয় তোমাদের জন্য সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে তোমরা উদ্বিগ্ন হইতে উদ্বিগ্নতর হইতেছ। কিন্তু বাবা, নিত্য নূতন ভয়ের মাঝে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে করিতেই জগতের শ্রেষ্ঠ বীরেরা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ নাই ত' কিসের দিগ্বিজয়? বিপত্তি নাই ত' কিসের বলার্জ্জন? আঘাত নাই ত' কিসের দৃঢ়তা? বিপদ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। বিপদের মধ্যেই যোগ্যতার সম্পদ লুকাইয়া রহিয়াছে। দুর্য্যোগের ভিতরেই শক্তি-আহরণের শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

বিপদ দেখিয়া মনকে দুর্ব্বল করিও না। বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়াই

পৃথিবীর সকল মানুষের পথ। বিপদ যতই বাড়িবে, তোমাদের সাহস ততই বাড়ুক। তোমাদের সাহস তোমাদিগকে সৎকর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহী করুক, অসৎ কর্ম্মে রুচিহীন করুক। অপরে তোমাদিগকে মূর্খ মনে করিতে পারে কিন্তু তোমাদের সাধুতা তোমাদের সাহসের এবং তোমাদের সাহস তোমাদের সাধুতার রক্ষক হউক।

যত ভয়ানক অবস্থাই আসুক, তাহাকে স্ফীত বক্ষে পাঞ্জা বাড়াইয়া দাও। কোনও অবস্থায়ই পলায়নপর হইও না। বিদ্বেষ রাখিও না কাহারও উপরে, মমতাও রাখিও না। নিজের উপরে নিজের মমত্ব যুক্তিসঙ্গত মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তাহাই অন্য জনের প্রতি বিদ্বেষের রূপ গ্রহণ করে। বিদ্বেষে বল নাই, আছে দুর্ব্বলতার বীজাণু,—বিদ্বেষে বিজয় নাই, আছে পরাজয়ের গুপ্ত পথ। বিশ্বের সকলকে প্রেম দিয়াও নিজের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য করা যায়, এবং জানিও, তাহাই বীরের ধর্ম্ম।

আতঙ্ক যদি ঘরের ছাদ অতিক্রম করিয়া থাকে, তোমার সাহস আকাশের নক্ষত্রকে গিয়া স্পর্শ করুক। ভয়-ভীতিকে আমল দিলে জীবন তাহার মাধুর্য্য হারায়। উন্মত্ত ঝঞ্ঝাবায়ু আর উত্তাল সাগর-তরঙ্গ দুইটাকে দুই করতলে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া তোমাদের পথ চলিতে হইবে। ঝড় থামুক, সমুদ্র শান্ত হউক, ইহাই তোমাদের প্রথম প্রার্থনা হইবে না। প্রথম প্রার্থনা হইবে এই যে, খাণ্ডবদাহনের বিশাল অগ্নি-কুণ্ডকে হিমালয়ের তুষার-স্তূপ বলিয়া অক্লেশে মনে করিবার ক্ষমতা চাই।

নির্ব্বোধেরা বিপদ দেখিয়া পলায়, বুদ্ধিমানেরা বিপদকে জয় করিবার জন্য দুঃসাহসী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। সিদ্ধি আসে সাধনা হইতে, নিষ্ঠা

আসে বিশ্বাস হইতে, বিশ্বাস আসে ভগবৎ-করুণা হইতে। তোমরা প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের নিকটে করুণা-ভিখারী হও। তিনি দয়া করিয়া বিশ্বাস দিলে,

"খর তরবারি
দেখি শিরোপরি
চিত্তে নাহিক ভয়"

অবস্থাটী হয়।

কবিতা রচনা আর দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণা করিতেই প্রতিভা লাগে, সাহস সঞ্চয় করিতে প্রতিভা লাগে না, তাহা মনে করিও না। একটী দুইটী লোককে হাজার লোকে বেড়িয়া ধরিল আর ঘেরিয়া মারিল। ইহা সাহসও নহে, শৌর্য্যও নহে। হাজার লোকের সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যেও নিরস্ত্র একজন কোনও অবস্থাতেই অন্যায়কে মানিয়া লইল না, ইহাই সাহস। সাহস চরিত্রের বিমলতম প্রতিভা, উজ্জ্বলতম ভূষণ। তোমরা সাহসী হও।

অকপটে প্রার্থনা করি, তোমাদের সকল বিপদ বিদূরিত হউক। তার চেয়েও বেশী প্রার্থনা করি, তোমরা যেন বৃহত্তম বিপদেও মুহ্যমান না হও। বিপদ দেখিয়া যেন তোমাদের অন্তরাত্মা দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া না উঠে। তোমাদের দেখিয়া বিপদ বিপন্ন হউক।

নিদারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া কেহই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইও না। ভয়ের কারণ সত্ত্বেও অভয়েরই সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীর সকল স্থানই আজকাল ভয়াবহ হইয়াছে। কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানকে নিরাপত্তর মনে করিবে? দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতৃত্ব কত সরলপ্রাণ নিরীহ লোককে দিয়া কত অকার্য্য করাইতেছে। রক্তাক্ত নরমুণ্ডের

উপরে পদক্ষেপ করিয়া নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিরা উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্ষমতায় আসীন হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন কথা নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাঁচিবার যাহাদের অধিকার, তাহারা বাঁচিয়াই থাকে, মরে না। তোমরা সজাগ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিও। পাপের মধ্যেই পাপীর নিধন নিহিত থাকে। যীশুখ্রীষ্টের অমর উপদেশ ভুলিও না,—পাপকে ঘৃণা করিবে, পাপীকে নহে। আজিকার পাপী কাল পুণ্যবান্ হইতে পারে। আজিকার বিভ্রান্ত মানব কাল জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে, আজিকার অনিষ্টকারী কাল তোমার পরমবান্ধব হইতে পারে। কিন্তু সবই নির্ভর করে, তোমার স্থিতপ্রজ্ঞতার উপর, তোমার অমানব দেবস্বভাবের উপর, তোমার ঐশী শক্তি ও অধ্যাত্ম-মহত্ত্বের উপর, তোমার সবলতা ও যোগ্যতার উপর।

বিপদ দেখিয়া চিন্তিত হওয়া কোনও অসাধারণ রকমের পাপ নহে। বিপদ-আপদে সতর্কতা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সতর্কতার বোধ যাহাদের আছে, তাহারা প্রথমেই বিপদের কারণ অনুসন্ধান করে, তার পরে তাহারা সেই কারণ নাশ করিবার চেষ্টা করে। যেখানে সেই আদি কারণকে স্বল্প সময়ে উৎখাত করিবার মতন সুযোগ না থাকে, সেখানে তাহারাও সহস্রবাহু হইয়া বিপদকে লড়াই দিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করে। কাপুরুষদের মনে এই পৌরুষ কখনো জাগরিত হয় না, তাহারা পলায়ন করাকেই সকলের চেয়ে নিরাপদ পন্থা বলিয়া ভ্রম করে। পলায়ন সকল সময়েই যে অন্যায়, তাহা নহে। আশু উৎপাত হইতে বাঁচিবার জন্য পলায়ন করা একটা কৌশল-বিশেষ, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাণের ভয়ে মানুষ মানুষকে চিরকালই দৈত্য-দানবের মতন ভীষণ বলিয়া ভ্রম

করিবে এবং মানুষের সহিত মানুষের সৌহার্দ্দ্যকে অসম্ভব করিবে, ইহা কোনও আদর্শ অবস্থা নহে। যাহারা তোমাদের আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল, তাহাদিগকে বান্ধবে পরিণত করিতে হইবে। প্রেম ও সাহস এই দুই মহাশক্তির বলে তাহা তোমরা করিবে। সেই শক্তি তোমাদের আছে, ইহা তোমরা বিশ্বাস করিও। এই বিশ্বাস সকলের মনে তোমরা সংক্রামিত করিও। এই বিশ্বাসের আবহাওয়া তোমরা দিগ্‌দেশ ব্যাপিয়া সৃষ্টি কর। ইহা আজ তোমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

যেই সময়ে তোমরা নিজেরা নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে একান্তই অশক্ত হইয়া পড়িয়াছ, নেতৃসাধারণের কূটনীতি-পরিচালিত বাক্যামৃতে অনৃতের ছোঁয়াচ পাইতেছ বলিয়া বিশ্বাসে অক্ষম হইতেছ, সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেই বারংবার বলিতে চাহিতেছি। পরমেশ্বর বিশ্বপ্রভু, তাঁহাতে বিশ্বাস ন্যস্ত করিলে বিশ্বের সকলকে আপন বলিয়া ভাবিতে মনে সাধ যায়। সকলেই ত' তাঁহারই কাছ হইতে আসিয়াছে, তাই তাঁহাতে ভালবাসা অর্পণ করিলে বিশ্বের সকলের প্রতি ভালবাসা প্রধাবিত হয়। যাহাকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাকেও একান্ত প্রিয়জন রূপে ভাবিবার, জানিবার বা পাইবার ইহাই কৌশল। জগতের কোনও রণনীতির পুস্তকে এত বড় আর কোনও কৌশলের কথা উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বের সর্ব্বজাতির প্রতি তোমাকে প্রেম-বিস্তার করিতে হইবে, তোমার প্রেমের বাহুযুগল সকল সমাজের সকল লোকের জন্য প্রসারিত হইবে, এই অসাধ্য-সাধন তোমার পক্ষেই সম্ভব। তাই তোমাকে আজ নিজেকে সর্ব্বপ্রযত্নে বিশ্বপতির সহিত প্রেমের নিগড়ে বাঁধিতে হইবে।

ভয়ের কেন ক্রীতদাস রহিবে? আদর্শের দাস হও। ভয়ের হাতে

জীবন সঁপিয়া না দিয়া আদর্শের হাতে দাও। আদর্শের দাস হও, আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও। অধীনতা স্বীকার কর আদর্শের। জীবনের বিনিময়েও আদর্শকে অমলিন রাখিতে হইবে। আদর্শকে কোনও অবস্থাতেই ছোট করা হইবে না। তোমাদের আদর্শ সর্ব্বালিঙ্গনকারী, তোমাদের আদর্শ বিশ্বগ্রাসী, তোমাদের কাছে কেহ পর, কেহ শত্রু, কেহ প্রতিপক্ষ থাকিতে পারে না। আপনার জনের জন্য এবং পরের জন্য সমভাবে তোমাদিগকে আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। চোখের সমক্ষে মনুষ্যত্বের অসম্মান হইবে, নারীর মর্য্যাদা লাঞ্ছিত হইবে, শিশুর উপরে উৎপীড়ন হইবে, আর নীরবে তাহা দেখিবে, ইহা আদর্শবাদীর আচরণ নহে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করিলে প্রাণ যাইবে বা জেল হইবে, এই ভয়ে পলায়ন করিয়া নিরাপদ থাকিবার চেষ্টা করিও না। জীবনকে কখনও এত মূল্যবান মনে করিও না যে, যে-কোনও মূল্যেই ইহাকে রাখিতে হইবে। যে জীবনে সৎসাহস নাই, তাহার বাঁচিয়া থাকারও কোন সার্থকতা নাই। সৎসাহস, সত্যের সমর্থন, মিথ্যার প্রতিবাদ এবং সর্ব্বজনে প্রেম একাধারেই সুসম্ভব। তবে ইহার জন্য সাধনার প্রয়োজন। গ্রাম্য রীতিতে লোক-প্রচলিত পথে হীন স্বার্থপরতার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া এমন দিব্য জীবন লাভ করা যায় না। জীবন কখন দামী হয়? যখন ইহার বিনিময়ে অনেক দামী জিনিষকে রক্ষা করা হয়। সাময়িক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জীবনকে কাপুরুষত্বের হাতে সঁপিয়া দেওয়া মহাপাপ।

ভীতির দৃষ্টিতে নহে, আশার দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের পানে তাকাও। তোমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এমন ধারণার দ্বারা তোমরা

কোনও অবস্থাতেই পরিচালিত হইও না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মর্ম্মান্তিক কিন্তু তাহাই ইতিহাসের শেষ কথা নহে। যাহারা মন্দ করিয়াছে, তাহারা একদা ভাল করিতে পারে। তোমাদের সকল ক্ষতি পরম লাভের রূপই যে পরিগ্রহ করিবে না, তাহার কি কোনও চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ হইয়া গিয়াছে? ইতিহাসের লিখন কি একদিনে বা এক নিঃশ্বাসে শেষ হইয়া যায়? যাহা ঘটিয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সম্মুখে আসিতে পারে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই ভীতি-বিহ্বলতা পরিহার করিয়া আশারুণ নয়নে জগতের প্রতি তাকাইতে হইবে। ভবিষ্যৎকে আতঙ্ক নিয়া দেখিলে, ক্লীব ভবিষ্যৎও সহস্র আতঙ্কের জনক হইয়া বসে। ভবিষ্যতের নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই, তুমি তাহাকে যেমন করিয়া গড়িবে, সে তেমন হইয়াই উঠিবে। আশঙ্কা, আতঙ্ক, বিষম ভয় ও বিভীষিকা দেখিবার কদভ্যাস পরিহার কর। অন্ধকার রজনীর পরেই অরুণোদয় হয়, নিশার কবন্ধেরা তখন বাতাসে মিলায়।

তোমরা কোনও সুখের রাজশয্যায় শায়িত নহ। হয়ত বিনিদ্র চলিয়াছে তোমাদের রজনী। উদ্বেগে বহিতেছে তোমাদের দিনের গতি। তবু বলি, বিপদ অতিক্রান্ত হইবেই, এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহার বিপদ থাকে না। প্রতিদিন একটী করিয়া পর্ব্বতচূড়া লঙ্ঘনকে জীবনের কর্ম্মতালিকা কর। আঘাতে মানুষ সবল হয়, বিপদে মানুষ সাহসী হয়, ইহাই আঘাত ও বিপদের স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক পরিণতি। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইও না, বিপদের মধ্য দিয়া কতটুকু সবলতা, সৎসাহসিকতা, ক্রীড়ানুলভ শৃঙ্খলা ও মানসিক উদারতা সংগ্রহ করিতে পার, তাহার সন্ধান দেখ। বিপদ কেবল বিপদই নহে, তাহা

সম্পদের বার্ত্তাবাহিকাও বটে। যে সহিয়া থাকিতে পারে, সে রহিয়া যায় এবং ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করে।

জনে জনে প্রেমের প্রসার সাধন কর। জগতের প্রতিজনকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহী হও। তোমার উদার আপনত্ব সকলের মনের মালিন্য দূর করিয়া দিতে সমর্থ হউক।

ভয় করিবার কদভ্যাস ত্যাগ করিয়া সাহস করিবার সদভ্যাস তোমরা অর্জ্জন কর। আকাশে মেঘ দেখিলেই কেন ভাবিতে বসিবে যে বজ্রপাত হইবেই? শতবার মেঘ আসে আর যায়, বজ্রপাত একবার দুইবারই হয়। যেবার বজ্রপাত হইবে, সেবার তাহা যে তোমারই শিরে পড়িবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বনের বাঘে কয়টা মানুষ নিহত হয়? মনের বাঘেই ত' সকলকে সাবাড় করিয়া দিয়া যাইতেছে। তোমরা মনের বাঘকে দূর করিয়া দাও, বনের বাঘকে সামনা-সামনি দেখিয়া তার প্রতি প্রেম-বিস্তার কর। প্রেমই তোমার জীবনের সার সত্য,—ভীতি বা দুর্ব্বলতা নহে। কনুইয়ের গুঁতা খাইবার ভয়ে রথের নারিকেল ছিনাইয়া আনিবার আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে কেন? রথের নারিকেল ভাঙ্গিয়া খাইবার দিনে ত' শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকলকে লইয়া এক পাতে বসিয়া খাইতে হইবে। তাহার আনন্দ যে জগতের এক সেরা আনন্দ। তোমরা সাময়িক মানসিক দুর্ব্বলতার দরুণ জীবনের বিপুল সাফল্যকে অন্ধকূপে ডুবাইয়া দিও না।

সংশয়, সন্দেহ আর দ্বিধা, এই তিনটী আত্মঘাতী বৃত্তিকে তোমাদের উপরে কখনো প্রভুত্ব করিতে দিও না। সংশয়কারী নিজের বলকে বিভক্ত করে, সন্দেহকারী উদ্যমকে শিথিল করে, দ্বিধাগ্রস্ত মন চলচ্চরণকে শৃঙ্খলে বাঁধে। ভয় সত্য চেষ্টা হইতে বিরত করে, মিথ্যার সহিত

আপোষ করিতে বাধ্য করে। সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা আর ভয়, ইহাদের কখনো পরিচারক হইও না।

সর্ব্বজীবে প্রেমের মধ্য দিয়া তোমরা সর্ব্বজীবের প্রেমিকতাকে প্রকটিত করিয়া তোল। সকলকে আপন কর, সকলকে বন্ধু কর, সকলকে প্রতি সৎকার্য্যে সহযোগী কর। কাহারও প্রতি অপ্রীতির কটাক্ষ নিক্ষেপ করিও না।

মনের সাহস আর শরীরের বল যদি যুক্ত হয় মহান্ আদর্শের সহিত, তাহা হইলে কোন্ অসাধ্য তোমরা না সাধিতে পার? এই জন্যই আমি সাহস, শক্তি ও আদর্শবাদের কথা তোমাদের অত করিয়া বারংবার বলি। কোনও নীচ বুদ্ধি বা হীন চেষ্টা দ্বারা যেন তোমাদের আদর্শবাদ কখনো মলিন না হয়।

জীবনকে সুলভ করিও না। নীচ কর্ম্ম হইতে প্রতি জনে নিবৃত্ত হও। শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বাক্যের সহিত নিজেদের নিয়ত যুক্ত রাখ। জীবন থাকা বা যাওয়া যেন মহৎ প্রয়োজনের মুখ তাকাইয়া ঘটে।

মহৎ আদর্শের রূপায়ণে যাহারা জীবন দেয়, তাহাদের কি মৃত্যু আছে? মৃত্যুভয়কে অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া দিতে হইবে। মৃত্যুটা যে কিছুই নহে, এ কথার প্রমাণ অতীতে অনেক মহাজন দিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য চরিত তোমরা নিয়ত আলোচনা কর। মৃত্যু তোমাদের নিকটে পরম-প্রিয়তমের প্রণয়স্পর্শে পরিণত হউক। মৃত্যু-ভয়কে যাহারা জয় করিতে পারে নাই, তাহারা জীবন ভরিয়া খাটিয়াই গেল, কোনও সত্যই লাভ করিতে পারে নাই, কোনও সম্পদই অর্জ্জন করে নাই, ইহাই জানিও।

উচ্চ কোনও আদর্শের প্রেরণায় যদি পরিচালিত না হও, তাহা হইলে মানুষ হইয়া, সমাজ গড়িয়া, রাষ্ট্র-পরিচালনা করিয়া, সাহিত্য রচিয়া, নিত্য নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া তোমরা কিছুই কর নাই জানিবে। প্রতিটি মানুষের জীবনকে মহান্ আদর্শের অনুগত হইয়া চালাইবার আয়োজনে তোমরা মন দাও। দু'দিনের দুর্গতিকে দুর্গতি বলিয়া ধরিয়া লইও না, এই দুর্গতির মোড় ফিরিতে বেশী দিন লাগিবে না। আদর্শবাদকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। আস্তে আস্তে অনেক অকল্পনীয়, অভাবনীয়, অসাধারণ ব্যাপার সব আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিবে যে, সত্য পথের পথিক কখনো পরাজয়ের গ্লানি বহন করে না।

সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তোমাদের জীবন ব্যয়িত হউক। তোমাদের জীবন পাপ-মুক্ত, ত্রাসমুক্ত হউক।

নীচতার জবাব নীচতা দিয়া দিও না। অসত্যের জবাব সত্য দিয়া, হিংসার জবাব প্রেম দিয়া দিতে হইবে। কি করিতে পার, কতটুকু তোমার ক্ষমতা, ইহা বড় কথা নহে। কি করিতে চাহ, কি তোমার লক্ষ্য, ইহাই বড় কথা। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি কখনো ছোট করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮১)

ওঁশ্রীগুরু বারাণসী

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

কল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। শুভ বিজয়ার পরমা প্রীতি তোমাদের প্রতিজনের মনের মালিন্য দূর করিয়া দিক্। সকলে সুখী হও।

ঋণ করিয়া কখনো উৎসবাদি করিও না। ঋণ না করিয়া যেখানে যাহা সম্ভব, করিবে। ঋণ শোধ না করিতে পারিলে উদ্বেগ হয়, ঋণ শোধ হইবার পরে কখনো কখনো অনুচিত অহঙ্কার আসে। ঋণ না করিয়াই অনাড়ম্বর ভাবে উৎসবাদি করা সঙ্গত।

আমাকে প্রণামী পাঠাইবার জন্য কেহ উদ্বিগ্নও হইও না, চেষ্টাও করিও না। আমার খুব অল্প অর্থেরই প্রয়োজন। অর্থলোভ যাহাতে না আসে, তজ্জন্যও আমি অধিকাংশ সময়ে চেষ্টিত থাকি।

যেখানে সেখানে অখণ্ড-মন্দির বা আশ্রম করিবার জন্য অধ্যবসায় করিও না। জমি কেনা অতি সহজ কাজ, দু-একখানা ঘর তোলাও সহজ, কিন্তু তৎসম্পর্কিত কাজ চালান কঠিন। ধারাবাহিক কর্ত্তব্য-পালনের ব্যবস্থা সহজ নহে।

আগামী শারদীয় অখণ্ড-উৎসবে তোমরা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈরী করিয়া তাহাদিগকে যুক্ত-করে প্রণব বিগ্রহের সম্মুখে বসাইয়া লোকশিক্ষা দিবে, এই প্রস্তাবে রীতিমত উদ্বিগ্ন হইলাম। ইহা দ্বারা লোকশিক্ষা যাহা হইবে, তাহা অপেক্ষা ঝগড়া-কলহ অধিক হইবে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যাচিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করেন না,— "আয়াহি বরদে দেবী ঝগড়ে কার্য্যনাশিনি!" তোমরা এই মন্ত্রোচ্চারণ হইতে বিরত হও।

তোমার শুভ হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮২)

ওঁশ্রীগুরু বারাণসী

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,— তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও, সকলকে জানাইও। আমি আলাদা করিয়া সকলকেই পত্র দিতে বড়ই আগ্রহী। কিন্তু সময় কোথায়? সকলকে ইহা বুঝাইয়া বলিও। আমি জানি, ইহারা প্রতি জনেই আমার হাতের একটুকু লেখা পাইতে কত আগ্রহী। আমাকে ইহারা যে প্রেম দিয়াছে, তাহার শত ভাগের একভাগও যে আমি ইহাদের দিতে পারি নাই, ইহার জন্য অনেক সময়ে মনে বেদনা বোধ করি। সকল বেদনাবোধের উর্দ্ধেও আমি অনেক সময়ে চলিয়া যাই, কিন্তু তখন ত এমন এক অদ্বৈত আস্বাদন চলে যে, পত্র লিখিবার নায়ক বা লিখা পত্রের প্রাপক কেহ আলাদা থাকে না। নিখিল ভুবনকে লইয়া অবিরাম আমার এই দ্বৈত-অদ্বৈতের খেলা চলিয়াছে। অনেক সময়ে আমিই ইহার প্রকৃতি বুঝিয়া উঠিতে পারি না, সুতরাং তোমরা যে বুঝিতে নাও পার, ইহা অনুমান করি।

গুরু হওয়াও সোজা নহে, শিষ্য হওয়াও থোড়ী বাত নয়। দুইটাই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গুরু হইয়া তোমাদের সকল লঘুতা দূর করিতে পারিলাম না, তবে আমি কিসের গুরু? শিষ্য হইয়াও তোমরা আমার নির্দ্দেশগুলি পালনের জন্য সেই আকুলতা অনুভব করিলে না, ঘরে আগুন লাগিলে যেমন আকুলতা সহকারে মানুষ বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করে। নদীর জল বহিতে বহিতে সাগরে মিলিয়া গেল কিন্তু তীরে তীরে না দিয়া যাইতে পারিল তাহার শ্যামল-সুন্দর লীলার পরশ, না করিতে পারিল কাহারও পিপাসার পরিতৃপ্তি। ইহা এক বিপর্য্যয়-কারী প্রহসন বলিতে হইবে। কত বন্যা আসিল, কত বন্যা গেল, মানুষের বুকে হয়তো পলি পড়িল না, ঊষর ভূমি হয়ত সরস-কোমল হইল না, নির্ম্মল প্রকৃতি মমতাময়ী হইয়া উঠিল না। সূর্য্য উঠিল, কিন্তু কুজ্ঝটিকা গেল না, পথ জানিয়াও কেহ তাহাতে চলিল না, চলিতে চলিতে হাজার-মানুষ থামিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, পিছনের যাত্রীরা আগের পথ রুদ্ধ দেখিয়া, যে-পথে আগাইয়া আসিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়াই আবার ফিরিয়া চলিল তাহাদের কুসংস্কারের অন্ধকার দুর্গে।

নিতান্তই হেঁয়ালি বলিতেছি না। একটু ভাবিয়া দেখিলে অনেক কথা তোমাদের মনের সহিত হুবহু মিলিয়া যাইবে।

তোমরা বন্যা চাহিয়াছিলে, ভগবান তাহা দিয়াছেন। তোমরা বাতাস চাহিয়াছিলে, ভগবান সেখানেও কৃপণতা করেন নাই। ভগবান একটার পর একটা করিয়া অঘটন ঘটাইয়া কেবলই তোমাদের মর্জি রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তোমরা সেই সকল অঘটনীয় ঘটনাকে জুতসই করিয়া কাজে লাগাইতে পারিতেছ না।

তারই জন্য আমার ইচ্ছা করে, তোমাদিগকে আবার নূতন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দেই, ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দেই। ব্রহ্মচর্য্যে তোমরা পাকা হও, ইহাই চাহি। মনের উপরে সংযমের শাসন আনিয়া ইচ্ছাশক্তির

মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি কর। তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নূতন প্রতিভা ও নূতন উদ্দীপনার সংযোগ ঘটুক। তোমরা চিরাচরিত কথা-বলাকে সকল ব্যাপারে খাটো করিয়া আনিয়া অনাচরিত কর্ম্মপরায়ণ-তাকেই দাও প্রাধান্য। বিবাহিত অবিবাহিত নির্ব্বিশেষে, কুমার কুমারী, সধবা বিধবা নির্ব্বিশেষে, দারত্যাগী ও বিপত্নীক নির্ব্বিশেষে সকলে দেহের ও মনের ব্রহ্মচর্য্যের উপরে বেশী ঝোঁক দেউক। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার ক্ষুদ্র বৃহৎ চেষ্টার মধ্য দিয়া তোমরা আবার নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চয়-বিধান কর। তোমরা আমার প্রিয়, অতি প্রিয়, তাই তোমাদের জন্য ভাবনায় আমি আকুল।

মন্ত্র দিলাম, শিষ্য করিলাম, জীবনের মতন তোমাদিগকে আমার দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিলাম, বর্ষে বর্ষে তোমাদের কাছ হইতে টাকার থলি উপহার লইলাম, আর খুশী হইয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ-পত্র পাঠাইলাম, তোমাদের সঙ্গে আমার এইটুকুই সম্পর্ক নহে। আমি কি তোমাদের কাছে কোনও আদর্শ ধরিতে পারিয়াছি? আমি কি সত্যই তোমাদের জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে কোনও নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্দীপনা, নূতন মূল্যায়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি? আমি কি তোমা-দিগকে অচলায়তনের প্রস্তরপুঞ্জ ভাঙ্গিয়া কারাগারের বাহিরে উন্মুক্ত দিবালোকে সাহস সহকারে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য কোনও পাথেয় দিতে পারিয়াছি? তোমরা আগে যাহা ছিলে, তাহা হইতে তোমাদের কোনও নূতনতর পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন সাধন করিতে কি আমি পারিয়াছি? তোমাদের আজ আমাকে কঠোর ভাবে বিচার করিয়া দেখা দরকার। আমি যদি তোমাদের দ্বারা পূর্ণ সুখী হইতে না পারিয়া থাকি, তবে তাহা কি একা তোমাদেরই দোষ? আমার কি তাহাতে কোনও দোষ নাই? আমি চাহি, আজ তোমরা আমাকে অতিশয় তীক্ষ্ণভাবে বিচার কর, আমাকে আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া, আমি খাঁটি সোনা কি না, তাহার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হও।

তোমরা সকলেই জান যে আমি বিদ্রোহীদের ক্ষমা করিয়া থাকি।

যাহারা আমার জীবন, সম্মান বা কর্ম্মপথের বিরুদ্ধে বেপরোয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে, আমি তাহাদেরও ক্ষমা করিয়াছি। যাহারা আমার খাদ্যের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়াও হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছে, আমি তাহাদেরও উপরে শাস্তির খড়্গ উত্তোলন করি নাই। যাহারা আমাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য অতি জঘন্য অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদেরও আমি ভালই বাসিয়াছি। তবু আজ আমার অন্তরে কেবল গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রন্দনই ভাসিয়া উঠিতেছে কেন? অন্যায়ে বিদলিত, অনাচারে জর্জ্জরিত, অসহায় মানবতার অস্ফুট ক্রন্দনই কি আমার মানসে আসিয়া ভাষা খুঁজিতেছে? অথবা ইহা কি, তোমরা যাহা হইতে পারিতে, তাহা হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর নাই বলিয়া মনের অগাধ আক্ষেপ? অথবা আমিই আমাকে তোমাদের সকলের জন্য আরও বেশী করিয়া উৎসর্গ করিতে পারি নাই বলিয়া কোনও অপূর্ণতার অনুতাপ? আমি ক্ষণে ক্ষণে ইহা চিন্তা করি এবং বারংবার উদ্বিগ্ন হই। দিন ত কাহারও জন্যই বসিয়া থাকে না। তোমাদের বা আমার জন্যই কি বসিয়া থাকিবে?

ব্যক্তি যখন প্রাধান্য চাহে, তখন ব্যষ্টি অন্তরালে গা ঢাকিতে বাধ্য হয়। আমি, আমি, আমি, ইহাই যেখানে মনে প্রাণে ধ্যানে জপমন্ত্র, সেখানে অন্য কিছুর প্রতি ত' মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে না। এই আমিকে মারিবার জন্যই ত সকল যুগের সকল সাধক যত সাধনের সঙ্কেত শিখাইতে চাহিয়াছেন। কবে সেই শুভদিন আসিবে, যেই দিন তাহাদের সকল আকূতি, সকল কাকুতি, সকল মিনতি মানব-মাত্রেরই সর্ব্ব-জন-সুখায় আত্মাহুতিদানের আগ্রহের মধ্য দিয়া সফলতা আহরণ করিবে।

বিজয়ার একটা আশীর্ব্বাদ দিতে হয়, তাহারই জন্য এই পত্র লিখিতেছি না। আমার মন তোমাদের প্রতিজনকে নিয়া বড়ই চঞ্চল, তাই মনের সমস্ত ভাবগুলিকে তোমাদের কাছে তুলিয়া ধরিলাম। তোমরা ইহার মধ্য হইতে গ্রহণীয় যেইটুকু পাও, তাহাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপ

(ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ড সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের
ত্যাগই অমৃত, ন